গিল মিনিস্ট্রিস

অত্যাশ্চর্য জীবনযাপন

পবিত্র আত্মার উপহারের দ্বারা

Dr. A.L. & Joyce Gill

গিল মিনিস্ট্রিস

অত্যাশ্চর্য জীবনযাপন

পবিত্র আত্মার উপহারের দ্বারা

ডঃ এ.এল এবং জয়েস গিল

ISBN 0-941975-37-1
© Copyright 1988, 1995
Revised 2017

যদিও এই পুস্তকটি কপিরাইট রয়েছে
কিন্তু গিলেরা এগুলিকে বিনামূল্যে
ডাউনলোড করার অনুমতি দিয়েছেন

Web: gillministries.com

লেখক সম্বন্ধীয়

এ.এল এবং জয়েস গিল আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত স্পিকার, লেখক এবং বাইবেল শিক্ষক। তাঁর প্রেরিত সেবাকাজের ভ্রমণ তাকে বিশ্বের আশি দেশেরও বেশি দেশে নিয়ে গিয়েছে, এবং তারা রেডিও এবং টেলিভিশনের মাধ্যমে এক লক্ষাধিক ব্যক্তিকে এবং বহু মিলিয়ন লোকের মধ্যে প্রচার করেছেন। তার শীর্ষ বিক্রিত বই এবং ম্যানুয়ালগুলোর পনেরো মিলিয়নেরও বেশী অনুলিপি বিক্রি হয়েছে। তাদের লেখাগুলি, যা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে, বাইবেল স্কুল এবং সেমিনারগুলির মাধ্যমে সারা বিশ্বে ব্যবহৃত হচ্ছে। ঈশ্বরের বাক্যের শক্তিশালী জীবন পরিবর্তনের সত্যগুলি তাদের গতিশীল প্রচার, শিক্ষা, লেখার এবং ভিডিও এবং অডিও টেপ মন্ত্রকের মাধ্যমে অন্যের জীবনে বিস্ফোরিত হয়েছে। ঈশ্বরের উপস্থিতির অপূর্ব গৌরব তাদের প্রশংসা ও উপাসনার দ্বারা সেমিনারে অনুভুত হয় এবং তার দ্বারা বিশ্বাসীরা আবিষ্কার করে যে কীভাবে ঈশ্বরের সত্য এবং অন্তরঙ্গ উপাসক হওয়া যায়। বিশ্বাসীরা তাদের শিক্ষার মাধ্যমে অনেকে বিজয় এবং সাহসের এক নতুন এবং উত্তেজনাপূর্ণ মাত্রা তাদের জীবনে আবিষ্কার করেছেন। গিলস প্রশিক্ষনের দ্বারা প্রবাহিত ঈশ্বরের নিরাময় শক্তি দিয়ে ঈশ্বর-প্রদত্ত অতিপ্রাকৃত মন্ত্রীদের মধ্যে পদক্ষেপ নিতে অনেক বিশ্বাসীকে উৎসাহিত করেছেন। পবিত্র আত্মার সমস্ত নয়টি উপহার তাদের প্রতিদিনের জীবন ও সেবাকাজে পরিচালিত করার জন্য সাহায্য করেছে তাতে অনেকে অতিপ্রাকৃতভাবে প্রাকৃতিক হতে শিখেছেন। এ.এল. ও জয়েস উভয়েরই মাস্টার্স অফ থিওলজিকাল স্টাডিজ ডিগ্রি রয়েছে। এ.এল. ভিশন ক্রিশ্চিয়ান ইউনিভার্সিটি থেকে থিওলজি ডিগ্রিতে ডক্টর অফ ফিলোসফি অর্জন করেছেন। ঈশ্বরের বাক্যের উপর ভিত্তি করে তাদের সেবাকাজ, যীশুর উপর নির্ভর করে, বিশ্বাসে দৃঢ় এবং পবিত্র আত্মার শক্তিতে শেখানো হয়ে থাকে।তাদের সেবাকাজ পিতার হৃদয়ের ভালবাসার একটি প্রদর্শন। তাদের প্রচার ও শিক্ষার দ্বারা শক্তিশালী অভিষেক, চিহ্ন, আশ্চর্য এবং নিরাময়কারী অলৌকিক চিহ্ন কাজ হচ্ছে এবং তার দ্বারা ঈশ্বরের শক্তি ঢেউয়ের আকারে নিহিত হচ্ছে। ঈশ্বরের গৌরব এবং শক্তির অপূর্ব প্রকাশগুলি তাদের সভাগুলিতে উপস্থিত হওয়া সকলেই অনুভব করছে।

ডাঃ এ.এল. ও জয়েস গিল বিশ্বাসীদের যীশুর কাজ করতে সজ্জিত করার জন্য ব্যবহারিক সরঞ্জাম তৈরিতে সর্বদা নিবেদিত রয়েছেন ।

তাদের আকাঙ্ক্ষা হল খ্রীস্ট বিশ্বাসীর পরিপক্কতার সকল স্তরে প্রতিটি বিশ্বাসীর জন্য বিজয়ী, অতিপ্রাকৃত জীবনযাপনকে উৎসাহিত করা।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়	*পবিত্র আত্মা*	*08*
দ্বিতীয় অধ্যায়	*পবিত্র আত্মার শক্তিকে গ্রহন করা*	*13*
তৃতীয় অধ্যায়	*পরভাষায় কথা বলা*	*20*
চতুর্থ অধ্যায়	*সেবাকার্যের গুরুত্বপূর্ণ সাধনী*	*27*
পঞ্চম অধ্যায়	*উপহারগুলী শ্রেণীবদ্ধ এবং সংজ্ঞায়িত*	*33*
ষষ্ট অধ্যায়	*পরভাষা এবং তার ব্যাখ্যা*	*39*
সপ্তম অধ্যায়	*ভাববানীর উপহার*	*48*
অষ্টম অধ্যায়	*আত্মাকে চিনিয়ে লওয়া*	*59*
নবম অধ্যায়	*জ্ঞানের বাক্য*	*70*
দশম অধ্যায়	*প্রজ্ঞার বাক্য*	*81*
একাদশ অধ্যায়	*বিশ্বাসের উপহারের ক্ষমতা*	*93*
দ্বাদশ অধ্যায়	*আশ্চর্যকার্য*	*103*
ত্রয়োদশ অধ্যায়	*আরোগ্যতা ক্ষমতার উপহার*	*112*

শিক্ষক এবং শিক্ষিকাদের জন্য কিছু কথা

এই শক্তিশালী এবং ব্যবহারিক অধ্যয়নের মাধ্যমে, বিশ্বাসীরা পবিত্র আত্মার সমস্ত নয়টি উপহারে কাজ করার জন্য পরিচালিত হবে। পবিত্র আত্মার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের দ্বারা প্রতিটি ব্যক্তি প্রতিদিনের ভিত্তিতে অতিপ্রাকৃত পথে চলার আনন্দ অনুভব করবে। সমস্ত কণ্ঠস্বর, উদ্ঘাটন এবং শক্তিশালী উপহার পরিষ্কারভাবে বুঝতে এবং অভিজ্ঞ হতে সাহায্য করবে।

আমরা এই কোর্সটি পড়ানোর আগে পরামর্শ দিচ্ছি, আপনি এই বিষয়ে ভিডিও বা অডিও টেপগুলীকে দেখুন বা শুনুন। আপনি পবিত্র আত্মার উপহার সম্পর্কিত ঈশ্বরের বাক্যের সত্যের সাথে নিজেকে যত বেশি পরিতৃপ্ত করবেন, তত বেশি এই উপহারগুলি আপনার জীবনে কাজ করার জন্য আলোড়িত হবে। এই অধ্যয়নটি তখন আপনার ব্যবহার করার জন্য রূপরেখা প্রদান করবে যখন আপনি এই সত্যগুলি অন্যদের কাছে প্রদান করবেন এবং সেগুলিকে অতিপ্রাকৃত জীবনযাপনের জন্য পরিচালিত করবেন।

রূপরেখা।ব্যক্তিগত জীবনের দৃষ্টান্তগুলি কার্যকর শিক্ষার জন্য খুব ভাল। লেখকরা এগুলো বাদ দিয়েছেন।যাতে শিক্ষক তার নিজের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে, অথবা তার জীবনের উদাহরণ প্রদান করতে পারেন । অথবা অন্যদের বিষয়ে যাদের সাথে ছাত্ররা সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে। এটি সর্বদা মনে রাখা উচিত যে পবিত্র আত্মা যিনি আমাদের সমস্ত কিছু শেখাতে এসেছেন এবং তা যখন আমরা অধ্যয়ন করছি, বা যখন আমরা শিক্ষকতা করছি, তখন আমাদের সর্বদা পবিত্র আত্মার দ্বারা ক্ষমতায়িত এবং পরিচালিত হতে হবে।

প্রতিটি পাঠের শেষে প্রতিটি বিশ্বাসীর "নৌকা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে" এবং অধ্যয়নের সময় এই উপহারগুলির প্রতিটিতে কাজ করাও গুরুত্বপূর্ণ। এটি সুপারিশ করা হয় যে প্রতিটি পাঠের আগে ছোট করে প্রশংসা এবং উপাসনা করুন। এর পরে, প্রত্যেককে বিশ্বাসের সাথে এগিয়ে আস্তে এবং যা সবেমাত্র অধ্যয়ন করা হয়েছে সেইসব উপহারগুলীকে কার্যকর করার জন্য উৎসাহিত করুন। তারপর সম্পূর্ণ দলের মধ্যে সেই উপহারগুলিকে প্রবাহিত করুন। এটি আপনাকে পরামর্শ দেওয়া হয় যে আপনি তাদের ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে প্রত্যেক দলের একজন পরিচালক নির্বাচিত করুন, যারা প্রত্যেককে তাদের জীবনে এই উপহারগুলি কার্যকারী অনুভব করার জন্য উৎসাহিত করবে।

এই অধ্যয়ন ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠী অধ্যয়ন, বাইবেল স্কুল, সানডে স্কুল এবং গৃহ মণ্ডলীর জন্য খুব ভাল। এই কোর্সটি করার সময় প্রত্যেক শিক্ষক এবং ছাত্রদের এই বইটি অবশ্যই কাছে রাখা উচিত। সেরা বইগুলি লেখা হয়, রেখাঙ্কিত করা হয়, ধ্যান করা হয় এবং আয়ত্ত হয়।

আপনার নোট এবং মন্তব্যের জন্য জায়গা রেখেছি। বিন্যাসটি পর্যালোচনার জন্য একটি দ্রুত রেফারেন্স সিস্টেমের সাথে এটিকে বিন্যাসিত করা হয়েছে ।

যা আপনাকে এই বিষয়গুলি সনাক্ত করতে সহায়তা করবে। একবার তারা এই বিষয়টি অপরকে শিক্ষা দেবার জন্য সম্পূর্ণ অধ্যায়ন করবে তখন এই বিশেষ বিন্যাস প্রতিটি ব্যক্তির জন্য একবার সম্ভব করে তোলে।

পৌল তিমথিকে লিখলেন,

আর অনেক সাক্ষীর মুখে যে সকল বাক্য আমার কাছে শুনিয়াছ, সেই সকল এমন বিশ্বস্ত লোকদিগকে সমর্পণ কর, যাহারা অন্য অন্য লোককেও শিক্ষা দিতে সক্ষম হইবে"। ২ তীমথিয় ২:২খ

এই শিক্ষাটি MINDS (মন্ত্রণালয় বিকাশ ব্যবস্থা) ফর্ম্যাটে একটি ব্যবহারিক অংশগ্রহণের বাইবেল কোর্স হিসাবে তৈরি করা হয়েছে, যা প্রোগ্রামড লার্নিংয়ের জন্য একটি বিশেষভাবে বিকাশযুক্ত। এই ধারণাটি জীবন, মন্ত্রণালয় এবং শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের শিক্ষার ক্ষেত্রে গুণনের জন্য তৈরি করা হয়েছে। প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা, এই ম্যানুয়ালটি ব্যবহার করে, অন্যদের কাছে এই কোর্সটি সহজেই শেখাতে পারে।

প্রথম অধ্যায়

পবিত্র আত্মা

পবিত্র আত্মা কে?

যদি আমাদের সত্যি ঈশ্বরকে জানতে হয় তবে শুধুমাত্র পিতা এবং পুত্রকে জানলেই হবে না, তার সাথে পবিত্র আত্মাকে সত্য এবং ব্যক্তিগতভাবে অবশ্যই জানতে হবে।

ঈশ্বর সারমর্মে এক, তবুও তিনটি স্বতন্ত্র এবং পৃথক ব্যক্তিতে চিহ্নিত। ঈশ্বরীয় সত্ত্বায় প্রত্যেক ব্যক্তি সমান এবং প্রত্যেকেই ঈশ্বরীয় সত্ত্বার সমস্ত গুণের অংশীদার। ঈশ্বরীয় সত্ত্বার প্রতিটি ব্যক্তি, যেমন আলাদাভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, তার একটি নির্দিষ্ট কাজ এবং ব্যক্তিত্বও রয়েছে।, ঠিক যেমন পিতা এবং পুত্র তেমনি পবিত্র আত্মাও আমাদের সাথে ব্যক্তিগত সম্পর্কে আসতে চান। তিনি চান যে আমরা যেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তাঁর কার্যকারিতার গুরুত্বকে স্বীকার করে, তাকে নিয়ে জীবনযাপন এবং তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে একত্রিত হই।

পবিত্র আত্মার কার্যকারিতা পুরাতন নিয়মে প্রকাশিত হয়েছে

সৃষ্টির সময়

পবিত্র আত্মা সৃষ্টির সময় ত্রিত্বের অংশ ছিলেন।

আদিপুস্তক ১:১-৩ আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল, এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক; তাহাতে দীপ্তি হইল।

"ঈশ্বরের আত্মা" ছিল একটি বায়ু, শ্বাস, বিস্ফোরণ, ঝড়, একটি ঘূর্ণিঝড়।

গীতসংহিতা ১০৪:৩০ তুমি নিজ আত্মা পাঠাইলে তাহাদের সৃষ্টি হয়, আর তুমি ভূমিতল নবীন করিয়া থাক।

মনুষ্যের সাথে মিথস্ক্রিয়া

® উপরে আসবে

পুরাতন নিয়মের সময়কালে, পবিত্র আত্মা মনুষ্যদের মধ্যে বাস করেননি। একটি বিশেষ কাজ বা সেবার জন্য তাদের অভিষেক করার জন্য তিনি তাদের উপরে আসতেন।

১শমুয়েল ১০:৬ তখন সদাপ্রভুর আত্মা সবলে তোমার উপরে আসিবেন, তাহাতে তুমিও তাহাদের সহিত ভাবোক্তি প্রচার করিবে, এবং অন্য প্রকার মনুষ্য হইয়া উঠিবে।

® প্রজ্ঞা প্রদান

যাত্রাপুস্তক ২৮:৩ক আর আমি যাহাদিগকে বিজ্ঞতার আত্মায় পূর্ণ করিয়াছি, সেই সকল বিজ্ঞমনা লোকদিগকে বল।

® অধিষ্ঠান করা

আদিপুস্তক ৬:৩ক তাহাতে সদাপ্রভু কহিলেন, আমার আত্মা মনুষ্যদের মধ্যে নিত্য অধিষ্ঠান করিবেন না...

® কথা বলা

যিহিস্কেল ২:২ যে সময়ে তিনি আমার সহিত কথা কহিলেন, তখন আত্মা আমাতে প্রবেশ করিয়া আমাকে পায়ে ভর দেওয়াইয়া দাঁড় করাইলেন; তাহাতে যিনি আমার সহিত কথা কহিলেন, তাঁহার বাক্য আমি শুনিলাম।

পবিত্র আত্মার কার্যকারিতা সুসমাচারের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে

খ্রীষ্টের জীবনকালে, পবিত্র আত্মা তখনও বিশেষ কিছু কাজের জন্যই পুরুষ এবং মহিলাদের উপর আসত, কিন্তু খ্রীষ্টের স্বর্গে ফিরে যাবার পরে পঞ্চসপ্তমীর দিন, তিনি পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে অবস্থান করতে এসেছিলেন।

বাপ্তিশ্মদাতা যোহন

লুক ১:১৫ কারণ সে প্রভুর সম্মুখে মহান্ হইবে, এবং দ্রাক্ষারস কি সুরা কিছুই পান করিবে না; আর সে মাতার গর্ভ হইতেই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইবে।

ইলীশাবেৎ

লুক ১:৪১ আর এইরূপ হইল, যখন ইলীশাবেৎ মরিয়মের মঙ্গলবাদ শুনিলেন, তখন তাঁহার জঠরে শিশুটী নাচিয়া উঠিল; আর ইলীশাবেৎ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইলেন।

সখরিয়

লুক ১:৬৭ তখন তাহার পিতা সখরিয় পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন, এবং ভাববাণী বলিলেন; তিনি কহিলেন।

যীশুর জীবন এবং সেবাকাজে পবিত্র আত্মার কার্যকারিতা

যীশু আত্মা দ্বারা জন্মগ্রহণ করলেন

মথি ১:২০, ২৪ তিনি এই সকল ভাবিতেছেন, এমন সময় দেখ, প্রভুর এক দূত স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, যোষেফ, দায়ূদ-সন্তান, তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না, কেননা তাঁহার গর্ভে যাহা জন্মিয়াছে, তাহা পবিত্র আত্মা হইতে হইয়াছে; আর তিনি পুত্র প্রসব করিবেন।

যীশু কুমারীর গর্ভে জন্ম দ্বারা, সম্পূর্ণরূপে একজন মানুষ ছিলেন তবুও তিনি সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর ছিলেন৷ তার একজন মানুষ হয়ে জন্ম হওয়া কোনভাবেই ঈশ্বর হিসাবে তার সারমর্ম এবং চরিত্রকে হ্রাস করেনি।

যীশু তার অধিকার ত্যাগ করলেন

যীশু এই পৃথিবীতে জীবিত থাকাকালীন ঈশ্বর হিসাবে তাঁর সমস্ত অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধাকে ইচ্ছাকৃতভাবে পাশে সরিয়ে রেখেছিলেন। তিনি প্রথম আদমকে সৃষ্টি করার সময় এই পৃথিবীতে মানুষকে যা করার জন্য সৃষ্টি করেছিলেন সেই সমস্ত কিছু পূরণ করতে তিনি "শেষ আদম" হিসাবে এসেছিলেন।

ফিলিপীয় ২:৫-৮ খ্রীষ্ট যীশুতে যে ভাব ছিল, তাহা তোমাদিগেতেও হউক। ঈশ্বরের স্বরূপবিশিষ্ট থাকিতে তিনি ঈশ্বরের সহিত সমান থাকা ধরিয়া লইবার বিষয় জ্ঞান করিলেন না, কিন্তু আপনাকে শূন্য করিলেন, দাসের রূপ ধারণ করিলেন, মনুষ্যদের সাদৃশ্যে জন্মিলেন; এবং আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আপনাকে অবনত করিলেন; মৃত্যু পর্য্যন্ত, এমন কি, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্য্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন।

যীশু আত্মা দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছিলেন

যীশুর পরিচর্যা কাজ ততক্ষন শুরু হয়নি যতক্ষণ না তিনি জলে বাপ্তিস্ম নেন এবং পবিত্র আত্মা তাঁকে ক্ষমতায়ন করতে এবং তাঁর মধ্যে বাস করতে আসেন। সেই সময় থেকে যীশু তাঁর জীবনে এবং পরিচর্যায় যা কিছু করেছিলেন, তিনি পবিত্র আত্মার দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন মানুষ হিসাবে করেছিলেন৷ এটিই ছিল মানবজাতির সৃষ্টির সময়ে তাদের জন্য তাঁর পরিকল্পনা এবং নিদর্শন।

মথি ৩:১৬, ১৭ পরে যীশু বাপ্তাইজিত হইয়া অমনি জল হইতে উঠিলেন; আর দেখ, তাঁহার নিমিত্ত স্বর্গ খুলিয়া গেল, এবং তিনি ঈশ্বরের আত্মাকে কপোতের ন্যায় নামিয়া আপনার উপরে আসিতে দেখিলেন। আর দেখ, স্বর্গ হইতে এই বাণী হইল, 'ইনিই আমার প্রিয় পুত্র, ইহাঁতেই আমি প্রীত।

মার্ক ১:১০ আর তৎক্ষণাৎ জলের মধ্য হইতে উঠিবার সময়ে দেখিলেন, আকাশ দুইভাগ হইল, এবং আত্মা কপোতের ন্যায় তাঁহার উপরে নামিয়া আসিতেছেন।

® আত্মার দ্বারা পরিচালিত

যীশুর জীবন ও পরিচর্যায় পবিত্র আত্মার কাজকে অধ্যয়ন করলে, আমরা আজ আমাদের জীবন ও পরিচর্যায় পবিত্র আত্মার কাজকে বুঝতে পারি। যীশু সত্যিই আমাদের জন্য উদাহরণ।

মথি ৪:১ তখন যীশু, দিয়াবল দ্বারা পরীক্ষিত হইবার জন্য, আত্মা দ্বারা প্রান্তরে নীত হইলেন।

মার্ক ১:১২ আর তৎক্ষণাৎ আত্মা তাঁহাকে প্রান্তরে পাঠাইয়া দিলেন।

লুক ৪:১ যীশু পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হইয়া যর্দ্দন হইতে ফিরিয়া আসিলেন, এবং চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত সেই আত্মার আবেশে প্রান্তর মধ্যে চালিত হইলেন।

® আত্মার দ্বারা শিক্ষাপ্রাপ্ত

প্রেরিত ১:২ যে দিনে তিনি আপনার মনোনীত প্রেরিতদিগকে পবিত্র আত্মা দ্বারা আজ্ঞা দিয়া ঊর্দ্ধে নীত হইলেন।

যোহন ১৪:১০ তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন? আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা বলি, তাহা আপনা হইতে বলি না; কিন্তু পিতা আমাতে থাকিয়া আপনার কার্য্য সকল সাধন করেন।

® আত্মায় অভিষিক্ত

লুক ৪:১৮ "প্রভুর আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কারণ তিনি আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, দরিদ্রদের কাছে সুসমাচার প্রচার করিবার জন্য; তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, বন্দিগণের কাছে মুক্তি প্রচার করিবার জন্য, অন্ধদের কাছে চক্ষুর্দ্দান প্রচার করিবার জন্য, উপদ্রুতদিগকে নিস্তার করিয়া বিদায় করিবার জন্য।

® আত্মা দ্বারা মন্দতাকে দূর করা

মথি ১২:২৮ কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা ভূত ছাড়াই, তবে সুতরাং ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

® আত্মার দ্বারা উৎসর্গ

ইব্রীয় ৯:১৪ তবে, যিনি অনন্তজীবী আত্মা দ্বারা নির্দ্দোষ বলিরূপে আপনাকেই ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই খ্রীষ্টের রক্ত তোমাদের সংবেদকে মৃত ক্রিয়াকলাপ হইতে কত অধিক নিশ্চয় শুচি না করিবে, যেন তোমরা জীবন্ত ঈশ্বরের আরাধনা করিতে পার!

® আত্মার দ্বারা পুনরুত্থিত

রোমীয় ১:৪ যিনি পবিত্রতার আত্মার সম্বন্ধে মৃতগণের পুনরুত্থান দ্বারা সপরাক্রমে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

রোমীয় ৮:১১ আর যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে যীশুকে উঠাইলেন, তাঁহার আত্মা যদি তোমাদিগেতে বাস করেন, তবে যিনি মৃতগণের মধ্য হইতে খ্রীষ্ট যীশুকে উঠাইলেন, তিনি তোমাদের অন্তরে বাসকারী আপন আত্মা দ্বারা তোমাদের মর্ত্ত্য দেহকেও জীবিত করিবেন।

পবিত্র আত্মা হল ঈশ্বরের শক্তি

যেমন যীশুর তার জীবনে পবিত্র আত্মার শক্তির প্রয়োজন ছিল, তেমনি আমাদেরও সেই একই পবিত্র আত্মার শক্তিকে আমাদের জীবনে সম্পূর্ণরুপে গ্রহন করতে হবে।

পুনরুত্থানের শক্তি

ইফিষীয় ১:১৯, ২০ এবং বিশ্বাসকারী যে আমরা, আমাদের প্রতি তাঁহার পরাক্রমের অনুপম মহত্ত্ব কি। ইহা তাঁহার শক্তির পরাক্রমের সেই কার্য্যসাধনের অনুযায়ী, যাহা তিনি খ্রীষ্টে সাধন করিয়াছেন; ফলতঃ তিনি তাঁহাকে মৃতগণের মধ্য হইতে উঠাইয়াছেন, এবং স্বর্গীয় স্থানে নিজ দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়াছেন।

পৌলের মধ্যে শক্তি

১করিন্থীয় ২:৪, ৫ আর আমার বাক্য ও আমার প্রচার জ্ঞানের প্ররোচক বাক্যযুক্ত ছিল না, বরং আত্মার ও পরাক্রমের প্রদর্শনযুক্ত ছিল, যেন তোমাদের বিশ্বাস মনুষ্যদের জ্ঞানযুক্ত না হইয়া ঈশ্বরের পরাক্রমযুক্ত হয়।

রোমীয় ১৫:১৭-১৯ অতএব খ্রীষ্ট যীশুতে ঈশ্বরসম্বন্ধীয় বিষয়ে আমার শ্লাঘা করিবার অধিকার আছে। কেননা আমি সে বিষয়ে এমন একটী কথাও বলিতে সাহস করিব না, যাহা পরজাতীয়দিগকে আজ্ঞাবহ করণার্থে খ্রীষ্ট আমা দ্বারা সাধন করেন নাই; তিনি বাক্যে ও কার্য্যে, নানা চিহ্ন ও অদ্ভুত লক্ষণের পরাক্রমে, পবিত্র আত্মার পরাক্রমে এইরূপ সাধন করিয়াছেন যে, যিরূশালেম হইতে ইল্লুরিকা পর্য্যন্ত চারিদিকে আমি খ্রীষ্টের সুসমাচার সম্পূর্ণরূপে প্রচার করিয়াছি।

পুনরালোনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। পবিত্র আত্মা কে তা নিজের ভাষায় লিখুন?

২। জল-বপ্তিশ্ম গ্রহন এবং পবিত্র আত্মা যীশুর জীবনে আসার পর তিনি এই পৃথিবীতে কিভাবে কার্যকারীরুপে কাজ করেছিলেন।

৩। বর্তমানে আমাদের কিভাবে কার্যকারী হতে হবে?

দ্বিতীয় অধ্যায়

পবিত্র আত্মার শক্তিকে গ্রহন করা

প্রথম প্রতিজ্ঞা

যোয়েল ২:২৮, ২৯ আর তৎপরে এইরূপ ঘটিবে, আমি মর্ত্ত্যমাত্রের উপরে আমার আত্মা সেচন করিব, তাহাতে তোমাদের পুত্রকন্যাগণ ভাববাণী বলিবে তোমাদের প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখিবে, তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাইবে; আর তৎকালে আমি দাসদাসীদিগেরও উপরে আমার আত্মা সেচন করিব।

যিশাইয় ২৮:১১, ১২ শুন, তিনি অস্পষ্টবাক্ ওষ্ঠ ও পরভাষা দ্বারা এই লোকদের সহিত কথাবার্ত্তা কহিবেন, যাহাদিগকে তিনি বলিলেন, 'এই বিশ্রামস্থানে, তোমরা ক্লান্তকে বিশ্রাম দেও, আর এই প্রাণ জুড়াইবার স্থান;' তথাপি তাহারা শুনিতে সম্মত হইল না।

নতুন নিয়মে প্রতিজ্ঞা

যীশুর দ্বারা

® উচ্চ হতে শক্তি

লুক ২৪:৪৯ আর দেখ, আমার পিতা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা আমি তোমাদের নিকটে প্রেরণ করিতেছি; কিন্তু যে পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধ হইতে শক্তিপরিহিত না হও, সেই পর্য্যন্ত তোমরা এই নগরে অবস্থিতি কর।

® পবিত্র আত্মা এবং অগ্নির দ্বারা

মথি ৩:১১ আমি তোমাদিগকে মন-পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত জলে বাপ্তাইজ করিতেছি বটে, কিন্তু আমার পশ্চাৎ যিনি আসিতেছেন, তিনি আমা অপেক্ষা শক্তিমান্; আমি তাঁহার পাদুকা বহিবারও যোগ্য নহি; তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতে বাপ্তাইজ করিবেন।

® উত্তম উপহার

লুক ১১:৯-১৩ আর আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। কেননা যে কেহ যাচ্ঞা করে, সে গ্রহণ করে, এবং যে অন্বেষণ করে, সে পায়; আর যে দ্বারে আঘাত করে, তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। তোমাদের মধ্যে এমন পিতা কে, যাহার পুত্র রুটী চাহিলে তাহাকে পাথর দিবে। কিম্বা মাছ চাহিলে মাছের পরিবর্ত্তে সাপ দিবে? কিম্বা ডিম চাহিলে তাহাকে বৃশ্চিক দিবে? অতএব

তোমরা মন্দ হইয়াও যদি তোমাদের সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিতে জান, তবে ইহা কত অধিক নিশ্চয় যে, স্বর্গস্থ পিতা, যাহারা তাঁহার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাদিগকে পবিত্র আত্মা দান করিবেন।

® জীবন্ত জলের নদী

যোহন ৭:৩৭-৩৯ শেষ দিন, পর্ব্বের প্রধান দিন, যীশু দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, কেহ যদি তৃষ্ণার্ত্ত হয়, তবে আমার কাছে আসিয়া পান করুক।38যে আমাতে বিশ্বাস করে, শাস্ত্রে যেমন বলে, তাহার অন্তর হইতে জীবন্ত জলের নদী বহিবে।39যাহারা তাঁহাতে বিশ্বাস করিত, তাহারা যে আত্মাকে পাইবে, তিনি সেই আত্মার বিষয়ে এই কথা কহিলেন; কারণ তখনও আত্মা দত্ত হন নাই, কেননা তখনও যীশু মহিমাপ্রাপ্ত হন নাই।

পিতরের দ্বারা

প্রেরিত ২:৩৮, ৩৯ তখন পিতর তাহাদিগকে কহিলেন, মন ফিরাও, এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপমোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও; তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে। কারণ এই প্রতিজ্ঞা তোমাদের জন্য ও তোমাদের সন্তানগণের জন্য এবং দূরবর্ত্তী সকলের জন্য যত লোককে আমাদের ঈশ্বর প্রভু ডাকিয়া আনিবেন।

বাপ্তিশ্মদাতা কে?

পরিত্রাণের মুহূর্তে প্রতিটি বিশ্বাসীকে যীশু খ্রীষ্টের দেহে বাপ্তিস্ম দেওয়ার ক্ষেত্রে পবিত্র আত্মার কাজ এবং বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত বিশ্বাসীর ‘’মধ্যে’’ অথবা পবিত্র আত্মার দ্বারা যীশুর কাজের পার্থক্য বোঝার ক্ষেত্রে প্রায়শই বিভ্রান্তি ঘটে থাকে।

বাপ্তিশ্মের সংজ্ঞা

"বাপ্তিস্ম" শব্দটি আমাদের ভাষায় অনুবাদ করার পরিবর্তে একটি শব্দে প্রতিলিপি করা হয়েছে যা মূল গ্রীক শব্দের মতো শোনায় যা লেখকরা ব্যবহার করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, এর অর্থ "নিমজ্জিত হবার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সনাক্ত হওয়া।" যখন একটি পোশাক রঙ্গিন করা হয়, তখন সেটি ছোপানো রঙের সাথে সম্পূর্ণরূপে মিলিত হয়ে যায়। অর্থাৎ এটি সেই রঙে সম্পূর্ণরুপে নিম্মজিত হয়।

পবিত্র আত্মা আমাদের পরিত্রাণের মুহূর্তে যীশু খ্রীষ্টের সাথে সম্পূর্ণরূপে চিহ্নিত করেছেন। জল বাপ্তিস্ম, যা প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য ঈশ্বরের্ একটি আদেশ। এটি একটি ছবি বা মনুষ্যের সামনে একটি সাক্ষ্য যে আমরা ইতিমধ্যেই যীশুর সাথে তাঁর মৃত্যু, কবর এবং পুনরুত্থানের দ্বারা চিহ্নিত হয়েছি। যাইহোক, যীশু যখন আমাদের পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেন, তখন আমরাও পবিত্র আত্মার সাথে সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হয়ে উঠি। আমরা আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার শক্তিকে গ্রহণ করি।

পবিত্র আত্মা বাপ্তিশ্মদাতা

পরিত্রাণের মুহূর্তে, পবিত্র আত্মা প্রত্যেক বিশ্বাসীকে যীশু খ্রীষ্টে বাপ্তিস্ম দেন। তখন আমরা যীশুর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে একত্রিত হয়ে উঠি এবং তাঁর দেহের এক অংশ হয়ে যাই।

রোমীয় ৬:৩ অথবা তোমরা কি জান না যে, আমরা যত লোক খ্রীষ্ট যীশুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, সকলে তাঁহার মৃত্যুর উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছি?

গালাতীয় ৩:২৭ কারণ তোমরা যত লোক খ্রীষ্টের উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছ, সকলে খ্রীষ্টকে পরিধান করিয়াছ।

১করিন্থীয় ১২:১৩ ফলতঃ আমরা কি যিহূদী কি গ্রীক, কি দাস কি স্বাধীন, সকলেই এক দেহ হইবার জন্য একই আত্মাতে বাপ্তাইজিত হইয়াছি, এবং সকলেই এক আত্মা হইতে পায়িত হইয়াছি।

ইফিষীয় ৫:৩০ কেননা আমরা তাঁহার দেহের, মাংসের এবং হাড়ের অংশ।

যীশু বাপ্তিশ্মদাতা

একটি পৃথক এবং স্বতন্ত্র কার্যকারিতা এবং অভিজ্ঞতা হিসাবে, শাস্ত্র পরিষ্কারভাবে বর্ণিত করে যে যীশু আমাদের পবিত্র আত্মায় বাপ্তিশ্ম দিতে চান।

যোহনের ভবিষ্যতবাণী

লুক ৩:১৬ তখন যোহন উত্তর করিয়া সকলকে কহিলেন, আমি তোমাদিগকে জলে বাপ্তাইজ করিতেছি বটে, কিন্তু এমন এক জন আসিতেছেন, যিনি আমা অপেক্ষা শক্তিমান, যাঁহার পাদুকার বন্ধন খুলিবার যোগ্য আমি নই; তিনি তোমাদিগকে পবিত্র আত্মা ও অগ্নিতে বাপ্তাইজ করিবেন।

যীশুর আজ্ঞা

প্রেরিত ১:৪, ৫ আর তিনি তাঁহাদের সঙ্গে সমবেত হইয়া এই আজ্ঞা দিলেন, তোমরা যিরূশালেম হইতে প্রস্থান করিও না, কিন্তু পিতার অঙ্গীকৃত যে দানের কথা আমার কাছে শুনিয়াছ, তাহার অপেক্ষায় থাক। কেননা যোহন জলে বাপ্তাইজ করিতেন বটে, কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হইবে, বেশী দিন পরে নয়।

প্রেরিত ১:৮ কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে; আর তোমরা যিরূশালেমে, সমুদয় যিহূদীয়া ও শমরিয়া দেশে, এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে।

পিতরের প্রতিশ্রুতি

প্রেরিত ২:৩৮ তখন পিতর তাহাদিগকে কহিলেন, মন ফিরাও, এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপমোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও; তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে।

প্রতিজ্ঞা প্রাপ্ত

পঞ্চাশত্তমীর দিনে ইহুদীরা

প্রেরিত ২:১-৪ পরে পঞ্চাশত্তমীর দিন উপস্থিত হইলে তাঁহারা সকলে একস্থানে সমবেত ছিলেন। আর হঠাৎ আকাশ হইতে প্রচণ্ড বায়ুর বেগের শব্দবৎ একটা শব্দ আসিল, এবং যে গৃহে তাঁহারা বসিয়াছিলেন, সেই গৃহের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। আর অংশ অংশ হইয়া পড়িতেছে, এমন অনেক অগ্নিবৎ জিহ্বা তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হইল; এবং তাঁহাদের প্রত্যেক জনের উপরে বসিল। তাহাতে তাঁহারা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন, এবং আত্মা তাঁহাদিগকে যেরূপ বক্তৃতা দান করিলেন, তদনুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন।

প্রেরিত ২:১৫, ১৬ কেননা তোমরা যে অনুমান করিতেছ, ইহারা মত্ত, তাহা নয়, কারণ এখন বেলা তিন ঘটিকামাত্র। কিন্তু এটী সেই ঘটনা, যাহার কথা যোয়েল ভাববাদী দ্বারা উক্ত হইয়াছে।

এটি শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে যে এটি শুধুমাত্র একবার ঘটা ঘটনা মাত্র। তবে উচ্চ ঘরের বিশ্বাসীদের উপর পবিত্র আত্মা আসার পরে, সুন্দর নামক দ্বারে খোঁড়া লোকটিকে সুস্থ করার পরে, অননীয় এবং সাফিরার মারা যাওয়ার পরে, প্রেরিতদের বেছে নেওয়ার পরে, স্টিফানকে পাথর ছুড়ে মারার পরে এবং নিপীড়ন আরও স্পষ্ট বৃদ্ধি হয়ে ওঠার পরে, সেখানে বিশ্বাসীদের পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম নেওয়ার আরেকটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে।

শমরিয়ার অযিহুদীদের দ্বারা

ফিলিপের শমরীয়দের কাছে সুসমাচার বলার সাথে সাথে সেখানে পুনজাগরণ ছড়িয়ে পড়েছিল। শমরিয়রা ঈশ্বরের বাক্যকে গ্রহণ করে এবং তারপর পিতর এবং যোহন সেখানে এলেন।

প্রেরিত ৮:১৪-১৭ যিরূশালেমে প্রেরিতগণ যখন শুনিতে পাইলেন যে শমরীয়েরা ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাঁহারা পিতর ও যোহনকে তাহাদের নিকটে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা আসিয়া তাহাদের নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন, যেন তাহারা পবিত্র আত্মা পায়; কেননা এ পর্য্যন্ত তাহাদের কাহারও উপরে পবিত্র আত্মা পতিত হন নাই; কেবল তাহারা প্রভু যীশুর নামে বাপ্তাইজিত হইয়াছিল। তখন তাঁহারা তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করিলেন, আর তাহারা পবিত্র আত্মা পাইল।

কৈসরিয়ার অযিহুদীদের দ্বারা

তাই আমরা মনে করব না যে ইহুদিদের উপর পবিত্র আত্মার আগমন শুধুমাত্র একবারের ঘটনা, এবং তারপরে অইহুদীদের উপরও শুধুমাত্র একবারের, আমাদের কৈসরিয়ার বিশ্বাসীদের বিষয়েও বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

প্রেরিত ১০:৪৪-৪৬ পিতর এই কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে যত লোক বাক্য শুনিতেছিল, সকলের উপরে পবিত্র আত্মা পতিত হইলেন। তখন পিতরের সহিত আগত বিশ্বাসী ছিন্নত্বক্ লোক সকল চমৎকৃত হইলেন, কারণ পরজাতীয়দের উপরেও পবিত্র আত্মারূপ দানের সেচন হইল; কেননা তাঁহারা উহাঁদিগকে নানা ভাষায় কথা কহিতে ও ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে শুনিলেন।

প্রেরিত ১১:১৫ পরে আমি কথা কহিতে আরম্ভ করিলে, যেমন প্রথমে আমাদের উপরে হইয়াছিল, তেমনি তাঁহাদের উপরেও পবিত্র আত্মা পতিত হইলেন।

ইফিষের অযিহুদীদের দ্বারা

পবিত্র আত্মায় প্রথম বাপ্তিস্ম হয়েছিল আনুমানিক ৩৩ খ্রিস্টাব্দে (উশারের তারিখ) প্রেরিত পুস্তকের শেষের দিকে, আনুমানিক ৫৪ খ্রিস্টাব্দে, পৌল ইফিষে আসেন।

প্রেরিত ১৯:২-৬ তথায় কয়েক জন শিষ্যের দেখা পাইলেন; আর তাহাদিগকে বলিলেন, বিশ্বাসী হইয়া তোমরা কি পবিত্র আত্মা পাইয়াছিলে? তাহারা তাঁহাকে কহিল, পবিত্র আত্মা যে আছেন, তাহাও আমরা শুনি নাই। তিনি কহিলেন, তবে কিসে বাপ্তাইজিত হইয়াছিলে? তাহারা কহিল, যোহনের বাপ্তিস্মে। পৌল কহিলেন, যোহন মনপরিবর্ত্তনের বাপ্তিস্মে বাপ্তাইজ করিতেন, লোকদিগকে বলিতেন, যিনি তাঁহার পরে আসিবেন, তাঁহাতে অর্থাৎ যীশুতে তাহাদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে। এ কথা শুনিয়া তাহারা প্রভু যীশুর নামে বাপ্তাইজিত হইল। আর পৌল তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করিলে পবিত্র আত্মা তাহাদের উপরে আসিলেন, তাহাতে তাহারা নানা ভাষায় কথা কহিতে এবং ভাববাণী বলিতে লাগিল।

পবিত্র আত্মার উপর পৌলের শিক্ষা

আপনি কি গ্রহণ করেছেন?

প্রেরিত ১৯:২ক আর তাহাদিগকে বলিলেন, বিশ্বাসী হইয়া তোমরা কি পবিত্র আত্মা পাইয়াছিলে?

ইফিষে আসার পর বিশ্বাসীদের কাছে এটাই ছিল পৌলের প্রথম প্রশ্ন। তিনি জানতেন যে প্রতিটি বিশ্বাসীর কার্যকর সাক্ষী হওয়ার জন্য পবিত্র আত্মার শক্তি প্রয়োজন।

আজকালকার অনেক খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীদের মতন উত্তর তারা দিল।

প্রেরিত ১৯:২খ, ৬ তাহারা তাঁহাকে কহিল, পবিত্র আত্মা যে আছেন, তাহাও আমরা শুনি নাই।

আর পৌল তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করিলে পবিত্র আত্মা তাহাদের উপরে আসিলেন, তাহাতে তাহারা নানা ভাষায় কথা কহিতে এবং ভাববাণী বলিতে লাগিল।

এটি ছিল এশিয়া প্রদেশের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ সুসমাচার প্রচারের সূচনা! বিশ্বাসীদের জীবনে পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের ক্ষমতা থাকার ফলাফল ছিল অত্যাশ্চর্য ধর্মপ্রচারের একটি মহান তরঙ্গের সূচনা।

প্রেরিত ১৯:১০ এইরূপে দুই বৎসর কাল চলিল; তাহাতে এশিয়া-নিবাসী যিহূদী ও গ্রীক সকলেই প্রভুর বাক্য শুনিতে পাইল।

বর্তমানে পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ

সকলের জন্য

যীশু বলেছেন যখন পবিত্র আত্মা আসবে তখন আমরা শক্তিপ্রাপ্ত হব।

প্রেরিত ১:৮ক কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে;

পিতর বলেছিলেন যে সবাই পবিত্র আত্মার উপহার পাবে।

প্রেরিত ২:৩৮ তখন পিতর তাহাদিগকে কহিলেন, মন ফিরাও, এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপমোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও; তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে।

উত্তম উপহার

আমাদের পিতার কাছে আমাদের জন্য প্রতিটি ভাল উপহার কামনা করা উচিত।

লুক ১১:১১-১৩ তোমাদের মধ্যে এমন পিতা কে, যাহার পুত্র রুটী চাহিলে তাহাকে পাথর দিবে। কিম্বা মাছ চাহিলে মাছের পরিবর্ত্তে সাপ দিবে? কিম্বা ডিম চাহিলে তাহাকে বৃশ্চিক দিবে? অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি তোমাদের সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিতে জান, তবে ইহা কত অধিক নিশ্চয় যে, স্বর্গস্থ পিতা, যাহারা তাঁহার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাদিগকে পবিত্র আত্মা দান করিবেন।

পবিত্র আত্মার উপহার পেতে আমাদের কেবল এটি চাইতে হবে, এবং তারপর বিশ্বাসের দ্বারা তা গ্রহণ করতে হবে!

পুনরলোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। যীশু যখন পবিত্র আত্মার আগমনের কথা বলেছিলেন তখন তিনি কি ধরনের বর্ণনামূলক শব্দ ব্যবহার করেছিলেন?

২। কিভাবে একজন ঈশ্বরের বাক্য অনুযায়ী পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে?

৩। পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম এবং পবিত্র আত্মার বা "সহ" বাপ্তিস্মের মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

৪। নতুন নিয়মে কোন ঘটনাটি প্রমাণ হিসেবে যা সাধারণত পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণের অভিজ্ঞতা অনুসরণ করার জন্য বর্ণিত করা হয়েছে?

তৃতীয় অধ্যায়

পরভাষায় কথা বলা

নিষেধ করবেন না

এটা কি আশ্চর্যজনক নয় যে পবিত্র আত্মার একমাত্র দান যাকে আমরা নিষেধ না করতে বলেছি, তা আজ অনেক দল দ্বারা নিষিদ্ধ? যা পৌল কখনও লেখেননি,

১করিন্থীয় ১৪:৩৯ অতএব, হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা ভাববাণী বলিবার জন্য উদ্যোগী হও, এবং বিশেষ বিশেষ ভাষা কহিতে বারণ করিও না।

পরভাষা বলার উপহার নিয়ে এত বিতর্ক কেন? কিভাবে পবিত্র আত্মার কোন উপহার এত প্রত্যাখিত এবং তুচ্ছ হতে পারে?

আমাদের আত্মা সরাসরি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছে এটাই কি পরভাষা বলার দান আমাদের আত্মা তাঁর প্রশংসা করছে - আমাদের মন নবায়ন হচ্ছে ঠিক যেমনটি প্রেরিত পৌল বলেছিলেন?

অবশ্যই, শয়তান এই শক্তিশালী জিনিসগুলিকে বন্ধ করার চেষ্টা করবে। পরভাষা বলার দান হল একজন ব্যক্তির পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম নেওয়ার প্রমাণ। এটি অতিপ্রাকৃত জগতে বসবাসের প্রবেশস্থান যা প্রতিটি বিশ্বাসীর জন্য উন্মুক্ত রয়েছে।

পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণের প্রমাণ

পঞ্চাশত্তমীর দিনে

যখন বিশ্বাসীরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে এবং তাঁর দ্বারা পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়, তখন আত্মা কণ্ঠে অনুপ্রেরণা প্রদান করে ফলে তারা পরভাষায় কথা বলতে শুরু করে। যেমনটি পঞ্চাশত্তমীর দিনে এটি ঘটেছিল।

প্রেরিত ২:৪ তাহাতে তাঁহারা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন, এবং আত্মা তাঁহাদিগকে যেরূপ বক্তৃতা দান করিলেন, তদনুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন।

কৈসরিয়ার অযিহুদীরা

প্রায়শই, যখন পবিত্র আত্মার মাধ্যমে ঈশ্বরের শক্তি মানুষের মধ্যে প্রকাশিত করা হয়, তখন অভিষেক এতটাই মহান হয় যে পবিত্র আত্মা তাদের উপর "পতিত হয়" এবং তারা বিভিন্ন পরভাষায় কথা বলতে শুরু করে এবং ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে।

প্রেরিত ১০:৪৪-৪৬ পিতর এই কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে যত লোক বাক্য শুনিতেছিল, সকলের উপরে পবিত্র আত্মা পতিত হইলেন। তখন পিতরের সহিত আগত বিশ্বাসী ছিন্নত্বক্ লোক সকল চমৎকৃত হইলেন, কারণ পরজাতীয়দের

উপরেও পবিত্র আত্মারূপ দানের সেচন হইল; কেননা তাঁহারা উহাঁদিগকে নানা ভাষায় কথা কহিতে ও ঈশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন করিতে শুনিলেন।

ইফিষে পৌল

অনেক সময় লোকেরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে যখন আত্মায়-বাপ্তাইজিত বিশ্বাসীর হাত তাদের উপর রাখা হয়। প্রায়শই, তারা শুধুমাত্র পরভাষায় কথা বলে না বরং তাঁর সাথে পবিত্র আত্মার অন্যান্য উপহারগুলিও অবিলম্বে তাদের জীবনে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

প্রেরিত ১৯:২, ৬ তথায় কয়েক জন শিষ্যের দেখা পাইলেন; আর তাহাদিগকে বলিলেন, বিশ্বাসী হইয়া তোমরা কি পবিত্র আত্মা পাইয়াছিলে? তাহারা তাঁহাকে কহিল, পবিত্র আত্মা যে আছেন, তাহাও আমরা শুনি নাই।

আর পৌল তাহাদের উপরে হস্তার্পণ করিলে পবিত্র আত্মা তাহাদের উপরে আসিলেন, তাহাতে তাহারা নানা ভাষায় কথা কহিতে এবং ভাববাণী বলিতে লাগিল।

পৌল পরভাষায় কথা বলেছেন

পৌল দীর্ঘ সময়ের জন্য পরভাষায় কথা বলার গুরুত্বকে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তাঁর জন্য সর্বদা ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতেন। যদি প্রেরিত পৌলকে প্রায়শই পরভাষায় কথা বলার প্রয়োজন হয়ে থাকে, তাহলে আজকে আমাদের জীবনে আরও কতটা সেটির প্রয়োজন রয়েছে?

১করিন্থীয় ১৪:১৮ ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতেছি, তোমাদের সকলের অপেক্ষা আমি অধিক ভাষায় কথা বলিয়া থাকি।

দুটি মৌলিক পরভাষা

® মনুষ্যের এবং স্বর্গদূতদের

আমরা যখন মানুষের ভাষা দিয়ে কথা বলি, তখন আমরা এই পৃথিবীর কোনো একটি ভাষায় কথা বলি। কিন্তু পৌল আরও বলেছিলেন যে তিনি এমন ভাষায় কথা বলেছেন যেই ভাষায় স্বর্গদূতেরা কথা বলে, এটি হল স্বর্গীয় ভাষা।

১করিন্থীয় ১৩:১ক যদি আমি মনুষ্যদের, এবং দূতগণেরও ভাষা বলি...

প্রায়ই আমাদের ব্যক্তিগত প্রসংশা ও উপাসনার সময় ঈশ্বরের প্রতি আমাদের ভালবাসা প্রকাশ করার জন্য, ঈশ্বরের কাছে আমাদের হৃদয়কে প্রকাশ করার জন্য আমাদের মানুষের ভাষার শব্দের অভাব হয়। পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম প্রাপ্তির পর, আমরা, পৌলের মতো, একটি নতুন স্বর্গীয় ভাষায় কথা বলা শুরু করতে পারি, আমাদের শব্দভান্ডারের সীমাবদ্ধতা ছাড়াই একটি ভাষা, যে ভাষা দিয়ে স্বর্গদূতেরা সিংহাসনের সামনে দিনরাত ঈশ্বরের উপাসনা করে থাকে।

আমরা যখন পরভাষায় কথা বলি তখন কী ঘটে?

আমাদের আত্মা প্রার্থনা করে

যখন আমরা পরভাষায় প্রার্থনা করি, তখন আমাদের আত্মা পবিত্র আত্মার একটি অতিপ্রাকৃত প্রকাশ দ্বারা প্রার্থনা করে থাকে৷

১করিন্থীয় ১৪:১৪ কেননা যদি আমি বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করি, তবে আমার আত্মা প্রার্থনা করে, কিন্তু আমার বুদ্ধি ফলহীন থাকে।

ঈশ্বরের কাজকে ঘোষণা করা

আত্মায়-বাপ্তিস্মপ্রাপ্ত বিশ্বাসীরা যখন পরভাষায় কথা বলে, তখন তারা ঈশ্বরের বিস্ময়কর কাজের কথাকে ঘোষণা করার দ্বারা ঈশ্বরের প্রশংসা করে।

প্রেরিত ২:১১ এবং ক্রীতীয় ও আরবীয় লোক যে আমরা, আমাদের নিজ নিজ ভাষায় উহাদিগকে ঈশ্বরের মহৎ মহৎ কর্ম্মের কথা বলিতে শুনিতেছি।

আত্মা মধ্যস্থতা করে

পরভাষায় প্রার্থনা করার সময়, চিন্তাগুলি আমার মন থেকে আসে না, বা সেগুলি আমার নিজের বোধগম্যতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। পরিবর্তে পবিত্র আত্মা মানব আত্মার মাধ্যমে সরাসরি পিতার কাছে প্রার্থনা করে থাকেন।

ইফিষীয় ৬:১৮ সর্ব্ববিধ প্রার্থনা ও বিনতি সহকারে সর্ব্বসময়ে আত্মাতে প্রার্থনা কর, এবং ইহার নিমিত্ত সম্পূর্ণ অভিনিবেশ ও বিনতিসহ জাগিয়া থাক।

রোমীয় ৮:২৬, ২৭ আর সেইরূপে আত্মাও আমাদের দুর্ব্বলতায় সাহায্য করেন; কেননা উচিত মতে কি প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু আত্মা আপনি অবক্তব্য আর্ত্তস্বর দ্বারা আমাদের পক্ষে অনুরোধ করেন। আর যিনি হৃদয় সকলের অনুসন্ধান করেন, তিনি জানেন, আত্মার ভাব কি, কারণ ইনি পবিত্রগণের পক্ষে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারেই অনুরোধ করেন।

পবিত্র আত্মা সক্ষমতা দেয়

যখন আমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করি, তখন আমরা কথা বলতে শুরু করি! তখন পবিত্র আত্মা কণ্ঠে অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকেন। আমরা একসাথে দুটি ভাষায় কথা বলতে পারি না। তাই আমাদের স্বর্গীয় ভাষায় কথা বলতে হবে। আমাদের এই ভাষায় ভাবতে হবে না যেহেতু পরভাষায় কথা বলার সময় "আমাদের বোধগম্যতা নিষ্ফল"। তাহলে আমরা কিরূপ কথা বলব?

তারা কথা বলতে শুরু করল

প্রেরিত ২:৪ তাহাতে তাঁহারা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন, এবং আত্মা তাঁহাদিগকে যেরূপ বক্তৃতা দান করিলেন, তদনুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন।

আমরা বলতে শুরু করি

সব ভাষাই শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। যদি আত্মার আমাদের সক্ষমতা বা কণ্ঠে অনুপ্রেরণা দিতে হয়, যেমন দিন, আমাদের অবশ্যই কথা বলা শুরু করতে হবে কিন্তু আমাদের জানা ভাষায় নয়। আমরা, সেই আদি বিশ্বাসীদের মত উচ্চস্বরে কথা বলতে শুরু করি। আমরা যখন যীশুর উপর আমাদের চিন্তাভাবনা কেন্দ্রীভূত করতে শুরু করি, বিশ্বাসের দ্বারা পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম চাওয়া এবং গ্রহণ করার পরে, আমাদের অবশ্যই পরভাষায় কথা বলা শুরু করতে হবে যেমন পঞ্চাসপ্তমীর দিনে বিশ্বাসীরা করেছিল। পবিত্র আত্মা তারপর আমাদের ক্ষমতাদান করবেন।

জলপূর্ণ নদী

"জীবন্ত জলের নদী" এর মতো ভাষা আমাদের কাছ থেকে প্রবাহিত হতে শুরু করবে এটি আমাদের হৃদয়ের গভীর থেকে প্রবাহিত হবে।

পিতর যখন নৌকা থেকে নেমেছিলেন তখন ঈশ্বর যেমন তাঁর পায়ের তলায় জলকে শক্ত করে দিয়েছিলেন এবং পিতর জলের উপর হাঁটতে শুরু করেছিলেন, তেমনি আমরা যখন সাহসের সাথে উচ্চস্বরে পরভাষায় কথা বলতে শুরু করি তখন পবিত্র আত্মা আমাদের জিভের নীচে শব্দগুলিকে "কঠিন" করে দেবেন।

পবিত্র আত্মায় বাপ্তিশ্ম গ্রহন করা

প্রার্থনাটি করুন

প্রিয় স্বর্গের ঈশ্বর

পরিত্রানের উপহারের জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই!

কিন্তু পিতা, আমি আমার জন্য রাখা আপনার প্রতিটি উপহার চাই। আমি আপনার পবিত্র আত্মার উপহার চাই! আমার জীবনে তার শক্তি প্রয়োজন!

যীশু, আমি আপনাকে পবিত্র আত্মায় আমাকে বাপ্তিস্ম দিতে বলছি! আমি বিশ্বাস সহকারে এই উপহার গ্রহণ করছি!

এই মুহূর্তে, পিতা, আমি আপনার প্রশংসায় আমার হাত তুলছি। আমি আমার মুখ প্রশস্ত করে খুলব এবং আপনার প্রশংসা করতে চাই, কিন্তু আমার জানা এমন কোনো ভাষায় নয় বরং তোমার স্বর্গীয় ভাষায়।

পঞ্চাসপ্তমির দিনের মত, আমি কথা বলতে শুরু করতে যাচ্ছি। আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই পিতা, যে পবিত্র আত্মা আমাকে তা করার ক্ষমতা দেবেন!

ব্যবহারিক নির্দেশাবলী

এখন, আপনার হাত তুলে ঈশ্বরের প্রশংসা করুন, তাঁর প্রশংসা শুরু করুন। অল্প আওয়াজে জোরে কথা বলা শুরু করুন, তখন পবিত্র আত্মা আপনাকে কণ্ঠ্য অনুপ্রেরণা দেবেন এবং জীবন্ত জলের নদীগুলি আপনার মধ্য হতে উত্থলিত হবে।

আপনার প্রাপ্ত নতুন স্বর্গীয় ভাষায় উচ্চস্বরে ঈশ্বরের উপাসনা ও প্রশংসা করতে থাকুন যতক্ষণ না আপনি অবাধ ভাবে ঈশ্বরের প্রশংসা করেন।

তাকে আপনার আত্মার গভীর থেকে প্রবাহিত হতে দিন।

আপনার কণ্ঠস্বরকে, ঈশ্বরের প্রশংসা এবং উপাসনায় রত স্বর্গদূতদের কণ্ঠের সাথে যোগ দিন।

স্বর্গীয় ভাষার উদ্দেশ্য

গৌরব

® আত্মায় গান করা

আমরা যখন আত্মায় গান করি, তখন পবিত্র আত্মা আমাদের কেবল শব্দই দেন না, তিনি আমাদের সুরও দেন। আপনি স্বর্গীয় ভাষায় গান গেয়ে এখনই ঈশ্বরের উপাসনা শুরু করুন।

১করিন্থীয় ১৪:১৫ তবে দাঁড়াইল কি? আমি আত্মাতে প্রার্থনা করিব, বুদ্ধিতেও প্রার্থনা করিব; আত্মাতে গান করিব, বুদ্ধিতেও গান করিব।

আমাদের মধ্যে "স্বর্গীয়" ভাষা বা "প্রার্থনার" ভাষা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। মাতৃভাষার দান, ব্যাখ্যার অনুরূপ উপহার সহ, ঈশ্বর মানুষের সাথে কথা বলছেন।

প্রার্থনা

একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা পরিস্থিতি সম্পর্কে কীভাবে প্রার্থনা করতে হয় তা আমরা জানি না। যখন আমরা পরভাষায় প্রার্থনা করতে শুরু করি, তখন পবিত্র আত্মা আমাদের মনের সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে আমাদের আত্মার মাধ্যমে প্রার্থনা করে থাকেন। আমরা ঈশ্বরের ইচ্ছার সাথে নিখুঁত মিল রেখে প্রার্থনা করব।

শক্তিশালী ফলাফল আশা করা যেতে পারে!

যত আমরা পরভাষায় ঈশ্বরের প্রশংসা ও উপাসনা করি এবং ক্রমাগত প্রতিদিনের ভিত্তিতে ঈশ্বরের কাছে সুপারিশ করি, ততই আমাদের জীবন থেকে মহান শক্তি প্রবাহিত হতে থাকবে। আমরা যখন আত্মায় প্রার্থনা করি এবং প্রশংসা করি, জীবন্ত জলের নদী প্রবাহিত হতে থাকবে। আত্মায় প্রার্থনা করার দ্বারা আমরা বিশ্বাসে গড়ে উঠতে থাকব।

যিহূদা ১:২০ কিন্তু, প্রিয়তমেরা, তোমরা আপনাদের পরম পবিত্র বিশ্বাসের উপরে আপনাদিগকে গাঁথিয়া তুলিতে তুলিতে, পবিত্র আত্মাতে প্রার্থনা করিতে করিতে...

অবিশ্বাসীদের কাছে চিহ্ন

আমাদের পরভাষায় কথা বলার অতিপ্রাকৃত প্রকাশ দ্বারা সুসমাচার প্রচার করার দ্বারা ঈশ্বর তাঁর বাক্যকে নিশ্চিত করতে চান। আমাদের কখনই লুকানো উচিত নয় বা মনে করা উচিত নয় যে আমরা যদি ভাষায় কথা বলি তাহলে অবিশ্বাসীরা বিরক্ত হবে। এটা বিশ্বাসীদের দ্বারা খোলাখুলিভাবে ব্যবহার করার জন্য ঈশ্বরের দেওয়া একটি চিহ্ন।

১করিন্থীয় ১৪:২২ক অতএব সেই বিশেষ বিশেষ ভাষা বিশ্বাসীদের নিমিত্ত নয়, বরং অবিশ্বাসীদেরই নিমিত্ত চিহ্নস্বরূপ; কিন্তু ভাববাণী অবিশ্বাসীদের নিমিত্ত নয়, বরং বিশ্বাসীদেরই নিমিত্ত।

® পঞ্চাশত্তমীর উদাহরন

প্রেরিত ২:৪, ৫ তাহাতে তাঁহারা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন, এবং আত্মা তাঁহাদিগকে যেরূপ বক্তৃতা দান করিলেন, তদনুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে যিহূদীরা, আকাশের নিম্নস্থিত সমস্ত জাতি হইতে আগত ভক্ত লোকেরা, যিরূশালেমে বাস করিতেছিল।

পরভাষার উপহার অবিশ্বাসীদের কাছে একটি চিহ্ন, তারা শোনে, বিস্মিত হয় এবং তারপর বিশ্বাস করে।

® ভিড়কে আকৃষ্ট করে

প্রেরিত ২:৬-৮ আর সেই ধ্বনি হইলে অনেক লোক সমাগত হইল, এবং তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল, কারণ প্রত্যেক জন আপন আপন ভাষায় তাঁহাদিগকে কথা কহিতে শুনিতেছিল। তখন সকলে অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত ও চমৎকৃত হইয়া বলিতে লাগিল, দেখ, এই যে লোকেরা কথা কহিতেছে, ইহারা সকলে কি গালীলীয় নহে? তবে আমরা কেমন করিয়া প্রত্যেক জন নিজ নিজ জন্মদেশীয় ভাষায় কথা শুনিতেছি?

® ঈশ্বরের বিস্ময় ঘোষণা করা

প্রেরিত ২:৯-১২ পার্থীয়, মাদীয় ও এলমীয় লোক, এবং মিসপতামিয়া, যিহূদিয়া ও কাপ্পাদকিয়া, পন্ত ও আশিয়া, ফরুগিয়া ও পাম্ফুলিয়া, মিসর, এবং লুবিয়া দেশস্থ কুরীণীর নিকটবর্ত্তী অঞ্চলনিবাসী, এবং প্রবাসকারী রোমীয়–কি যিহূদী কি যিহূদী-ধর্ম্মাবলম্বী লোক –এবং ক্রীতীয় ও আরবীয় লোক যে আমরা, আমাদের নিজ নিজ ভাষায় উহাদিগকে ঈশ্বরের মহৎ মহৎ কর্ম্মের কথা বলিতে শুনিতেছি। এইরূপে তাহারা সকলে চমৎকৃত হইল ও হতবুদ্ধি হইয়া পরস্পর বলিতে লাগিল, ইহার ভাব কি?

® জানা ভাষায় অতিপ্রাকৃতভাবে কথা বলা

যীশু বলেছিলেন যে পরভাষায় কথা বলা সেই চিহ্নগুলির মধ্যে একটি যা প্রত্যেক বিশ্বাসীকে অনুসরণ করতে হবে যখন তারা সুসমাচার প্রচার করবে। যেমনটি পঞ্চাশত্তমীর দিনে ঘটেছিল, মাঝে মাঝে যারা পরভাষায় কথা বলছেন তাদের কাছে হয়ত সেটি অজানা হতে পারে কিন্তু যারা শুনছে তাদের সেটি জানা ভাষা হতে পারে। আজকাল এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে। সর্বদা এটি অবিশ্বাসীদের জন্য একটি অতিপ্রাকৃত চিহ্ন যা তাদের সুসমাচারের বার্তা গ্রহণের দিকে নিয়ে যায়।

অতিপ্রাকৃত প্রাকৃতিক

পরভাষায় কথা বলা হল একটি চিহ্ন এবং আশ্চর্যকার্য যা যীশু আজ তাঁর মন্ডলীতে পুনরুদ্ধার করছেন। এটা প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য! প্রাথমিক মণ্ডলীর মত আজও সেটি সকলের জন্য প্রযোজ্য, এটি পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণের একটি প্রমাণ। এটি অবিশ্বাসীদের কাছে একটি অত্যাশ্চর্য চিহ্ন।

আমরা যখন পরভাষায় কথা বলি তখন আমাদের আবেগপ্রবণ হওয়া বা "অলৌকিক" কাজ করার চেষ্টা করতে হবে না। যখন আমরা পবিত্র আত্মার নেতৃত্বে থাকি তখন আমরা জোরে বা মৃদুভাবে, দ্রুত বা ধীরে ধীরে কথা বলতে পারি। পরভাষার উপহারকে অতিপ্রাকৃতভাবে এবং তাঁর সঙ্গে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে প্রবাহিত হতে দিতে হবে।

পুনারোলচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। পরভাষায় কথা বলার অতিপ্রাকৃত প্রকাশের মধ্যে আমাদের অংশ এবং ঈশ্বরের অংশ ব্যাখ্যা করুন।

২। পরভাষায় কথা বলা একজন বিশ্বাসীর জীবনে একবারের জন্য, নাকি নিরন্তর অভিজ্ঞতা?

৩। পরভাষায় কথা বলার সময় অবিশ্বাসীদের আপত্তিজনক ব্যবহারে আমাদের কি উদ্বিগ্ন হওয়া উচিত?

চতুর্থ অধ্যায়

সেবাকার্যের গুরুত্বপূর্ণ সাধনী

ভূমিকা

পবিত্র আত্মার উপহার বিশ্বাসীদের আত্মায় পূর্ণ হয়ে সম্পূর্ণ নতুন জীবনযাপনের উপায় প্রদান করে। এমনকি পিতরও তার নৌকা থেকে উঠে জলের উপর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল, তেমনি আমাদেরও স্বাভাবিক জীবনযাপনের সুবিধাজনক স্থান থেকে বেরিয়ে এসে "আধ্যাত্মিক জলে" হাঁটতে হবে। আমাদের আত্মায় বাস করতে হবে এবং দৈনন্দিন জীবনে পবিত্র আত্মার নয়টি অতিপ্রাকৃত উপহারের মধ্যে কার্য করতে হবে।

১শমুয়েল ১০:৬ তখন সদাপ্রভুর আত্মা সবলে তোমার উপরে আসিবেন, তাহাতে তুমিও তাহাদের সহিত ভাবোক্তি প্রচার করিবে, এবং অন্য প্রকার মনুষ্য হইয়া উঠিবে।

সমস্ত বিশ্বাসীর জন্য সাধনী

জ্ঞান

এটা গুরুত্বপূর্ণ যে সমস্ত বিশ্বাসীরা এটা জানতে বা বুঝতে পারে যে কিভাবে পবিত্র আত্মার সমস্ত উপহারগুলিতে কীভাবে কার্যকারী হতে হবে। পৌল পবিত্র আত্মার দান সম্পর্কে তাঁর শিক্ষার একেবারে শুরুতে এই কথা বলেছিলেন।

১করিন্থীয় ১২:১ আর হে ভ্রাতৃগণ, আত্মিক দান সকলের বিষয়ে তোমরা যে অজ্ঞাত থাক, আমার এ ইচ্ছা নয়।

উপহারের দরজা

পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম হল এই উপহারগুলির প্রবেশদ্বার। আমাদের পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার পরপরই পবিত্র আত্মার উপহারে কাজ শুরু করতে হবে। যেই মুহূর্তে পবিত্র আত্মার শক্তি আমাদের মধ্যে আসবে তখন আমাদের পবিত্র আত্মার একটি প্রকাশের মাধ্যমে এই শক্তিকে মুক্ত করতে হবে।

যোয়েল ২:২৮ আর তৎপরে এইরূপ ঘটিবে, আমি মর্ত্ত্যমাত্রের উপরে আমার আত্মা সেচন করিব,

তাহাতে তোমাদের পুত্রকন্যাগণ ভাববাণী বলিবে তোমাদের প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখিবে, তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাইবে;

প্রেরিত ১:৮ কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে; আর তোমরা যিরূশালেমে, সমুদয় যিহূদীয়া ও শমরিয়া দেশে, এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে।

নয়টি আত্মিক উপহার

১করিন্থীয় ১২:৪-১০ অনুগ্রহ দান নানা প্রকার, কিন্তু আত্মা এক; এবং পরিচর্য্যা নানা প্রকার, কিন্তু প্রভু এক; এবং ক্রিয়াসাধক গুণ নানা প্রকার, কিন্তু ঈশ্বর এক; তিনি সকলেতে সকল ক্রিয়ার সাধনকর্ত্তা। কিন্তু প্রত্যেক জনকে হিতের জন্য আত্মার আবির্ভাব দত্ত হয়। কারণ এক জনকে সেই আত্মা দ্বারা প্রজ্ঞার বাক্য দত্ত হয়, আর এক জনকে সেই আত্মানুসারে জ্ঞানের বাক্য, আর এক জনকে সেই আত্মাতে বিশ্বাস, আর এক জনকে সেই একই আত্মাতে আরোগ্য সাধনের নানা অনুগ্রহ-দান, আর এক জনকে পরাক্রম-কার্য্য-সাধক গুণ, আর এক জনকে ভাববাণী, আর এক জনকে আত্মাদিগকে চিনিয়া লইবার শক্তি, আর এক জনকে নানাবিধ ভাষা কহিবার শক্তি, এবং আর এক জনকে বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করিবার শক্তি দত্ত হয়।

টীকাঃ নতুন আন্তর্জাতিক সংস্করণ "আত্মার মধ্যে পার্থক্য" শব্দটি ব্যবহার করে। যেহেতু এটি আত্মার বিচক্ষণতার উপহারের জন্য অনেক বেশি বর্ণনামূলক শিরোনাম, তাই আমরা এই অধ্যয়ন জুড়ে এটি ব্যবহার করব।

সমস্ত বিশ্বাসীর জন্য সমস্ত উপহার

সপ্তম পদে, আত্মার দানকে আত্মার প্রকাশ বলা হয়েছে। যা সমস্ত বিশ্বাসীকে ভালোর জন্য দেওয়া হয়ে থাকে। একজন বিশ্বাসীর জন্য পবিত্র আত্মার নয়টি উপহারের যেকোনও একটিতে কাজ করতে ব্যর্থ হলে তারা এমন কিছু থেকে বঞ্চিত হয় যা "সকলের জন্যই লাভজনক"। বিশ্বাসী আধ্যাত্মিক বৃদ্ধির গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল এবং ঈশ্বর তার জীবনের জন্য যে কার্যকরী পরিচর্যা পরিকল্পনা করেছেন তা থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়।

১করিন্থীয় ১২:৭ কিন্তু প্রত্যেক জনকে হিতের জন্য আত্মার আবির্ভাব দত্ত হয়।

সম্পূর্ণ দেহের পরিচর্যাকার্য

পৌল যেমন ১করিন্থীয়তে পবিত্র আত্মার দান সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়েছিলেন, তিনি মণ্ডলীর এক সভার মধ্যে উপহারের কাজগুলিকেও নিয়ে সম্বোধন করেছিলেন। ১করিন্থীয় ১১ অধ্যায়ে, তিনি মণ্ডলীতে সঠিক পোষাক এবং তারপর অধ্যায়ের শেষে প্রভুর ভোজ গ্রহণের ক্ষেত্রে সঠিক মনোভাব নিয়ে আলোচনা করেছেন।

আট পদে "একজনকে দেওয়া হয়েছে" এবং "অন্যকে" শব্দের ব্যবহার নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি রয়েছে। এই শব্দগুলির ব্যবহার থেকে, আমাদের শেখানো হয়েছে যে আমরা প্রত্যেকে শুধুমাত্র একটি উপহারে কাজ করতে পারি, বা সম্ভবত দুটিতে। এই শিক্ষায় ভুল রয়েছে।

পৌল মণ্ডলীর সভায় উপহারগুলিকে নিয়ে কীভাবে কাজ করতে হবে তা শিখিয়েছিলেন। একজন ব্যক্তি প্রতিটি সভায় সমস্ত উপহারে কাজ করবেন না। মণ্ডলী সভা অবশ্যই এক দেহে কার্যকারী হতে হবে. একজন একটি উপহারে কাজ করবে, আরেকজন অন্যটিতে।

যেহেতু আমরা পবিত্র আত্মার প্রতি সংবেদনশীল, তাই প্রত্যেক বিশ্বাসী পবিত্র আত্মার উপহারের মাধ্যমে শরীরের অন্যান্য সদস্যদের পরিচর্যা করতে পারে। যখন আমরা পবিত্র আত্মার উপহারগুলিকে প্রবাহিত করতে দিই তখন আমরা সবাই একে অপরের কাছে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

১করিন্থীয় ১২:১১, ১২ কিন্তু এই সকল কর্ম্ম সেই একমাত্র আত্মা সাধন করেন; তিনি সবিশেষ বিভাগ করিয়া যাহাকে যাহা দিতে বাসনা করেন, তাহাকে তাহা দেন। কেননা যেমন দেহ এক, আর তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনেক, এবং দেহের সমুদয় অঙ্গ, অনেক হইলেও, এক দেহ হয়, খ্রীষ্টও সেইরূপ।

মণ্ডলীকে গেঁথে তোলার জন্য উপহারগুলিকে অন্বেষণ করুন

আমাদের নিজেদেরকে উচ্চ করার জন্য আধ্যাত্মিক উপহার অন্বেষণ করলে হবে না, বরং আমরা যেন খ্রীষ্টের দেহকে উন্নত করার ভাগীদার হতে পারি।

১করিন্থীয় ১৪:১২ অতএব তোমরা যখন বিবিধ আত্মিক বরের জন্য উদ্যোগী, তখন চেষ্টা কর, যেন মণ্ডলীকে গাঁথিয়া তুলিবার জন্য উপচয় প্রাপ্ত হও।

লক্ষ্য করুন "উপহারগুলী" শব্দে বহুবচনে রয়েছে।

সমস্ত উপহারগুলি খ্রীষ্টের সমগ্র দেহকে উন্নত করার জন্য, শুধুমাত্র একজন ব্যক্তির গুরুত্বেকে দিকে উন্নীত করার জন্য নয়।

প্রত্যেক বিশ্বাসীর একটি পরিচর্যা কাজ রয়েছে। কিছু বিশ্বাসীকে ঈশ্বর পাঁচ-গুণ পরিচর্যায় (প্রেরিত, নবী, শিক্ষক, ধর্মপ্রচারক বা যাজক) জন্য আহ্বান করেন। নয়টি আধ্যাত্মিক উপহার এই বিশ্বাসীদের মাধ্যমে আরও অবাধে কাজ করতে পারে কারণ তারা পবিত্র আত্মাকে এই পদ্ধতিতে আরও প্রকটভাবে প্রবাহিত করার জন্য সর্বদা তৎপর থাকেন। যতই তারা এই উপহারগুলিকা কার্যকারী করবে, ততই উপহারগুলি তাদের পরিচর্যায় বিশিষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

প্রতিটি বিশ্বাসীকে সমস্ত উপহারের দ্বারা কার্যকারী হতে দেবে। তারা নিজেকে বোকা দেখাতে ভয় পাবে না। তাদের অবশ্যই সাহস করে এগিয়ে আসতে হবে এবং ভুল করার ঝুঁকি নিতে হবে। এটাই শেখার একমাত্র উপায়।

সমস্ত শিষ্যদের মধ্যে, কেবল পিতর জলের উপর দিয়ে হেঁটেছিলেন। তিনিই নৌকা থেকে নেমে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে রাজি ছিলেন।

সাগ্রহে বৃহত্তর উপহারের আকাঙ্ক্ষা

১করিন্থীয় ১২:৩১ তোমরা শ্রেষ্ঠ দান সকল প্রাপ্ত হইতে যত্নবান্ হও। পরন্তু আমি তোমাদিগকে আরও উৎকৃষ্ট এক পথ দেখাইতেছি।

প্রতিটি বিশ্বাসীর জন্য তাদের জীবনে সাবলীলভাবে কাজ করার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ উপহারগুলি হল সেইগুলি যা প্রতিটি পরিচর্যার জন্য ঈশ্বরের দেওয়া পরিচর্যা পূরণের জন্য প্রয়োজন।

অধ্যবসায়ীভাবে ঈশ্বরের অন্বেষণ করার উদাহরণ

যাকোবের উদাহরন

আদিপুস্তক ৩২:২৪-৩০ আর যাকোব তথায় একাকী রহিলেন, এবং এক পুরুষ প্রভাত পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত মল্লযুদ্ধ করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে জয় করিতে পারিলেন না দেখিয়া, তিনি যাকোবের শ্রোণিফলকে আঘাত করিলেন। তাঁহার সহিত এইরূপ মল্লযুদ্ধ করাতে যাকোবের ঊরুফলক স্থানচ্যুত হইল। পরে সেই পুরুষ কহিলেন, আমাকে ছাড়, কেননা প্রভাত হইল। যাকোব কহিলেন, আপনি আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিলে আপনাকে ছাড়িব না।পুনশ্চ তিনি কহিলেন, তোমার নাম কি? তিনি উত্তর করিলেন, যাকোব।তিনি কহিলেন, তুমি যাকোব নামে আর আখ্যাত হইবে না, কিন্তু ইস্রায়েল [ঈশ্বরের সহিত যুদ্ধকারী] নামে আখ্যাত হইবে; কেননা তুমি ঈশ্বরের ও মনুষ্যদের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইয়াছ।

তখন যাকোব জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, বিনয় করি, আপনার নাম কি? বলুন। তিনি বলিলেন, কি জন্য আমার নাম জিজ্ঞাসা কর? পরে তথায় যাকোবকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

তখন যাকোব সেই স্থানের নাম পনূয়েল [ঈশ্বরের মুখ] রাখিলেন; কেননা তিনি কহিলেন, আমি ঈশ্বরকে সম্মুখাসম্মুখি হইয়া দেখিলাম, তথাপি আমার প্রাণ বাঁচিল।

যীশু দৃষ্টান্ত বললেন

® রুটি চাইলেন

লুক ১১:৫-১৩ আর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের মধ্যে কাহারও যদি বন্ধু থাকে, আর সে যদি মধ্যরাত্রে তাহার নিকটে গিয়া বলে, 'বন্ধু, আমাকে তিনখানা রুটী ধার দেও, কেননা আমার এক বন্ধু পথে যাইতে যাইতে আমার কাছে আসিয়াছেন, তাঁহার সম্মুখে রাখিবার আমার কিছুই নাই;' তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ভিতরে থাকিয়া কি এমন উত্তর দিবে, 'আমাকে কষ্ট দিও না, এখন দ্বার বদ্ধ, এবং আমার সন্তানেরা আমার কাছে শুইয়া আছে, আমি উঠিয়া তোমাকে দিতে পারি না'? আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, সে যদ্যপি বন্ধু বলিয়া উঠিয়া তাহা না দেয়, তথাপি উহার আগ্রহ প্রযুক্ত উঠিয়া উহার যত প্রয়োজন, তাহা দিবে।

® চাও, অন্বেষণ কর, দ্বারে আঘাত করা

আর আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। কেননা যে কেহ যাচ্ঞা করে, সে গ্রহণ করে, এবং যে অন্বেষণ করে, সে পায়; আর যে দ্বারে আঘাত করে, তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। তোমাদের মধ্যে এমন পিতা কে, যাহার পুত্র রুটী চাহিলে তাহাকে পাথর দিবে। কিম্বা মাছ চাহিলে মাছের পরিবর্ত্তে সাপ দিবে? কিম্বা ডিম চাহিলে তাহাকে বৃশ্চিক দিবে? অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি তোমাদের সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিতে জান, তবে ইহা কত অধিক নিশ্চয় যে, স্বর্গস্থ পিতা, যাহারা তাঁহার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাদিগকে পবিত্র আত্মা দান করিবেন।

উপহারগুলিকে উদ্দীপিত করা

২তিমথীয় ১:৬ এই কারণ তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আমার হস্তার্পণ দ্বারা ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ-দান তোমাতে আছে, তাহা উদ্দীপিত কর।

ঈশ্বরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করুন

নিজেকে সমর্পণ করা

রোমীয় ৬:১৩ আর আপন আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অধার্ম্মিকতার অস্ত্ররূপে পাপের কাছে সমর্পণ করিও না, কিন্তু আপনাদিগকে মৃতদের মধ্য হইতে জীবিত জানিয়া ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ কর, এবং আপন আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধার্ম্মিকতার অস্ত্ররূপে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ কর।

রোমীয় ১২:১ অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের নানা করুণার অনুরোধে আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত, পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ কর, ইহাই তোমাদের চিত্ত-সঙ্গত আরাধনা।

আত্মার রাজ্যে অগ্রসর হওয়া

আত্মায়-পূর্ণ বিশ্বাসী হিসাবে, আমরা আর আমাদের পুরানো স্বাভাবিক উপায়ে হাঁটতে চাই না। আমাদের অবশ্যই পবিত্র আত্মার রাজ্যে একটি নতুন অতিপ্রাকৃত মাত্রায় বাস করতে শিখতে হবে। যেহেতু আমরা আত্মায় বাস করি, তাই আমরা ক্রমাগত তাঁর প্রতি সংবেদনশীল হব। আমরা অতিপ্রাকৃত স্বাভাবিক হব। আধ্যাত্মিক উপহারের কার্যাবলী আমাদের জীবনের একটি দৈনন্দিন অংশ হয়ে উঠবে।

১ করিন্থীয় ২:১৪ কিন্তু প্রাণিক মনুষ্য ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি গ্রহণ করে না, কেননা তাহার কাছে সে সকল মূর্খতা; আর সে সকল সে জানিতে পারে না, কারণ তাহা আত্মিক ভাবে বিচারিত হয়।

গালাতীয় ৫:২৫ আমরা যদি আত্মার বশে জীবন ধারণ করি, তবে আইস, আমরা আত্মার বশে চলি।

পুনরালোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। পবিত্র আত্মার নয়টি উপহারের নাম লিখুন ।

২। যেহেতু পবিত্র আত্মার উপহার প্রত্যেক বিশ্বাসীকে সকলের লাভের জন্য দেওয়া হয়,

তবে কেন কিছু উপহার নির্দিষ্ট বিশ্বাসীদের মাধ্যমে আরও অবাধে কাজ করে থাকে?

৩। কেন আমাদের "বৃহত্তর উপহার" কামনা করা উচিত যা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ সেই পরিচর্যার পরিপূর্ণতার জন্য যার জন্য ঈশ্বর আমাদের ডেকেছেন?

পঞ্চম অধ্যায়

উপহারগুলী শ্রেণীবদ্ধ এবং সংজ্ঞায়িত

শিক্ষকদের জন্য টীকাঃ এই পাঠের জন্য আপনার নিজের অভিজ্ঞতা দ্বারা উদাহরণ তৈরি করুন যাতে পবিত্র আত্মার উপহারের ক্রিয়াকলাপ ব্যাখ্যা করা যায়, এবং তারপরে শিক্ষার্থীদের তাদের জীবনে এই উপহারগুলির ক্রিয়াকলাপগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য উৎসাহিত করুন। তাহলে উপহারের কার্যাবলী এবং পার্থক্য আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে।

নয়টি শাস্ত্রবাক্য আধ্যাত্মিক উপহারের কথাকে বলে

১করিন্থীয় ১২:১ আর হে ভ্রাতৃগণ, আত্মিক দান সকলের বিষয়ে তোমরা যে অজ্ঞাত থাক, আমার এ ইচ্ছা নয়।

১করিন্থীয় ১৩:২ আর যদি ভাববাণী প্রাপ্ত হই, এ সমস্ত নিগূঢ়তত্ত্বে ও সমস্ত জ্ঞানে পারদর্শী হই, এবং যদি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে যাহাতে আমি পর্ব্বত স্থানান্তর করিতে পারি, কিন্তু আমার প্রেম না থাকে, তবে আমি কিছুই নহি।

১করিন্থীয় ১৪:১, ১২ তোমরা প্রেমের অনুধাবন কর, আবার আত্মিক বর সকলের জন্য উদ্‌যোগী হও, বিশেষতঃ যেন ভাববাণী বলিতে পার।

অতএব তোমরা যখন বিবিধ আত্মিক বরের জন্য উদ্যোগী, তখন চেষ্টা কর, যেন মণ্ডলীকে গাঁথিয়া তুলিবার জন্য উপচয় প্রাপ্ত হও।

২তীমথিয় ১:৬ এই কারণ তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আমার হস্তার্পণ দ্বারা ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ-দান তোমাতে আছে, তাহা উদ্দীপিত কর।

ইব্রীয় ২:৪ ঈশ্বরও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন, নানা চিহ্ন, অদ্ভুত লক্ষণ ও বহুরূপ পরাক্রম-কার্য্য এবং পবিত্র আত্মার বর বিতরণ দ্বারা আপন ইচ্ছানুসারেই করিতেছেন।

১পিতর ৪:১০ তোমরা যে যেমন অনুগ্রহদান পাইয়াছ, তদনুসারে ঈশ্বরের বহুবিধ অনুগ্রহ-ধনের উত্তম অধ্যক্ষের মত পরস্পর পরিচর্য্যা কর।

রোমীয় ১:১১ কেননা আমি তোমাদিগকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, যেন তোমাদিগকে এমন কোন আত্মিক বর প্রদান করি, যাহাতে তোমরা স্থিরীকৃত হও।

হিতোপদেশ ১৮:১৬ মানুষের উপহার তাহার জন্য পথ করে, বড় লোকদের সাক্ষাতে তাহাকে উপস্থিত করে।

আত্মার নয়টি উপহার

আত্মার নয়টি উপহারের দ্বারা পবিত্র আত্মা তাঁর উপস্থিতি প্রকাশ করেন। এগুলি আজ বিশ্বে ঈশ্বরের কার্যাবলীর অনুগ্রহের অভিব্যক্তি। এগুলি মানবজাতির মঙ্গলের জন্য ঈশ্বরের শক্তি পরিচর্যার প্রকাশ।

১করিন্থীয় ১২:৭-১০ কিন্তু প্রত্যেক জনকে হিতের জন্য আত্মার আবির্ভাব দত্ত হয়। কারণ এক জনকে সেই আত্মা দ্বারা প্রজ্ঞার বাক্য দত্ত হয়, আর এক জনকে সেই আত্মানুসারে জ্ঞানের বাক্য, আর এক জনকে সেই আত্মাতে বিশ্বাস, আর এক জনকে সেই একই আত্মাতে আরোগ্য সাধনের নানা অনুগ্রহ-দান, আর এক জনকে পরাক্রম-কার্য্য-সাধক গুণ, আর এক জনকে ভাববাণী, আর এক জনকে আত্মাদিগকে চিনিয়া লইবার শক্তি, আর এক জনকে নানাবিধ ভাষা কহিবার শক্তি, এবং আর এক জনকে বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করিবার শক্তি দত্ত হয়।

সকলের জন্য উপহার

ঈশ্বর কখনই চাননি যে মানুষ আত্মিক রাজ্যের অংশ না হয়ে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকবে। পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্মের মাধ্যমে, তাদের এই জীবনের যুদ্ধ জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত উপহার দেওয়া হয়ে থাকে।

® ঈশ্বর হলেন আত্মা

® শয়তান হল এক আত্মা

® মনুষ্য হল এক আত্মা

ইফিষীয় ৬:১২ কেননা রক্তমাংসের সহিত নয়, কিন্তু আধিপত্য সকলের সহিত, কর্ত্তৃত্ব সকলের সহিত, এই অন্ধকারের জগৎপতিদের সহিত, স্বর্গীয় স্থানে দুষ্টতার আত্মাগণের সহিত আমাদের মল্লযুদ্ধ হইতেছে।

পবিত্র আত্মার উপহার আমাদের ব্যবহার করার জন্য দেওয়া হয়ে থাকে। এগুলি বিশ্বস্ত সেবার জন্য বিতরণ করা কোন "ট্রফি" নয়। উপহারগুলি হল এমন সরঞ্জাম যা বিশ্বাসীকে এই জীবনে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত করে।

তিনটি বিভাগ বা শ্রেণী

<u>অনুপ্রেরণার উপহার - কথা বলা</u>

পরভাষা

পরভাষার ব্যখ্যা করা

ভাববানী

প্রকাশিত উপহার - শ্রবণ

আত্মাকে চিনিয়ে লওয়া

জ্ঞানের বাক্য

প্রজ্ঞার বাক্য

শক্তিশালী উপহারগুলী - করা

বিশ্বাসের উপহার

আরোগ্যতার উপহার

আশ্চর্যকাজ করার উপহার

কণ্ঠের অনুপ্রেরণার উপহার

প্রথম তিনটি উপহার যা আমরা অধ্যয়ন করব তা হল উচ্চারণ করার উপহার বা কণ্ঠ্য অনুপ্রেরণার উপহার। যা পবিত্র আত্মা আমাদের মাধ্যমে এবং আমাদের সাথে কথা বলছেন।

কণ্ঠে অনুপ্রেরণার উপহার প্রকাশিত হয়ে থাকে ঈশ্বর দ্বারা বিশ্বাসীদের সাথে অতিপ্রাকৃতভাবে কথা বলার মাধ্যমে। বিশ্বাসীরা এই উপহারগুলিতে কাজ করার সাথে সাথে অন্যরা শক্তিশালী, উৎসাহিত এবং সান্ত্বনা লাভ করে থাকে। ঈশ্বর এই উপহারগুলীর মাধ্যমে সংশোধন নিয়ে আসেন, তিনি কখনই নিন্দা আনেন না।

পরভাষা

পরভাষার দান হল পবিত্র আত্মা প্রদত্ত অনুপ্রেরণার দ্বারা সাধারণ কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে অতিপ্রাকৃত ভাষাকে বলা।

এটি এমন একটি ভাষা যা বক্তা কখনই শেখেনি, বা বক্তার মন দ্বারা তা বোঝাও যায় না।

কথ্য ভাষাটি স্বর্গদূতদের দ্বারা ব্যবহৃত স্বর্গীয় ভাষাও হতে পারে, অথবা একটি মানব ভাষাও হতে পারে।

পরভাষার দান সম্ভবত শ্রোতারা তার নিজের ভাষায় বুঝতে পারে।

ব্যাখ্যা

পরভাষার ব্যাখ্যার দান হল একটি বার্তার কণ্ঠ্যের অভিব্যক্তিকে আশ্চর্যজনকভাবে আত্মা দ্বারা ব্যাখ্যা করা বা অন্যদের কাছে তাঁর অর্থকে প্রকাশ করা।

এটা মনের কোনো কাজ বা বোঝাপড়া নয়। এটা ঈশ্বরের আত্মা থেকে প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

ব্যাখ্যার অর্থ হল বুঝিয়ে দেওয়া, অর্থপ্রকাশ করা বা উদ্ভাসিত করা। এটি একটি আক্ষরিক, হুবহু অনুবাদ নয়।

ভাববানী

ভাববানীর উপহার হল একটি স্বতঃস্ফূর্ত, বোধগম্য ভাষায় অনুপ্রেরণাদায়ক অতিপ্রাকৃত অভিব্যক্তি যা খ্রীস্টের দেহকে শক্তিশালী, উৎসাহিত করে এবং সান্ত্বনা প্রদান করে থাকে।

এটি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কাছে তাঁর সরাসরি বার্তা।

প্রত্যাদেশ উপহার

প্রত্যাদেশ উপহারগুলী হল, ঈশ্বরের তাঁর লোকেদের কাছে বিশেষ পরিস্থিতিতে আত্মা, জ্ঞান বা প্রজ্ঞাকে প্রকাশ করা। এই উপহারগুলি আমাদের পরভাষা এবং তাঁর ব্যাখ্যা বা ভবিষ্যদ্বাণীর উপহারের মাধ্যমে দেওয়া যেতে পারে। এগুলি আমাদেরকে স্বপ্ন, দর্শন বা অভ্যন্তরীণ জ্ঞানের মাধ্যমে দেওয়া হয়ে থাকে।

আত্মার পার্থক্য করা

আত্মার মধ্যে পার্থক্য হল আত্মিক জগতের একটি অতিপ্রাকৃত অন্তর্দৃষ্টি। এটি একটি ব্যক্তি, একটি পরিস্থিতি, একটি কর্ম বা একটি বার্তার পিছনের কার্যকারী আত্মা বা আত্মার শ্রেণীবিভাগকে পরিদর্শিত করে।

আত্মার তিনটি ক্ষেত্রকে আলাদা করা উচিত:

® ঈশ্বরের - ঈশ্বর এবং তাঁর স্বর্গদূতেরা

® শয়তান হতে - শয়তান এবং তাঁর মন্দ আত্মারা

® মনুষ্য আত্মা - মাংসিক বা স্বাভাবিক মানুষ

জ্ঞানের বাক্য

জ্ঞানের বাক্য হল পবিত্র আত্মার দ্বারা, কোন ব্যক্তি বা পরিস্থিতি সম্পর্কে কিছু তথ্য, বর্তমান বা অতীতের ধারনা, যা স্বাভাবিক বুদ্ধির মাধ্যমে শেখা যায়না তাঁর আশ্চর্যজনক প্রকাশ। এই উপহার ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা তথ্যকে প্রদান করে যা স্বাভাবিকভাবে জানা যায় না।

এই উপহার একটি বাক্য, একটি অংশ, বা পুরো ছবি নয়, বা কোন বিষয়ের উপর ঈশ্বরের সমস্ত জ্ঞান নয়। এটি প্রকৃত তথ্য নিয়ে কাজ করে। এটা আমাদের দেখায় যে জিনিসগুলি এখন কেমন রয়েছে।

প্রজ্ঞার বাক্য

প্রজ্ঞার বাক্য পবিত্র আত্মার দ্বারা একটি আশ্চর্যজনক উদ্ঘাটন যা বিশ্বাসীকে স্বাভাবিক বা অতিপ্রাকৃত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে নির্দিষ্ট কর্মের পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে। এটা আমাদের জীবন এবং পরিচর্যার জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে থাকে। এটি প্রকাশ করে যে ঈশ্বর অবিলম্বে, অল্প সময়ের মধ্যে কিম্বা নিকট বা দূর ভবিষ্যতে কী করতে চান। এটি প্রকাশ করে যে একজন ব্যক্তি বা দলীয় সমাবেশ কে ঈশ্বরের ইচ্ছায় কিভাবে এগিয়ে যেতে হবে। প্রজ্ঞার বাক্য প্রায়ই জ্ঞানের বক্যের সাথে কাজ করে।

শক্তিশালী উপহারগুলি

শক্তিশালী উপহার হল, আমাদের মাধ্যমে প্রবাহিত হওয়ার জন্য ঈশ্বরের তাঁর শক্তিকে প্রদান করা। এগুলির দ্বারা ঈশ্বর আমাদের মাধ্যমে কাজ করে থাকেন!

® ঈশ্বর আমাদের সঙ্গে কথা বলেন - কথা বলার উপহার

® তিনি আমাদের কাছে বিভিন্ন বিষয় প্রকাশিত করেন - প্রকাশিত উপহার

® তিনি কার্য করার জন্য তাঁর শক্তিকে দিয়ে থাকেন - শক্তিশালী উপহার

বিশ্বাসের উপহার

বিশ্বাসের উপহার হল একটি নির্দিষ্ট সময় এবং উদ্দেশ্যের জন্য একটি অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস। একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমস্ত পরিস্থিতিতেই একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করার জন্য এটি একটি শক্তির উপহার।

অলৌকিক কাজ করা

অলৌকিক কাজ করা হল প্রকৃতির সাধারণ আবহে একটি অতিপ্রাকৃত হস্তক্ষেপ। এটি ঈশ্বরের শক্তির প্রদর্শন যার দ্বারা প্রকৃতির নিয়মগুলি একটি সময়ের জন্য পরিবর্তিত, স্থগিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়।

অলৌকিক কাজ হল ঈশ্বরের অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রকাশ দ্বারা স্বাভাবিক আবহের উপর একটি অস্থায়ী হস্তক্ষেপ এবং স্থগিতাদেশ করা।

আরোগ্যতাঁর উপহার

আরোগ্যতার উপহার হল মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের নিরাময় ক্ষমতার অত্যআশ্চর্য প্রকাশ। এগুলিকে উপহারগুলী (বহুবচন) হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে কারণ অসুস্থদের আরোগ্যতা করার অনেক উপায় বা কার্যাবলী রয়েছে।

এগুলি সমস্তই পবিত্র আত্মার অতিপ্রাকৃত প্রকাশ এবং তা চিকিৎসা বিজ্ঞানের মত নয়।

উপহারদাতা এবং উপহারের অন্বেষণ করুন

ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা

মথি ৫:৬ ধন্য যাহারা ধার্ম্মিকতার জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত, কারণ তাহারা পরিতৃপ্ত হইবে।

আত্মিক মনের অন্বেষণ করুন

রোমীয় ৮:৫, ৬ কেননা যাহারা মাংসের বশে আছে, তাহারা মাংসিক বিষয় ভাবে; কিন্তু যাহারা আত্মার বশে আছে, তাহারা আত্মিক বিষয় ভাবে। কারণ মাংসের ভাব মৃত্যু, কিন্তু আত্মার ভাব জীবন ও শান্তি।

রোমীয় ৮:১৩, ১৪ কারণ যদি মাংসের বশে জীবন যাপন কর, তবে তোমরা নিশ্চয় মরিবে, কিন্তু যদি আত্মাতে দেহের ক্রিয়া সকল মৃত্যুসাৎ কর, তবে জীবিত থাকিবে। কেননা যত লোক ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা চালিত হয়, তাহারাই ঈশ্বরের পুত্র।

আত্মার আবির্ভাব দত্ত হওয়া

১করিন্থীয় ১২:৭ কিন্তু প্রত্যেক জনকে হিতের জন্য আত্মার আবির্ভাব দত্ত হয়।

যোহন ১৪:১২ সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে আমাতে বিশ্বাস করে, আমি যে সকল কার্য্য করিতেছি, সেও করিবে, এমন কি, এ সকল হইতেও বড় বড় কার্য্য করিবে; কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি।

২তিমথীয় ১:৬ এই কারণ তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আমার হস্তার্পণ দ্বারা ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ-দান তোমাতে আছে, তাহা উদ্দীপিত কর।

ক্রমাগত, আত্মার সমস্ত উপহারগুলিকে নিজের মধ্যে অগ্নিতে জ্বালিয়ে রাখুন!

পুনরালোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। সমস্ত কণ্ঠ অনুপ্রেরনাদায়ক উপহারগুলীর নাম লিখুন এবং তাঁর ব্যাখ্যা করুন।

২। প্রত্যেক প্রকাশিত উপহারগুলীর নাম লিখুন এবং তাঁর ব্যাখ্যা করুন।

৩। প্রত্যেক শক্তিপ্রদায়ক উপহারগুলীর নাম লিখুন এবং তাঁর ব্যাখ্যা করুন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক্যাঠিক অনুপ্রেরনাদায়ক উপহার

পরভাষা এবং তাঁর ব্যাখ্যা

১করিন্থীয় ১২:৮-১০ কারণ এক জনকে সেই আত্মা দ্বারা প্রজ্ঞার বাক্য দত্ত হয়, আর এক জনকে সেই আত্মানুসারে জ্ঞানের বাক্য, 9আর এক জনকে সেই আত্মাতে বিশ্বাস, আর এক জনকে সেই একই আত্মাতে আরোগ্য সাধনের নানা অনুগ্রহ-দান, 10আর এক জনকে পরাক্রম-কার্য্য-সাধক গুণ, আর এক জনকে ভাববাণী, আর এক জনকে আত্মাদিগকে চিনিয়া লইবার শক্তি, আর এক জনকে নানাবিধ ভাষা কহিবার শক্তি, এবং আর এক জনকে বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করিবার শক্তি দত্ত হয়।

পবিত্র আত্মার নয়টি উপহার

ক্যাঠিক অনুপ্রেরনা	প্রকাশিত	শক্তি
∑ **পরভাষা**	আত্মার পার্থক্য করা	বিশ্বাসের উপহার
∑ **পরভাষার ব্যাখ্যা**	জ্ঞানের বাক্য	আরোগ্যতার উপহার
ভাববানী	প্রজ্ঞার বাক্য	আশ্চর্যজনক কাজ করার উপহার

পরভাষার উপহার- ব্যাখ্যা - ভাববানী

ভূমিকা

বিশ্বাসীদের সাথে ঈশ্বরের অতিপ্রাকৃতভাবে কথা বলার মাধ্যমে ক্যাঠিক অনুপ্রেরণার উপহার প্রকাশিত হয়ে থাকে। যখন বিশ্বাসীরা এই উপহারগুলিতে কাজ করে, তখন অন্যরা শক্তিশালী, উৎসাহিত এবং সান্ত্বনা পেয়ে থাকে। যদিও ঈশ্বর সংশোধন আনতে পারেন, কিন্তু তিনি এই উপহারগুলির মাধ্যমে নিন্দা আনবেন না।

১করিন্থীয় ১৪:৩ কিন্তু যে ব্যক্তি ভাববাণী বলে, সে মনুষ্যের কাছে গাঁথিয়া তুলিবার এবং আশ্বাস ও সান্ত্বনার কথা কহে।

এই উপহারগুলি মানব পাত্রের অধঃপতনের সাপেক্ষে যারা কথা বলছে তাদের, যে বাক্যটি প্রদান করা হয় তা কখনই শাস্ত্রের মতো একই কর্তৃত্বের সাথে বিবেচনা করা

উচিত নয়। এটি সর্বদা বিচার করা উচিত এবং সাবধানে ওজন করা উচিত যে এটি ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে কিনা।

১করিন্থীয় ১৪:২৯ আর ভাববাদীরা দুই কিম্বা তিন জন করিয়া কথা বলুক, অন্য সকলে বিচার করুক।

সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য

আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে অধ্যয়ন করেছি, কিভাবে পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার সময় সমস্ত বিশ্বাসীদের ওপর পরভাষার প্রকাশ ঘটে থাকে। পৌল বিশ্বাসীদেরকে প্রার্থনা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন যাতে তাদের পরভাষার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

১করিন্থীয় ১৪:১৩ এই জন্য যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে প্রার্থনা করুক, যেন অর্থ বুঝাইয়া দিতে পারে।

পৌল আরও বলেছেন যে ভাববানীর উপহার পরভাষার উপহারের চেয়েও বেশি উপকারী এবং তার ইচ্ছা ছিল যে সবাই যেন ভাববানী করতে পারে।

১করিন্থীয় ১৪:৫ আমি ইচ্ছা করি, যেন তোমরা সকলে বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলিতে পার, কিন্তু অধিক ইচ্ছা করি, যেন ভাববাণী বলিতে পার; কেননা যে বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলে, মণ্ডলীকে গাঁথিয়া তুলিবার জন্য সে যদি অর্থ বুঝাইয়া না দেয়, তবে ভাববাণী-প্রচারক তাহা হইতে মহান্।

সবাইকে পরভাষায় কথা বলা উচিত। সবাই প্রার্থনা করবে যেন তারা ব্যাখ্যা করতে পারে, তবুও ভাববানী করা আরও ভাল। পৌলের এই শিক্ষাগুলি থেকে আমরা অনুমান করতে পারি যে কণ্ঠের অনুপ্রেরণার তিনটি উপহারই প্রত্যেক বিশ্বাসীর জন্য দত্ত।

কণ্ঠের অনুপ্রেরণার উপহারগুলীর পার্থক্য

পরভাষা এবং তাঁর ব্যাখ্যা

পরভাষার উপহার এবং তাঁর ব্যাখ্যা করা করার সবথেকে সহজ ব্যবহার্য উপহার। এগুলি সবচেয়ে সাধারণ, এবং সেইজন্য, সবেচেয়ে বেশি এর দুর্ব্যবহার হয়ে থাকে।

কেউ পরভাষায় কোন বার্তা দিলে অপরজন তা পরভাষার অর্থ বোঝার উপহার দ্বারা ঈশ্বরের থেকে পাওয়া সেই বার্তাকে গ্রহন করবে। অতএব, পরভাষার উপহার এবং তাঁর অর্থ একসাথে কার্যকারী হয়ে থাকে।

পরভাষা এবং ভাববানী

যখন কেউ অতিপ্রাকৃত ভাষায় কথা বলে, তখন সে আত্মার নিগূঢ়তত্ত্বকে বলে থাকে।

১করিন্থীয় ১৪:২-৫, ৩৯ কেননা যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে মানুষের কাছে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে বলে; কারণ কেহ তাহা বুঝে না, বরং সে আত্মার নিগূঢ়তত্ত্ব বলে।

যখন কেউ ভাববানী করে তাঁর দ্বারা অপর বিশ্বাসীদের গড়ে তোলে।

৩পদ কিন্তু যে ব্যক্তি ভাববাণী বলে, সে মনুষ্যের কাছে গাঁথিয়া তুলিবার এবং আশ্বাস ও সান্ত্বনার কথা কহে।

পরভাষা বিশ্বাসীকে আত্মায় গড়ে তোলে বা উন্নত করে থাকে কিন্তু ভাববানীর উপহার মণ্ডলীকে গড়ে তোলে।

৪পদ যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে আপনাকে গাঁথিয়া তুলে, কিন্তু যে ভাববাণী বলে, সে মণ্ডলীকে গাঁথিয়া তুলে।

ভাববানী বৃহত্তর, কারণ এটি সরাসরি মন্ডলীকে উন্নত করে।

৫পদ আমি ইচ্ছা করি, যেন তোমরা সকলে বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলিতে পার, কিন্তু অধিক ইচ্ছা করি, যেন ভাববাণী বলিতে পার; কেননা যে বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলে, মণ্ডলীকে গাঁথিয়া তুলিবার জন্য সে যদি অর্থ বুঝাইয়া না দেয়, তবে ভাববাণী-প্রচারক তাহা হইতে মহান্।

এই অধ্যায়ে "মণ্ডলী" শব্দটি নয়বার ব্যবহৃত হয়েছে যা মণ্ডলীর জন্য উপহারগুলীর ব্যবহারের গুরুত্বকে নির্দেশ করে।

পরভাষা কেন?

ভাববানী কেন?

কেন ঈশ্বর এক সময়ে পরভাষা এবং তাঁর অর্থের মাধ্যমে এবং অন্য সময়ে ভাববানীর উপহারের মাধ্যমে কথা বলে থাকেন?

১করিন্থীয় ১৪:২২ অতএব সেই বিশেষ বিশেষ ভাষা বিশ্বাসীদের নিমিত্ত নয়, বরং অবিশ্বাসীদেরই নিমিত্ত চিহ্নস্বরূপ; কিন্তু ভাববাণী অবিশ্বাসীদের নিমিত্ত নয়, বরং বিশ্বাসীদেরই নিমিত্ত।

পরভাষা হল অবিশ্বাসীদের কাছে এক চিহ্ন। পরভাষার অর্থ হল ঈশ্বরের তাঁর মণ্ডলীর উদ্দেশ্যে বার্তা।

ভাববানী হল বিশ্বাসীদের জন্য। ভাববানীর জন্য উচ্চমানের বিশ্বাসের প্রয়োজন যখন এই উপহারের প্রকাশ প্রথমে পরভাষার দ্বারা হয়ে থাকে না।

পরভাষার উপহার

সংজ্ঞা

পরভাষার উপহার হল সাধারণ কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রদত্ত অনুপ্রেরণার একটি অতিপ্রাকৃত কণ্ঠস্বর। এটি এমন একটি ভাষা যা বক্তা নিজের দ্বারা শিখতে বা বুঝতে পারে না।

কথ্য বার্তাটি স্বর্গীয় ভাষা হতে পারে যা স্বর্গদূতদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়, অথবা একটি মানব ভাষাও হতে পারে। পরভাষার দান সম্ভবত শ্রোতারা বুঝতে পারে।

পরভাষা বোধগম্য হওয়া

পরভাষার উপহার হল, নয়টি আত্মিক উপহারের মধ্যে একটি, একজন বিশ্বাসী যখন পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম নেয় তখন প্রাপ্ত তাঁর মধ্যে প্রকাশ পাওয়া প্রশংসা এবং মধ্যস্থতার অতিপ্রাকৃত ভাষা থেকে এটিকে আলাদা করতে হবে।

পরভাষার উপহারের দ্বারা ঈশ্বর মানুষের সাথে কথা বলে থাকেন। আমাদের প্রার্থনা এবং প্রশংসার দ্বারা পবিত্র আত্মা মানুষের আত্মার মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে কথা বলেন। একটি ঈশ্বর থেকে মানুষ এবং অন্যটি মানুষ থেকে ঈশ্বরের সাথে।

পরভাষার কার্যাবলী

যখন একজন ব্যক্তির উপর ঈশ্বরের অভিষেক নেমে আসে সে যখন পরভাষায় কথা বলে, তখন অন্যরা সেই কথাকে বুঝতে পারে না। তাই তখন পরভাষার অর্থ ব্যাখ্যা করার উপহারকে কার্যকর করতে হয়।

১করিন্থীয় ১৪:২৭ যদি কেহ বিশেষ ভাষায় কথা বলে, তবে দুই জন, কিম্বা অধিক হইলে তিন জন বলুক, পালানুক্রমেই বলুক, আর এক জন অর্থ বুঝাইয়া দিউন।

সমগ্র দলটি যখন পরভাষায় গান গায়, তখন এটি একটি প্রশংসার সময় যা সরাসরি পিতাকে উৎসর্গ করা হয়। প্রশংসার সময় কোন অর্থ বুঝিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। যদি দলের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকে যারা কী ঘটেছে সেটা বুঝতে পারছে না, তবে ভাষায় গান গাওয়া কী তা তাদের কাছে ব্যাখ্যা করা উচিত।

জনসম্মুখে

হয়ত কোন বার্তা বার্তাপ্রদানকারী বুঝতে পারফে না, তবে শ্রবণের সীমার মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা সেইটিকে বুঝতে পারে।

প্রেরিত ২:৪-৬ তাহাতে তাঁহারা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন, এবং আত্মা তাঁহাদিগকে যেরূপ বক্তৃতা দান করিলেন, তদনুসারে অন্য অন্য ভাষায় কথা কহিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে যিহূদীরা, আকাশের নিম্নস্থিত সমস্ত জাতি হইতে আগত ভক্ত লোকেরা, যিরূশালেমে বাস করিতেছিল। আর সেই ধ্বনি হইলে অনেক লোক সমাগত হইল, এবং তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল, কারণ প্রত্যেক জন আপন আপন ভাষায় তাঁহাদিগকে কথা কহিতে শুনিতেছিল।

উদ্দেশ্য

ঈশ্বর তাঁর লোকেদের সাথে কথা বলতে চান। তা তিনি বর্তমান কালে পরভাষা এবং তাঁর অর্থ ব্যাখ্যার উপহার দ্বারা করে থাকেন।

ব্যবহারবিধি

অভিষিক্ত হওয়া

ঈশ্বর যখন পরভাষার দ্বারা দেহকে কোন বার্তা দিতে চান, তখন তিনি যার মাধ্যমে বার্তা দিতে চান তার মধ্যে পবিত্র আত্মার মাধ্যমে কার্য করে থাকেন। সেই ব্যক্তি তখন অভিষেক এবং আত্মার একটি তাগিদ অনুভব করবেন এবং সভার উপযুক্ত সময়ে পরভাষায় একটি বার্তা দিতে সে আত্মার গভীর থেকে চিন্তাভাবনা করবে। সে অবশ্যই সভার স্বাভাবিক প্রবাহে বাধা দেবেন না, বরং সঠিক সময় পর্যন্ত তার অপেক্ষা করা উচিত। মনে রাখবেন, পবিত্র আত্মা কখনই নিজের কাজে বাধা দেন না।

স্বীকৃত হওয়া

বিশ্বাসীদের বৃহত্তর সমাবেশে, বার্তা দেওয়ার আগে নেতৃত্বের দ্বারা স্বীকৃত হওয়ার দরকার রয়েছে। বাইবেল বলে "তোমাদের মধ্যে যারা পরিশ্রম করে তাদের জান।" কেউ যদি অর্থ ব্যখ্যা করার না থাকে তবে সেখানে পরভাষায় বার্তা দেওয়া যাবে না। অন্যথায় যিনি পরভাষায় বার্তা দিচ্ছেন তাকে সেই বার্তাটির অর্থ ব্যাখ্যা করতে হবে।

স্পষ্টভাবে বলা

চিৎকার করে উচ্চারন করা উচিত নয় বরং আত্মা যেভাবে পরিচালিত করে সেইরুপ স্পষ্টভাবে বলতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কখনও কখনও আত্মা সাহসিকতার সাথে বা আনন্দের সাথে বার্তা দিয়ে থাকে। কথা বলার সময় আপনি যে আবেগ অনুভব করেন সেটিকে প্রকাশ করুন।

অর্থ ব্যাখ্যা

পরভাষার বার্তা দেওয়ার পর, বিশ্বাসীদের অবশ্যই নীরবতার সহিত ঈশ্বরের কাছ থেকে পরভাষার অর্থ ব্যাখ্যার উপহারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

১করিন্থীয় ১৪:১৯, ২৮ কিন্তু মণ্ডলীর মধ্যে, বিশেষ ভাষায় দশ সহস্র কথা অপেক্ষা, বরং বুদ্ধি দ্বারা পাঁচটী কথা কহিতে চাই, যেন অন্য লোকদিগকেও শিক্ষা দিতে পারি।

কিন্তু অর্থকারক না থাকিলে সেই ব্যক্তি মণ্ডলীতে নীরব হইয়া থাকুক, কেবল আপনার ও ঈশ্বরের উদ্দেশে কথা বলুক।

শুধুমাত্র তিনজন!

পৌল মণ্ডলীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে সাধারণ পরিস্থিতিতে একটি সভায় তিনজনের বেশি পরভাষায় কথা না বলা উচিত।

১করিন্থীয় ১৪:২৭ যদি কেহ বিশেষ ভাষায় কথা বলে, তবে দুই জন, কিম্বা অধিক হইলে তিন জন বলুক, পালানুক্রমেই বলুক, আর এক জন অর্থ বুঝাইয়া দিউন।

বারন না করা

পরভাষায় কথা বলাই একমাত্র উপহার যা নিষেধ না করার জন্য আমাদের আদেশ করা হয়েছে।

১করিন্থীয় ১৪:৩৯ অতএব, হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা ভাববাণী বলিবার জন্য উদ্যোগী হও, এবং বিশেষ বিশেষ ভাষা কহিতে বারণ করিও না।

অন্যান্য উপহার

যখন পরভাষার দান কার্যকর হয়, তখন ব্যাখ্যার দান এবং আত্মার মধ্যে পার্থক্য করার দানও কার্যকর হয়৷ এই উপহারগুলীর বিষয়ে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

পরভাষার অর্থ ব্যাখ্যার উপহার

সংজ্ঞা

অর্থ ব্যাখ্যার উপহার হল শ্রোতার নিজের ভাষায়, পরভাষার বার্তার অর্থকে ব্যাখ্যার অতিপ্রাকৃতিক প্রদর্শন।

এটি নিজের কোন কাজ বা বুদ্ধি থেকে নয় বরং ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা আসে।

ব্যাখ্যা করা অর্থাৎ অর্থ ব্যাখ্যা করা বা প্রকাশ করা। এটি কোন আক্ষরিক অনুবাদ নয়।

একজন ব্যক্তির বিদেশে কথা বলার জন্য একজন দোভাষীর প্রয়োজন হতে পারে। এটি আত্মার দান নয়, বরং একজন ব্যক্তি যিনি উভয় ভাষাই সাবলীলভাবে বোঝেন এবং বলতে পারেন৷

একই দৈর্ঘ্য নয়

দুটি কারনের ফলে পরভাষার অর্থ ব্যখ্যা হয়ত মূল পরভাষার বার্তার সমান দৈর্ঘ্যের নাও হতে পারে।

এটি কোন হুবহু অনুবাদ নয়. এটি একটি ব্যাখ্যা এবং আত্মায় বলা শব্দের থেকে কম শব্দও লাগতে পারে আবার তার থেকে বেশীও লাগতে পারে।

অর্থ ব্যাখ্যা প্রদানকারী ব্যক্তি ভাববানীর দানও পেতে পারে। সাধারণত এটি একটি ভিন্ন অভিষেক হয় তবে পবিত্র আত্মার কাজ সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পরে আপনি পার্থক্যটি ভালো করে বুঝতে পারবেন।

উদ্দেশ্য

পরভাষার অর্থ ব্যাখ্যার উপহারের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হছে মণ্ডলীর যারা পরভাষার অর্থকে বুঝতে পারে না তাদের কাছে সেই মুহূর্তে সেই অর্থকে বুঝিয়ে দেওয়া এবং সংশোধন করা।

পরভাষার অর্থ ব্যাখ্যার উপহারের কার্যাবলী

জনসম্মুখে

জনসভায় পরভাষায় কথা বলার একই নিয়ম পরভাষার অর্থ ব্যখ্যার সময় ব্যবহার করতে হবে। পবিত্র আত্মা কখনই বিভ্রান্তিতে বা বিঘ্নিতভাবে কিছু করে থাকেন না।

একজন ব্যক্তি পরভাষায় কথা বলতে পারে এবং নিজেই তাঁর ব্যাখ্যা করতে পারে।

একজন ব্যক্তি পরভাষায় কথা বলতে পারে এবং অন্য তাঁর ব্যক্তি ব্যাখ্যা করতে পারে।

কখনও কখনও একজন ব্যক্তি পরভাষার অর্থ বলতে শুরু করতে পারে এবং অন্য ব্যক্তি এটি গ্রহণ করে সেটিকে শেষ করতে পারে। এটি তখনই ঘটতে পারে যখন একজন ব্যক্তি অর্থ ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে নতুন হয় এবং যখন সে বিশ্বাসে এগিয়ে আসতে ভীত হয়ে পড়ে। তারপর পরভাষর অর্থ ব্যাখ্যার উপহারে আরও অভিজ্ঞ ব্যক্তি বার্তাটি শেষ করতে পারেন। আত্মার উপহার পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবকে কখনই অনুমতি দেওয়া উচিত নয়। "আমি ভাল উপস্থাপনা করতে পারি ..." এই মনোভাব ঈশ্বরের নয়।

আত্মার উপহারের কার্যাবলীতে, আত্মার মধ্যে পার্থক্য করার উপহারটি সর্বদাই কার্যকর হয়ে থাকে। যখন উপহারগুলি একটি সভায় অবাধে কাজ করে, তখন দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি প্রতিটি আত্মার কার্যাবলীকে বোঝার জন্য এবং বাক্য/অথবা ঈশ্বরের আত্মার বিপরীত যা কিছু রয়েছে তা বন্ধ করার জন্য দায়ী থাকে।

ব্যক্তিগতভাবে

পৌল বলেছিলেন যে তিনি অন্যদের চেয়ে বেশি পরভাষায় প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু প্রার্থনাসভায় তিনি ভাববানী করেছেন। তিনি যদি প্রার্থনাসভায় পরভাষায় কথা না বলে থাকেন তবে নিশ্চয়ই একান্তে তিনি পরভাষায় প্রার্থনা করতেন।

পৌল পরভাষার অর্থ ব্যাখ্যার উপহারের জন্য আমাদের প্রার্থনা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

১করিন্থীয় ১৪:১৩-১৫ এই জন্য যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে প্রার্থনা করুক, যেন অর্থ বুঝাইয়া দিতে পারে। কেননা যদি আমি বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করি, তবে আমার আত্মা প্রার্থনা করে, কিন্তু আমার বুদ্ধি ফলহীন থাকে। তবে দাঁড়াইল কি? আমি আত্মাতে প্রার্থনা করিব, বুদ্ধিতেও প্রার্থনা করিব; আত্মাতে গান করিব, বুদ্ধিতেও গান করিব।

যত আমরা একান্তে পরভাষায় প্রার্থনা করব, আমরা ঈশ্বরের কাছে তাঁর অর্থ ব্যাখ্যা করার জন্য অনুরোধ করতে পারি। প্রায়শই যখন আমরা একটি পরিস্থিতি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হই এবং পরভাষায় প্রার্থনা করতে শুরু করি, তখন আমরা আমাদের নিজস্ব ভাষায় প্রার্থনা করতে শুরু করব। আমরা এমন কিছু প্রার্থনা করতে পারি যা আমরা জানি না বা ঈশ্বরকে এমনভাবে সমস্যাটি পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করছি যা আমরা আগে বুঝতে পারিনি। এটি পরভাষার অর্থ ব্যাখ্যার উপহার যা আমাদের ব্যক্তিগত প্রার্থনার জীবনে পরিচালিত হয়ে থাকে।

আমাদের ব্যক্তিগতভাবে পরভাষায় প্রার্থনার সমস্ত কিছুর অর্থ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই৷ অনেক সময় আমরা ঈশ্বরের প্রশংসা করে থাকি এবং এর কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। অথবা, সম্ভবত আত্মায় আমরা কোন কিছুর উত্তর প্রার্থনা করছি কিন্তু ঈশ্বর সেই সময়ে আমাদের কাছে হয়ত উত্তরটি প্রকাশ করতে চান না।

১করিন্থীয় ১৪:২ কেননা যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে মানুষের কাছে নয়, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে বলে; কারণ কেহ তাহা বুঝে না, বরং সে আত্মার নিগূঢ়তত্ত্ব বলে।

যত আমরা ব্যক্তিগতভাবে অর্থ ব্যাখ্যার উপহারের দ্বারা পরিচালিত হই, তত আমরা জনসমক্ষে অর্থ ব্যাখ্যার উপহারে পরিচালিত হওয়ার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে থাকি।

উপহারকে গ্রহন করা

আত্মার সমস্ত উপহারের সাথে, একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই ঈশ্বরের সাথে একটি সঠিক সম্পর্কের মধ্যে রাখতে হবে যাতে উপহারটি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে।

আমাদের পরিচর্যার জন্য সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় আত্মিক উপহারগুলির অবাধ কার্যক্রমের জন্য পিতার কাছে প্রার্থনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাই প্রথম পদক্ষেপটি হল চাওয়া! যখন পরভাষার অর্থ ব্যাখ্যা আসে তখন এটি কয়েকটি শুরুর শব্দ দিয়ে হতে পারে, এবং বাকিগুলি কথাগুলি বিশ্বাসের সাথে বলার দ্বারা এসে থাকে। আমরা কোন দৃশ্য, প্রতীক, বা চিন্তার মাধ্যমে পেতে পারে. কখনও কখনও গানের দ্বারা একটি বার্তা দেওয়া হয়, এবং তাঁর ব্যাখ্যাটিও গানের মাধ্যমে হতে পারে।

সাবধান!

একজন ব্যক্তিকে কখনই এমন ভাষার ব্যাখ্যা দেওয়া হবে না যা নিন্দাজনক কারণ নিন্দা শয়তানের কাছ থেকে আসে।

একজন ব্যক্তিকে কখনই এমন একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হবে না যা ঈশ্বরের বাক্যের বিরোধিতা করে।

পরভাষার অর্থ ব্যাখ্যার উপহারে পরিচালিত ব্যক্তি যা বলেছেন তা একটি অব্যাহত ব্যাখ্যা তাঁকে অন্ত কেউ কখনই সংশোধন করবে না। তবে কোন আত্মিক নেতা, প্রেমে, এবং আত্মায় পরিচালিত নয় এমন একজন ব্যক্তিকে সংশোধন করতে এবং তারপরে জিজ্ঞাসা করতে বা সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারে।

পবিত্র আত্মা আমাদের আত্মার মধ্যে পার্থক্য করার উপহার দিয়েছেন এবং যখন কণ্ঠের অনুপ্রেরণার উপহারগুলি ব্যবহার করা হচ্ছে তখন এই উপহারটি কার্যকর হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আত্মার মধ্যে পার্থক্য করার পাঠে এটির বিষয়ে আরও অধ্যয়ন করব।

যাইহোক, আপাতত এটা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা যেমন, পরভাষার অর্থ ব্যাখ্যার উপহারের জন্য প্রার্থনা করি তেমনি আমাদের আত্মার মধ্যে পার্থক্য করার উপহারের জন্যও প্রার্থনা করতে হবে। ঈশ্বর কখনও ভুল করেন না, কিন্তু আমরা সবাই মানুষ, এবং মানুষ মাত্রই ভুল করে। আমরা কোন আত্মার কথা শুনছি তা জানার দায়িত্ব ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেককে দিয়েছেন।

যীশু এবং ক্যাথিক অনুপ্রেরনার উপহার

পরভাষা এবং এর অর্থ ব্যাখ্যার উপহার ব্যতীত যীশু আত্মার সমস্ত উপহারে কাজ করেছিলেন। এই দুটি উপহার তাঁর জীবনে ব্যবহার করার কোনো তথ্য আমাদের কাছে নেই।

অনুশীলন

এটা গুরুত্বপূর্ণ যে আমরা আমাদের সমস্ত সময় শুধুমাত্র বিষয়টি জানার জন্য ব্যয় না করি। যখন পরভাষা এবং এর অর্থ ব্যাখ্যার উপহারকে পরিচালনা করতে দেওয়া হয় তখনই এর বিষয়ে সঠিক করে বোঝা যায়!

এই অধ্যায়ের শেষে উপস্থিত হ্যেছি আসুন আমরা ঈশ্বরের প্রশংসার মধ্যে যাই এবং পবিত্র আত্মাকে আমাদের মধ্যে পরভাষা এবং এর অর্থ ব্যাখ্যার উপহারকে কার্য করার সুযোগ দিই।

পুনরালোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। পরভাষার উপহার সম্বন্ধে নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন।

২। পরভাষার অর্থ ব্যাখ্যার উপহার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করুন।

৩। কিভাবে পরভাষার ব্যাখ্যা বা পরভাষার ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত?

সপ্তম অধ্যায়

ক্যাথিক অনুপ্রেরনার উপহার

ভাববানীর উপহার

১করিন্থীয় ১২:৮-১০ কারণ এক জনকে সেই আত্মা দ্বারা প্রজ্ঞার বাক্য দত্ত হয়, আর এক জনকে সেই আত্মানুসারে জ্ঞানের বাক্য, আর এক জনকে সেই আত্মাতে বিশ্বাস, আর এক জনকে সেই একই আত্মাতে আরোগ্য সাধনের নানা অনুগ্রহ-দান, 1আর এক জনকে পরাক্রম-কার্য্য-সাধক গুণ, আর এক জনকে ভাববাণী, আর এক জনকে আত্মাদিগকে চিনিয়া লইবার শক্তি, আর এক জনকে নানাবিধ ভাষা কহিবার শক্তি, এবং আর এক জনকে বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করিবার শক্তি দত্ত হয়।

পবিত্র আত্মার নয়টি উপহার

ক্যাথিক অনুপ্রেরনা	প্রকাশিত	শক্তি
পরভাষা	আত্মার পার্থক্য করা	বিশ্বাসের উপহার
পরভাষার ব্যাখ্যা	জ্ঞানের বাক্য	আরোগ্যতার উপহার
∑ ভাববানী	প্রজ্ঞার বাক্য	আশ্চর্যজনক কাজ করার

ভাববানীর উপহার

সংজ্ঞা

ভাববাণীর উপহার হল একটি স্বতঃস্ফূর্ত, অতিপ্রাকৃত কণ্ঠস্বর একটি পরিচিত ভাষায় অনুপ্রেরণার অভিব্যক্তি যা খ্রীস্টের দেহকে শক্তিশালী করে, উৎসাহিত করে এবং সান্ত্বনা প্রদান করে। এটি একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা মানুষের গোষ্ঠীর কাছে ঈশ্বরের থেকে একটি সরাসরি বার্তা।

ভাববাণীর গ্রীক শব্দ হল "প্রফেটিয়া" যার অর্থ ঈশ্বরের মন ও পরামর্শের কথাকে বলা।

উদ্দেশ্য

ভাববাণীর উপহারের উদ্দেশ্য হল শক্তিশালীকরণ, উৎসাহ এবং সান্ত্বনা প্রদান করা।

১করিন্থীয় ১৪:৩ কিন্তু যে ব্যক্তি ভাববাণী বলে, সে মনুষ্যের কাছে গাঁথিয়া তুলিবার এবং আশ্বাস ও সান্ত্বনার কথা কহে।

® শক্তিশালী বা সংশোধন করে

"শক্তিশালী করা" বা "সংশোধন করার" মূল অর্থ হল দাঁড় করানো, বা গেঁথে তোলা।

১করিন্থীয় ১৪:৪, ৫ যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে আপনাকে গাঁথিয়া তুলে, কিন্তু যে ভাববাণী বলে, সে মণ্ডলীকে গাঁথিয়া তুলে। আমি ইচ্ছা করি, যেন তোমরা সকলে বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলিতে পার, কিন্তু অধিক ইচ্ছা করি, যেন ভাববাণী বলিতে পার; কেননা যে বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলে, মণ্ডলীকে গাঁথিয়া তুলিবার জন্য সে যদি অর্থ বুঝাইয়া না দেয়, তবে ভাববাণী-প্রচারক তাহা হইতে মহান্।

® উৎসাহিত বা উপদেশ

"উৎসাহ" অনুবাদিত মূল একটি গ্রীক শব্দ যার অর্থ হল 'ঈশ্বরের নিকটবর্তী হওয়া'। অভিধান মতে "উৎসাহ" শব্দের অর্থ হল সাহস যোগানো, আশায় অনুপ্রাণিত করা বা সাহস দেওয়া।

® সান্ত্বনা

১করিন্থীয় ১৪:৩ পদের গ্রীক শব্দ '' পারামেথিয়া'' এর অর্থ হল কাউকে ঘনিষ্ঠভাবে বোঝানো এবং সান্ত্বনা প্রদান করা। অভিধান মতে "সান্ত্বনা" শব্দের অর্থ হল, দুঃখ বা কষ্টকে হালকা করা বা কমানো, সান্ত্বনা দেওয়া, উল্লাসিত করা বা আনন্দ প্রদান করা।

ভাববানী হল

ঈশ্বরের মনের এক অংশ

ভাববানী হল ঈশ্বরের মনের এক অংশ - এটি সম্পূর্ণ বিষয় নয়।

১করিন্থীয় ১৩:৯ কেননা আমরা কতক অংশে জানি, এবং কতক অংশে ভাববাণী বলি।

তিনটি উপহারের মধ্যে শ্রেষ্ঠ

ক্যাঠিক অনুপ্রেরনাদায়ক উপহারের মধ্যে ভাববাণীর উপহার হল সর্বশ্রেষ্ঠ।

১করিন্থীয় ১৪:১, ৫, ৩৯ তোমরা প্রেমের অনুধাবন কর, আবার আত্মিক বর সকলের জন্য উদ্‌যোগী হও, বিশেষতঃ যেন ভাববাণী বলিতে পার।

আমি ইচ্ছা করি, যেন তোমরা সকলে বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলিতে পার, কিন্তু অধিক ইচ্ছা করি, যেন ভাববাণী বলিতে পার; কেননা যে বিশেষ বিশেষ ভাষায় কথা বলে, মণ্ডলীকে গাঁথিয়া তুলিবার জন্য সে যদি অর্থ বুঝাইয়া না দেয়, তবে ভাববাণী-প্রচারক তাহা হইতে মহান্।

অতএব, হে আমার ভ্রাতৃগণ, তোমরা ভাববাণী বলিবার জন্য উদ্যোগী হও, এবং বিশেষ বিশেষ ভাষা কহিতে বারণ করিও না।

অবিশ্বাসীদের কাছে চিহ্ন

১করিন্থীয় ১৪:২৪-২৫ কিন্তু সকলে যদি ভাববাণী বলে, আর কোন অবিশ্বাসী কি সামান্য ব্যক্তি প্রবেশ করে, তবে সে সকলের দ্বারা দোষীকৃত হয়, সে সকলের দ্বারা বিচারিত হয়, তাহার হৃদয়ের গুপ্ত ভাব সকল প্রকাশ পায়; এবং এইরূপে সে অধোমুখে পড়িয়া ঈশ্বরের ভজনা করিবে, বলিবে, ঈশ্বর বাস্তবিকই তোমাদের মধ্যবর্ত্তী।

অপরিবর্তনীয় নয়

যিরমীয় ১৮:৭, ৮ যখন আমি কোন জাতির কিম্বা রাজ্যের বিষয়ে উন্মূলনের, উৎপাটনের ও বিনাশের কথা বলি, তখন আমি যে জাতির বিষয়ে কথা বলিয়াছি, তাহারা যদি আপন দুষ্টতা হইতে ফিরে, তবে তাহাদের যে অমঙ্গল করিতে আমার মনস্থ ছিল, তাহা হইতে আমি ক্ষান্ত হইব।

উপহার যেগুলীর বিচার হবে

সাবধান!

ভাববাণী, একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর জন্য, একটি নির্দিষ্ট সময়ে, একটি বিশেষ ব্যক্তির মাধ্যমে হয়ে থাকে। এটিকে ঈশ্বরের লিখিত বাক্যের সমান প্রত্যয় করা উচিত নয়।

ভাববাণী শ্রবণকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিরা ঈশ্বরের আত্মা যা বলেছেন তার চেয়ে ভিন্ন অর্থও করতে পারে৷ ভাববাণী প্রদানকারী ব্যক্তি যেহেতু একজন মানুষ, তাই সে ভুল করতেই পারে। কিছু তথাকথিত "ভাববাণী" ইচ্ছাকৃত চিন্তাভাবনা, বিশেষ আগ্রহ বা উদ্ধারকারীর উদ্বেগ বা এমনকি মিথ্যাবাদী আত্মা থেকে করা হয়ে থাকে।

যে ব্যক্তি বিশ্বাসীদের দেহে অর্থাৎ মণ্ডলীতে ভবিষ্যদ্বাণী দেয় তাঁকে বিশ্বাসীদের সেই দেহ অর্থাৎ মণ্ডলীর সাথে পরিচিত হওয়া উচিত। যদি ব্যক্তিটি মণ্ডলীর অপরিচিত হয় কিন্তু মনে করে যে তার কোন ভবিষ্যদ্বাণী বলার আছে আছে, তবে তার উচিত নিজেকে সনাক্ত করা এবং কথা বলার আগে দলের নেতার অনুমতি নেওয়া।

সাবধানে মাপা

ভাববাণী, পরভাষা, এবং পরভাষার অর্থ ব্যাখ্যা শব্দ এবং আত্মা দ্বারা বিচার করা হবে।

কণ্ঠ্য অনুপ্রেরণার উপহারগুলির বার্তা শ্রবনকারী ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের সাবধানে সেটিকে গ্রহণ করা উচিত।

১করিন্থীয় ১৪:২৯-৩২ আর ভাববাদীরা দুই কিম্বা তিন জন করিয়া কথা বলুক, অন্য সকলে বিচার করুক। কিন্তু এমন আর কাহারও কাছে যদি কিছু প্রকাশিত হয়, যে বসিয়া রহিয়াছে, তবে প্রথম ব্যক্তি নীরব থাকুক। কারণ তোমরা সকলে এক এক করিয়া ভাববাণী বলিতে পার, যেন সকলেই শিক্ষা পায়, ও সকলেই আশ্বাসিত হয়। আর ভাববাদীদের আত্মা ভাববাদীদের বশে আছে।

বিচার

পৌল, একজন প্রেরিত হয়েও, তাদেরকে তাঁর কথার বিচার করতে বলেছিলেন।

১করিন্থীয় ১০:১৫ আমি তোমাদিগকে বুদ্ধিমান্ জানিয়া বলিতেছি; আমি যাহা বলি, তোমরাই বিচার কর।

ভাববানী, পরভাষা, অর্থ ব্যাখ্যার সাতটি পরিক্ষা

শাস্ত্রসম্মত

ঈশ্বরের কাছ থেকে বলা "বাক্য" কখনই তাঁর লিখিত বাক্যের বিরোধিতা করবে না। ঈশ্বর তাঁর শিক্ষা পরিবর্তন করেন না। আমাদের শাস্ত্রের বিষয়ের শিক্ষার সঙ্গে নতুন মনে হওয়া শিক্ষার বিচার করতে হবে। মতবিরোধ যেন না থাকে।

গালাতীয় ১:৮ কিন্তু আমরা তোমাদের নিকটে যে সুসমাচার প্রচার করিয়াছি, তাহা ছাড়া অন্য সুসমাচার যদি কেহ প্রচার করে –আমরাই করি, কিম্বা স্বর্গ হইতে আগত কোন দূতই করুক–তবে সে শাপগ্রস্ত হউক।

ব্যক্তিগত জীবনের ফল

এটা সত্য যে শুধুমাত্র ঈশ্বরই একজন ব্যক্তির বিচার করতে পারেন, কিন্তু আমরা যাদের কাছ থেকে "সত্যকে" জানতে পারছি তাদের ফল জানার দায়িত্বও আমাদের প্রত্যেকের রয়েছে।

মথি ৭:১৫, ১৬ক ভাক্ত ভাববাদিগণ হইতে সাবধান; তাহারা মেষের বেশে তোমাদের নিকটে আইসে, কিন্তু অন্তরে গ্রাসকারী কেন্দুয়া। 16তোমরা তাহাদের ফল দ্বারাই তাহাদিগকে চিনিতে পারিবে।

খ্রীষ্টকে মহিমান্বিত করা

প্রচারটি কি খ্রীষ্টকে মহিমান্বিত করছে? নাকি প্রচারটি যিনি বলছেন সে নিজেকে মহিমান্বিত করছে?

যোহন ১৬:১৩, ১৪ পরন্তু তিনি, সত্যের আত্মা, যখন আসিবেন, তখন পথ দেখাইয়া তোমাদিগকে সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন; কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন

না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন, তাহাই বলিবেন, এবং আগামী ঘটনাও তোমাদিগকে জানাইবেন। তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন; কেননা যাহা আমার, তাহাই লইয়া তোমাদিগকে জানাইবেন।

প্রকাশিত বাক্য ১৯:১০ কেননা যীশুর যে সাক্ষ্য, তাহাই ভাববাণীর আত্মা।

পরিপূর্ণ

যদি একটি বার্তা ঈশ্বরের কাছ থেকে হয়, তাহলে তা অবশ্যই ঘটবে। হয়ত, সেটি আমাদের সময়কালে নাও ঘটতে পারে কিন্তু সেটা ঘটবেই।

দ্বিতীয় বিবরন ১৮:২০-২২ কিন্তু আমি যে বাক্য বলিতে আজ্ঞা করি নাই, আমার নামে যে কোন ভাববাদী দুঃসাহসপূর্ব্বক তাহা বলে, কিম্বা অন্য দেবতাদের নামে যে কেহ কথা বলে, সেই ভাববাদীকে মরিতে হইবে। আর তুমি যদি মনে মনে বল, সদাপ্রভু যে বাক্য বলেন নাই, তাহা আমরা কি প্রকারে জানিব? [তবে শুন,] কোন ভাববাদী সদাপ্রভুর নামে কথা কহিলে যদি সেই বাক্য পরে সিদ্ধ না হয়, ও তাহার ফল উপস্থিত না হয়, তবে সেই বাক্য সদাপ্রভু বলেন নাই; ঐ ভাববাদী দুঃসাহসপূর্ব্বক তাহা বলিয়াছে, তুমি তাহা হইতে উদ্বিগ্ন হইও না।

যিহিষ্কেল ১২:২৫ কেননা আমি সদাপ্রভু, আমি কথা কহিব; আর আমি যে বাক্য বলিব, তাহা অবশ্য সফল হইবে, বিলম্ব আর হইবে না; কারণ, হে বিদ্রোহী-কুল, তোমাদের বর্ত্তমান সময়েই আমি কথা কহিব, এবং তাহা সফলও করিব, ইহা প্রভু সদাপ্রভু কহেন।

ঈশ্বরবর্তি করে

মিথ্যা ভাববাণী আছে এবং মিথ্যা ভাববাদীও রয়েছে। প্রভুর কাছ থেকে আসা ভাববানী আমাদের সর্বদা প্রভুর নিকটবর্তী করে থাকে। শয়তানের থেকে আসা বার্তা আমাদের ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে নিয়ে যায়!

দ্বিতীয় বিবরন ১৩:১-৩ তোমার মধ্যে কোন ভাববাদী কিম্বা স্বপ্নদর্শক উঠিয়া যদি তোমার জন্য কোন চিহ্ন কিম্বা অদ্ভুত লক্ষণ নিরূপণ করে; 2এবং সেই চিহ্ন কিম্বা অদ্ভুত লক্ষণ সফল হয়, যাহার সম্বন্ধে সে তোমার অজ্ঞাত অন্য দেবতাদের বিষয়ে তোমাদিগকে বলিয়াছিল, আইস, আমরা তাহাদের অনুগামী হই, ও তাহাদের সেবা করি, 3তবে তুমি সেই ভাববাদীর কিম্বা সেই স্বপ্নদর্শকের বাক্যে কর্ণপাত করিও না; কেননা তোমরা তোমাদের সমস্ত হৃদয়ের ও তোমাদের সমস্ত প্রাণের সহিত আপনাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম কর কি না, তাহা জানিবার জন্য তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভু তোমাদের পরীক্ষা করেন।

স্বাধীন করে

যদি এই বার্তাটি কোন ব্যক্তি যে ঈশ্বরের সেবা করতে চায় তার আত্মাকে হতাশাগ্রস্ত, শোকাহত বা ভারী বোধ করে, তবে সেটি ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত বার্তা নয়।

১করিন্থীয় ১৪:৩ কিন্তু যে ব্যক্তি ভাববাণী বলে, সে মনুষ্যের কাছে গাঁথিয়া তুলিবার এবং আশ্বাস ও সান্ত্বনার কথা কহে।

রোমীয় ৮:১৫ বস্তুতঃ তোমরা দাসত্বের আত্মা পাও নাই যে, আবার ভয় করিবে; কিন্তু দত্তকপুত্রতার আত্মা পাইয়াছ, যে আত্মাতে আমরা আব্বা, পিতা, বলিয়া ডাকিয়া উঠি।

অন্তরাত্মার সাক্ষ্য

আমাদের মধ্যে পবিত্র আত্মা রয়েছে এবং আমরা যদি শুনতে শিখি, তবে বার্তাটি ঈশ্বরের কাছ থেকে হয় তাহলে তিনি আমাদের হয়ে সেই সাক্ষ্যকে দেবেন।

১যোহন ২:২০, ২৭ আর তোমরা সেই পবিত্রতম হইতে অভিষেক পাইয়াছ, ও সকলেই জ্ঞান পাইয়াছ।

আর তোমরা তাঁহা হইতে যে অভিষেক পাইয়াছ, তাহা তোমাদের অন্তরে রহিয়াছে, এবং কেহ যে তোমাদিগকে শিক্ষা দেয়, ইহাতে তোমাদের প্রয়োজন নাই; কিন্তু তাঁহার সেই অভিষেক যেমন সকল বিষয়ে তোমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে, এবং তাহা যেমন সত্য, মিথ্যা নয়, এমন কি, তাহা যেমন তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছে, তেমনি তোমরা তাঁহাতে থাক।

ইফিষীয় ১:১৭-১৯ যেন আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ঈশ্বর, প্রতাপের পিতা, আপনার তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানের ও প্রত্যাদেশের আত্মা তোমাদিগকে দেন; 18যাহাতে তোমাদের হৃদয়ের চক্ষু আলোকময় হয়, যেন তোমরা জানিতে পাও, তাঁহার আহ্বানের প্রত্যাশা কি, পবিত্রগণের মধ্যে তাঁহার দায়াধিকারের প্রতাপ-ধন কি, 19এবং বিশ্বাসকারী যে আমরা, আমাদের প্রতি তাঁহার পরাক্রমের অনুপম মহত্ত্ব কি। ইহা তাঁহার শক্তির পরাক্রমের সেই কার্য্যসাধনের অনুযায়ী।

ব্যক্তিগত ভাববানী

যদি একজন ব্যক্তি একটি "ব্যক্তিগত ভাববানী" পান, তাহলে তাদেরকে একই সাতটি পরীক্ষা দ্বারা বিচার করা উচিত। এই পরীক্ষাগুলি প্রয়োগ করার পরেই প্রভুর কাছ থেকে আগত একটি সত্য বাক্য হিসাবে বার্তাটি তাদের আত্মায় প্রাপ্ত হওয়া উচিত।

সাতটি পরিক্ষা

® এটি কি শাস্ত্রসম্মত?

® বক্তার জীবনের ফল কি?

® এটি কি খ্রীষ্টকে মহিমান্বিত করে?

® এটি কি ঈশ্বরের নিকটবর্তী করে নাকি ঈশ্বর হতে দূরে করে?

® এটি কি স্বাধীনতা নিয়ে আসে নাকি বন্ধনকে নিয়ে আসে?

® আত্মার অভন্ত্যরীন সাক্ষ্য কি রয়েছে?

® এটি কি পরিপূর্ণ?

স্ব সেবা

বিশেষ করে ব্যক্তিগত ভাববাণীর ক্ষেত্রে, অবশ্যই "স্ব-সেবামূলক" ভাববাণী সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। অন্য কথায়, ভাববানীটি কি গ্রহণকারীর গর্বকে আবেদন করে সেটিকে দেখতে হবে।

"তুমি আমার বিশেষ একজন..."

"আমি তোমাকে এমন কিছু করার জন্য ডেকেছি যা অন্য কেউ করেনি..."

এটা কি প্রচারককে বিশেষ গুরুত্বের জায়গায় নিয়ে যায়?

"এই পুরুষ/নারীর কথা শোন কারণ আমি তাকে পাঠিয়েছি..."

নিশ্চিতকরণ

প্রভু ইতিমধ্যে আপনার মধ্যে যে কথা বলেছেন বার্তাটি কি সেটিকে নিশ্চিত করে?

যদি বার্তাটি সম্পূর্ণ নতুন কিছু হয়, কিন্তু আপনি আত্মা পরীক্ষা করেছেন এবং সেই ব্যক্তিকে ঈশ্বরের হতে জানেন, তাহলে বার্তাটি আপনার আত্মায় রাখুন এবং অন্য উপায়ে বা অন্য ব্যক্তির মাধ্যমে সেটি নিশ্চিত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন।

সেগুলির যাচাই করুন

ব্যক্তিগত ভাববাণী অতীতে অপব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে ব্যক্তিগত ভাববাণীগুলিকে বাদ দেওয়া উচিত। পরিবর্তে, তাদের বিচার করার জন্য প্রয়োজনীয় সময় নিন এবং তারপরে তাদের গ্রহণ করুন।

যদি একটি ভাববাণী এমন একটি পরিস্থিতি বা একজন ব্যক্তির সম্পর্কে সতর্কবাণী হয় যার সাথে আপনি জড়িত বা জড়িত হওয়ার কথা ভাবছেন, তাহলে সেই সম্পর্কটির জন্য আরও সময় ধরে প্রার্থনা করুন এবং প্রভুর কাছে আরও জ্ঞান যাচ্ঞা করুন।

ভাববাণীগুলি লিখে রাখা একটি ভাল অভ্যাস যাতে আপনি ভবিষ্যতে সেগুলি পর্যালোচনা করতে পারেন। তারা উৎসাহ এবং সান্ত্বনার একটি বৃহৎ উৎস হতে পারে।তবে, তারা যেন ঈশ্বরের বাক্যের স্থান না নেয়।

ভাববানীর উপহারের সহিত ভাববাদীর আহ্বানের তুলনা

ভাববানীর দান একজন ভাববাদীর পদে আহ্বানের মত নয়। ঈশ্বর একটি পাঁচ গুণ পরিচর্যা নিযুক্ত করেছেন।

ইফিষীয় ৪:১১ আর তিনিই কয়েক জনকে প্রেরিত, কয়েক জনকে ভাববাদী, কয়েক জনকে সুসমাচার-প্রচারক ও কয়েক জনকে পালক ও শিক্ষাগুরু করিয়া দান করিয়াছেন।

ভাববাদীর পরিচর্যাকাজের উপহার

প্রত্যেক বিশ্বাসীর ভাববাণীর উপহারে দ্বারা পরিচালিত হবার সুযোগ রয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক বিশ্বাসীর ভাববাদী হবার আহ্বান থাকে না।

১করিন্থিয় ১২:৭, ২৮, ২৯ কিন্তু প্রত্যেক জনকে হিতের জন্য আত্মার আবির্ভাব দত্ত হয়।

আর ঈশ্বর মণ্ডলীতে প্রথমতঃ প্রেরিতগণকে, দ্বিতীয়তঃ ভাববাদিগণকে, তৃতীয়তঃ উপদেশকগণকে স্থাপন করিয়াছেন; তৎপরে নানাবিধ পরাক্রমকার্য্য, তৎপরে আরোগ্যসাধক অনুগ্রহ-দান, উপকার, শাসনপদ, নানাবিধ ভাষা [দিয়াছেন] ।

সকলেই কি প্রেরিত? সকলেই কি ভাববাদী? সকলেই কি উপদেশক? সকলেই কি পরাক্রম কার্য্যকারী?

উদাহরণস্বরূপ, ফিলিপের চারটি কন্যা ভাববানীর উপহার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বর পৌলকে একটি নির্দেশমূলক ভবিষ্যদ্বাণী দেওয়ার জন্য আগাবাসকে একজন ভাববাদী হিসাবে পৌলের কাছে পাঠিয়েছিলেন।

সকলে যেন ভাববানী করে

১করিন্থীয় ১৪:৩১ কারণ তোমরা সকলে এক এক করিয়া ভাববাণী বলিতে পার, যেন সকলেই শিক্ষা পায়, ও সকলেই আশ্বাসিত হয়।

যদিও ভাববাণীর উপহার যে কোন ব্যক্তির মাধ্যমে কাজ করে থাকে এর অর্থ এই নয় যে তারা এক ভাববাদী।

ভাববাণীর উপহার কি বর্তমান সময়ের জন্যও প্রযোজ্য?

ঈশ্বরের বাক্য ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে আমাদের দিনেও ভবিষ্যদ্বাণী হবে।

যোয়েল লিখেছেন

যোয়েল ২:২৮ আর তৎপরে এইরূপ ঘটিবে, আমি মর্ত্ত্যমাত্রের উপরে আমার আত্মা সেচন করিব, তাহাতে তোমাদের পুত্রকন্যাগণ ভাববাণী বলিবে তোমাদের প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখিবে, তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাইবে...

পিতর বলেছেন

২পিতর ১:১৯ আর ভাববাণীর বাক্য দৃঢ়তর হইয়া আমাদের নিকটে রহিয়াছে; তোমরা যে সেই বাণীর প্রতি মনোযোগ করিতেছ, তাহা ভালই করিতেছ; তাহা এমন প্রদীপের তুল্য, যাহা যে পর্য্যন্ত দিনের আরম্ভ না হয় এবং প্রভাতীয় তারা তোমাদের হৃদয়ে উদিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত অন্ধকারময় স্থানে দীপ্তি দেয়।

লুক উল্লেখ করেছেন

প্রেরিত ২:১৬-১৮ কিন্তু এটী সেই ঘটনা, যাহার কথা যোয়েল ভাববাদী দ্বারা উক্ত হইয়াছে, “শেষ কালে এইরূপ হইবে, ইহা ঈশ্বর বলিতেছেন, আমি মর্ত্ত্যমাত্রের উপরে আপন আত্মা সেচন করিব; তাহাতে তোমাদের পুত্রগণ ও তোমাদের কন্যাগণ ভাববাণী বলিবে, আর তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাইবে, আর তোমাদের প্রাচীনেরা স্বপ্ন দেখিবে। আবার আমার দাসদের উপরে এবং আমার দাসীদের উপরে সেই সময়ে আমি আমার আত্মা সেচন করিব, আর তাহারা ভাববাণী বলিবে।

পৌল ব্যাখ্যা করেছেন

১করিন্থীয় ১৩:৮-১৩ প্রেম কখনও শেষ হয় না। কিন্তু যদি ভাববাণী থাকে, তাহার লোপ হইবে; যদি বিশেষ বিশেষ ভাষা থাকে, সে সকল শেষ হইবে; যদি জ্ঞান থাকে, তাহার লোপ হইবে। কেননা আমরা কতক অংশে জানি, এবং কতক অংশে ভাববাণী বলি; কিন্তু যাহা পূর্ণ তাহা আসিলে, যাহা অংশমাত্র তাহার লোপ হইবে। আমি যখন শিশু ছিলাম, তখন শিশুর ন্যায় কথা কহিতাম, শিশুর ন্যায় চিন্তা করিতাম, শিশুর ন্যায় বিচার করিতাম; এখন মানুষ হইয়াছি বলিয়া শিশুভাবগুলি ত্যাগ করিয়াছি। কারণ এখন আমরা দর্পণে অস্পষ্ট দেখিতেছি, কিন্তু তৎকালে সম্মুখাসম্মুখি হইয়া দেখিব; এখন আমি কতক অংশে জানিতে পাই, কিন্তু তৎকালে আমি আপনি যেমন পরিচিত হইয়াছি, তেমনি পরিচয় পাইব। আর এখন বিশ্বাস, প্রত্যাশা, প্রেম, এই তিনটী আছে, আর ইহাদের মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ।

যতক্ষন না নিখুঁতটা আসে

‘যতদিন না নিখুঁতটা আসে’ ততদিন মণ্ডলীতে ভাববানী থাকবে।

কেউ কেউ মতামত দিয়ে থাকেন যে "যখন সেই নিখুঁতটা আসবে", শব্দটি শাস্ত্রের সম্পূর্ণতাকে বোঝায়। অর্থাৎ শাস্ত্র সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কিছু উপহার অস্থায়ী ছিল। তবে, এই বাক্যের প্রেক্ষাপটে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই শব্দগুলি স্পষ্টতই সেই দিনের বিষয়ে বলছে যখন আমরা যীশু খ্রীষ্টের মুখোমুখি হব।

ব্যবহারের নির্দেশাবলী

ভাববাণীর দান পরভাষার উপহার থেকে আলাদা কারন এটি আমাদের ইচ্ছার দ্বারা কাজ করে না। আমরা কোন ব্যক্তিগত স্থানে বা কোন সভাতেও ভাববাণী পেতে পারি।

ভাববাণীর দান প্রায়শই প্রশংসা এবং উপাসনার সময় অথবা পরভাষার উপহার এবং পরভাষার ব্যাখ্যার সময় কার্যকারী হয়ে থাকে।

ব্যক্তিগতভাবে

আমরা আমাদের নিজস্ব আত্মিক বৃদ্ধির জন্য ধ্যান বা প্রার্থনা করছি এমন বিষয়েও আমরা ভাববাণী পেতে পারি। পরবর্তীকালে এটি জনসম্মুখে বলা যেতেও পারে আবার নাও যেতে পারে।

জনসম্মুখে

® নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যক্তি

ভাববাণী প্রদানকারী ব্যক্তির অবশ্যই নিজের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে।

১করিন্থীয় ১৪:৩২ আর ভাববাদীদের আত্মা ভাববাদীদের বশে আছে।

® স্বাভাবিক স্বর

গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য পবিত্র আত্মার দ্বারা কণ্ঠের স্বর পরিবর্তন করা না হলে ভাববাণী সর্বদা স্বাভাবিক কণ্ঠে বলা উচিত।

® বোধগম্য ভাষা

ভবিষ্যদ্বাণী সাধারণত সহজ, আধুনিক এবং সহজে বোধগম্য ভাষায় করা উচিত। কঠিন সাধু ভাষা বলা থেকে এড়িয়ে চলুন যা বার্তার সরলতা থেকে আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে।

® চরম আবেগের সাথে নয়

ভাববাণী খুব আবেগের সাথে দেওয়া উচিত নয় কারণ এটি মূল বার্তা থেকে বিঘ্নিত করতে পারে। এটি চিৎকার করে নয়, বরং পরিষ্কার কণ্ঠে দেওয়া উচিত।

® স্নায়বিক পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকুন

ভাববাণী প্রদানকারী ব্যক্তিকে একই বাক্যাংশ বারবার পুনরাবৃত্তি করা থেকে বিরত থাকতে হবে। "এইভাবে প্রভু বলেন" উক্তিটি প্রায়শই স্নায়বিক চাপের ফলে পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে। যদি বার্তাটি সত্যিই প্রভুর কাছ থেকে হয় তবে তাঁর আত্মা শ্রোতাদের হৃদয়ের মধ্যে অবশ্যই নিশ্চিত করবে।

পুনারালোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। ভাববাণীর উপহার কি?

২। ভাববাণীর উপহারের সঙ্গে পরভাষা ও তাঁর ব্যাখ্যার উপহারের তুলনা করুন।

৩। কোন বার্তা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে কিনা তা বিচার করার জন্য আমাদের কোন সাতটি পরীক্ষা করা উচিত?

অষ্টম অধ্যায়

প্রত্যাদেশ উপহার

আত্মার মধ্যে পার্থক্য করা

১করিন্থীয় ১২:৮-১০ কারণ এক জনকে সেই আত্মা দ্বারা প্রজ্ঞার বাক্য দত্ত হয়, আর এক জনকে সেই আত্মানুসারে জ্ঞানের বাক্য, আর এক জনকে সেই আত্মাতে বিশ্বাস, আর এক জনকে সেই একই আত্মাতে আরোগ্য সাধনের নানা অনুগ্রহ-দান, আর এক জনকে পরাক্রম-কার্য্য-সাধক গুণ, আর এক জনকে ভাববাণী, আর এক জনকে আত্মাদিগকে চিনিয়া লইবার শক্তি, আর এক জনকে নানাবিধ ভাষা কহিবার শক্তি, এবং আর এক জনকে বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করিবার শক্তি দত্ত হয়।

পবিত্র আত্মার নয়টি উপহার

ক্যাঠিক অনুপ্রেরনা	প্রত্যাদেশ	শক্তি
পরভাষা	∑ **আত্মার পার্থক্য করা**	বিশ্বাসের উপহার
পরভাষার ব্যাখ্যা	জ্ঞানের বাক্য	আরোগ্যতার উপহার
ভাববানী	প্রজ্ঞার বাক্য	আশ্চর্যজনক কাজ করার উপহার

প্রত্যাদেশ উপহার

ভূমিকা

ঈশ্বর দ্বারা অতিপ্রাকৃতভাবে আত্মার পরিচয়, প্রকৃতি বা কার্যকলাপ প্রকাশ করা বা অতিপ্রাকৃতভাবে তাঁর লোকেদের কাছে জ্ঞান বা প্রজ্ঞা প্রকাশ করার দ্বারা প্রকাশিত উপহারগুলি উদ্ভাসিত হয়ে থাকে। এই উদ্ঘাটন চিন্তা, ছাপ, অনুভূতি, স্বপ্ন বা দর্শন আকারে আমাদের আত্মার মাধ্যমে আমাদের হৃদয়ে আসে। তিনটি আপ্তবাক্য উপহার হল আত্মাকে চিনিয়ে লওয়া (বা আত্মার মধ্যে পার্থক্য), জ্ঞানের বাক্য এবং প্রজ্ঞার বাক্য।

ক্যাথিক অনুপ্রেরণার উপহারগুলির মত, প্রত্যাদেশ উপহারগুলিও প্রায় একই ভাবে একসাথে প্রবাহিত হয়। আমরা বোঝার জন্য সেগুলিকে আলাদা করেছি। আমরা যতই পবিত্র আত্মার বিভিন্ন প্রকাশকে শিখি, ততই আমরা সেগুলিকে স্বাধীনভাবে জীবনে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হতে থাকি।

আমরা জ্ঞানের বাক্য, প্রজ্ঞার বাক্য নাকি আত্মার মধ্যে পার্থক্যের উপহারে পরিচালিত হচ্ছি তা নিয়ে অনেক সময় আমাদের মনে বিভ্রান্তি হতে পারে। বিভ্রান্তির একটি কারণ হ'ল আমরা প্রায়শই একের বেশী উপহারের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকি। আমরা কোন উপহার পাচ্ছি তা জানার প্রয়োজন নেই। আমরা সহজভাবে যেন, সেগুলিকে ঈশ্বরের ইচ্ছা মত আমাদের মাধ্যমে প্রবাহিত করতে পারি।

উদাহরণস্বরূপ

যে ব্যক্তি প্রার্থনার জন্য এসেছে তার মধ্যে অশুচি আত্মা রয়েছে কিনা সে বিষয়ে আত্মার মধ্যে পার্থক্য করার দান আমাদের সতর্ক করে দিয়ে থাকে।

এবং প্রজ্ঞার বাক্য আমাদের বলে দেয় যে কখন এবং কীভাবে তাৎক্ষণিক ফলাফলের জন্য এক ব্যক্তিকে পরিচর্যা করতে হবে।

আত্মার মধ্যে পার্থক্য করা

সংজ্ঞা

আত্মার মধ্যে পার্থক্য করার উপহার হল আত্মিক জগতের রাজ্যে একটি অতিপ্রাকৃত অন্তর্দৃষ্টি। এটি একটি ব্যক্তি, একটি পরিস্থিতি, একটি কর্ম বা একটি বার্তার পিছনে কাজ করা আত্মা বা আত্মার ধরনকে প্রকাশ করে। এটি একটি অতিপ্রাকৃত প্রকাশের দ্বারা আপনার আত্মার মধ্যে আসা জ্ঞান যা, আপনাকে কোন আত্মার উৎস, প্রকৃতি এবং কার্যকলাপ সম্পর্কে জ্ঞাত করায়।

গ্রীক ভাষায় "পার্থক্য" শব্দটি” হল ডায়াক্রিসিস" এবং এর অর্থ হল একটি স্পষ্ট বৈষম্য।

এটি নয়

এটি "বিচক্ষণতার দান" নয় - বাইবেলে উল্লেখিত এমন কোন উপহার নেই। নিউ কিং জেমস সংস্করণে আত্মার বিচক্ষণতার দানকে বোঝায়, বিচক্ষণতার উপহার নয়। বিচক্ষণতা হল আত্মিক রাজ্যে মানুষের প্রজ্ঞার কার্যাবলী।

আত্মার মধ্যে পার্থক্য করা মানে, মন পড়া, মানসিক অনুপ্রবেশ, বা মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি নয়। এটা সমালোচনামূলক বা বিচারমূলক বিষয়ও নয়।

আত্মার মধ্যে পার্থক্য কারোর চরিত্র, বা দোষকে চিনে নেওয়া নয়।

মথি ৭:১ তোমরা বিচার করিও না, যেন বিচারিত না হও।

আত্মিক কার্যাবলীর তিনটি দিক

যখন আমরা আত্মার মধ্যে পার্থক্য করার উপহারের দ্বারা কার্যশীল হই, তখন আত্মার কার্যকলাপের তিনটি ক্ষেত্র সম্বন্ধে জানা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আত্মার মধ্যে পার্থক্য শুধুমাত্র মন্দ আত্মার জন্য নয় বরং এই তিনটি ক্ষেত্রে কাজ করবে, তারা হল:

® ঈশ্বরের আত্মা

® মনুষ্য আত্মা

® শয়তানের রাজ্য

ঈশ্বরীয় আত্মা

ঈশ্বরীয় আত্মার মধ্যে তার স্বর্গীয় স্বর্গদূতদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যারা আমাদের জন্য যুদ্ধ করতে এবং আমাদের জন্য তাঁর বার্তাকে বহন করে নিয়ে আসে।

মনুষ্য আত্মা

মনুষ্য আত্মা, ঈশ্বরের আত্মা এবং শয়তানের রাজ্যের মধ্যে অর্থাৎ ভাল এবং মন্দের মধ্যে পছন্দ করে থাকে। জীবনের সংসর্গ এবং সিদ্ধান্তের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, মনুষ্য আত্মা ঈশ্বরীয় বা শারীরিক প্রকৃতির প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে।

মনুষ্য আত্মা ঈশ্বরের প্রেমে পূর্ণ হতে পারে এবং তার মাধ্যমে বিশুদ্ধ, প্রেমময় আচরণ প্রদর্শন করতে পারে অথবা এটি ভণ্ডামি, মিথ্যা এবং ক্রোধে পূর্ণ হতে পারে এবং শত্রুতা, অমানবিক এবং স্বার্থপর আচরণ প্রদর্শন করতে পারে।

শয়তান এবং মন্দ আত্মা

শয়তান এবং তার মন্দ আত্মাদের মন্দ রাজ্য রয়েছে। তার কিছু উদাহরণ হল লালসা, ঈর্ষা, অহংকার, মিথ্যা কথা, জাদুবিদ্যা এবং বিদ্রোহের আত্মা।

আত্মাকে চিনিয়ে লওয়ার উপহারের উদ্দেশ্য

যখন আমরা আত্মাকে চিনিয়ে লওয়ার করার উপহারের দ্বারা কার্যশীল হই তখন আমরা পরভাষা, তার ব্যাখ্যা বা ভাববাণীর অভিব্যক্তির পিছনে থাকা আত্মাকে পরীক্ষা করতে পারি। পরিত্রাণ এবং আরোগ্যতায় জড়িত আত্মাকে আমরা জানতে পারি।

আমরা কেবলমাত্র মন্দ আত্মাকে চিনতে পারি না বরং একজন ব্যক্তির মানব আত্মা বা স্বর্গদূতের উপস্থিতিও বুঝতে পারি। প্রয়োজনের সময়ে, বিশ্বাসীর মধ্যে স্বর্গদূত বা মন্দ আত্মার একটি শক্তিশালী ছাপ দেখা গিয়ে থাকে।

খ্রীষ্টের দেহের মধ্যে আত্মার পার্থক্য করার কার্যশীলতা:

® আবদ্ধ সাধুরা মুক্তি পায়

® শয়তানের পরিকল্পনাকে চিনিয়ে লওয়া

® ধার্মিকদের থেকে পাপকে দূরে রাখা

® মিথ্যা উদঘাটন সনাক্ত করা

উপহারের গুরুত্ব

পবিত্র আত্মার সমস্ত উপহারের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে রয়েছে এবং সকলের লাভের জন্য তা দেওয়া হয়ে থাকে। তবে, আত্মার মধ্যে পার্থক্য করার উপহারের বিষয়ে খুবি কম শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

১যোহন ৪:১-৩ প্রিয়তমেরা, তোমরা সকল আত্মাকে বিশ্বাস করিও না, বরং আত্মা সকলের পরীক্ষা করিয়া দেখ তাহারা ঈশ্বর হইতে কি না; কারণ অনেক ভাক্ত ভাববাদী জগতে বাহির হইয়াছে। ইহাতে তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে জানিতে পার; যে কোন আত্মা যীশু খ্রীষ্টকে মাংসে আগত বলিয়া স্বীকার করে, সে ঈশ্বর হইতে। আর যে কোন আত্মা যীশুকে স্বীকার না করে, সে ঈশ্বর হইতে নয়; আর তাহাই খ্রীষ্টারীর আত্মা, যাহার বিষয়ে তোমরা শুনিয়াছ যে, তাহা আসিতেছে, এবং সম্প্রতি তাহা জগতে আছে।

আমাদের সুরক্ষার জন্য

এই শিক্ষার অভাবের ফলে খ্রীষ্টের দেহ অরক্ষিত হয়ে পড়েছে!

প্রত্যেক বিশ্বাসীর তার নিজের সুরক্ষা, তার পরিবারের সুরক্ষা এবং খ্রীষ্টের দেহের সুরক্ষার জন্য আত্মার মধ্যে পার্থক্য করার উপহারের আলোড়ন সৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করা উচিত।

প্রতারণা

প্রেরিত পৌলের দ্বারা সাবধানবানী

পৌল আমাদের চারপাশে ঘটা প্রতারণার বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন।

® ভণ্ড প্রেরিতেরা

® প্রতারক কর্মচারী

২করিন্থীয় ১১:১৩-১৫ কেননা এরূপ লোকেরা ভাক্ত প্রেরিত, প্রতারক কর্ম্মকারী, তাহারা খ্রীষ্টের প্রেরিতদের বেশ ধারণ করে। আর ইহা আশ্চর্য্য নয়, কেননা শয়তান আপনি দীপ্তিময় দূতের বেশ ধারণ করে। সুতরাং তাহার পরিচারকেরাও যে ধার্ম্মিকতার পরিচারকদের বেশ ধারণ করে, ইহা মহৎ বিষয় নয়; তাহাদের পরিণাম তাহাদের ক্রিয়ানুসারে হইবে।

® বিশ্বাস হতে অন্তর্হিত

১তিমথীয় ৪:১-২ কিন্তু আত্মা স্পষ্টই বলিতেছেন, উত্তরকালে কতক লোক ভ্রান্তিজনক আত্মাদিগেতে ও ভূতগণের শিক্ষামালায় মন দিয়া বিশ্বাস হইতে সরিয়া পড়িবে। ইহা এমন মিথ্যাবাদীদের কপটতায় ঘটিবে, যাহাদের নিজ সংবেদ তপ্ত লৌহের দাগের মত দাগযুক্ত হইয়াছে।

® ভক্তির অবয়বধারী

২তিমথীয় ৩:১-৯ কিন্তু ইহা জানিও, শেষ কালে বিষম সময় উপস্থিত হইবে। কেননা মনুষ্যেরা আত্মপ্রিয়, অর্থপ্রিয়, আত্মশ্লাঘী, অভিমানী, ধর্ম্মনিন্দক, পিতামাতার অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, অসাধু, স্নেহরহিত, ক্ষমাহীন, অপবাদক, অজিতেন্দ্রিয়, প্রচণ্ড, সদ্ বিদ্বেষী, বিশ্বাসঘাতক, দুঃসাহসী, গর্ব্বান্ধ, ঈশ্বরপ্রিয় নয়, বরং বিলাসপ্রিয় হইবে; লোকে ভক্তির অবয়বধারী, কিন্তু তাহার শক্তি অস্বীকারকারী হইবে; তুমি এরূপ লোকদের হইতে সরিয়া যাও। ইহাদেরই মধ্যে এমন লোক আছে, যাহারা ছলপূর্ব্বক গৃহে গৃহে প্রবেশ করিয়া পাপে ভারাক্রান্ত ও নানাবিধ অভিলাষে চালিতা যে স্ত্রীলোকেরা সতত শিক্ষা করে, তথাপি সত্যের তত্ত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত পঁহুছিতে পারে না, তাহাদিগকে বন্দি করিয়া ফেলে। আর যান্নি ও যাম্ব্রি যেমন মোশির প্রতিরোধ করিয়াছিল, তদ্রূপ ইহারা সত্যের প্রতিরোধ করিতেছে, এই লোকেরা নষ্টবিবেক, বিশ্বাস সম্বন্ধে অপ্রামাণিক। কিন্তু ইহারা আর অগ্রসর হইতে পারিবে না; কারণ যেমন উহাদেরও হইয়াছিল, তেমনি ইহাদের মূঢ়তা সকলের কাছে ব্যক্ত হইবে।

® উত্তর উত্তর কুপথে অগ্রসর

২তিমথীয় ৩:১৩ কিন্তু দুষ্ট লোকেরা ও বঞ্চকেরা, পরের ভ্রান্তি জন্মাইয়া ও আপনারা ভ্রান্ত হইয়া, উত্তর উত্তর কুপথে অগ্রসর হইবে।

আমাদের দায়িত্ব

® আত্মার পরীক্ষা

ঈশ্বরের উদ্দেশ্য এটি ছিল না যে আমরা মন্দ আত্মার বিরুদ্ধে অরক্ষিত থাকব। তিনি আমাদের আত্মা পরীক্ষা করার আদেশ দিয়েছেন এবং তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন কিভাবে এটি করতে হবে। এমনকি তিনি আমাদের আত্মার মধ্যে পার্থক্য করার উপহারকেও দিয়েছেন যাতে আমরা জানতে পারি আমাদের চারপাশে কী ঘটছে।

১যোহন ৪:১-৬ প্রিয়তমেরা, তোমরা সকল আত্মাকে বিশ্বাস করিও না, বরং আত্মা সকলের পরীক্ষা করিয়া দেখ তাহারা ঈশ্বর হইতে কি না; কারণ অনেক ভাক্ত ভাববাদী জগতে বাহির হইয়াছে। ইহাতে তোমরা ঈশ্বরের আত্মাকে জানিতে পার; যে কোন আত্মা যীশু খ্রীষ্টকে মাংসে আগত বলিয়া স্বীকার করে, সে ঈশ্বর হইতে।

® পরীক্ষা কি?

আর যে কোন আত্মা যীশুকে স্বীকার না করে, সে ঈশ্বর হইতে নয়; আর তাহাই খ্রীষ্টারীর আত্মা, যাহার বিষয়ে তোমরা শুনিয়াছ যে, তাহা আসিতেছে, এবং সম্প্রতি তাহা জগতে আছে। বৎসেরা, তোমরা ঈশ্বর হইতে, এবং উহাদিগকে জয় করিয়াছ; কারণ যিনি তোমাদের মধ্যবর্ত্তী, তিনি জগতের মধ্যবর্ত্তী ব্যক্তি অপেক্ষা মহান্। উহারা জগৎ হইতে, এই কারণ জগতের কথা কহে, এবং জগৎ উহাদের কথা শুনে। আমরা ঈশ্বর হইতে; ঈশ্বরকে যে জানে, সে আমাদের কথা শুনে; যে ঈশ্বর হইতে নয়, সে আমাদের কথা শুনে না। ইহাতেই আমরা সত্যের আত্মাকে ও ভ্রান্তির আত্মাকে জানিতে পারি।

প্রতারণার দুটি স্থান

মনুষ্য দ্বারা প্রতারণা

® বিদ্রোহী লোকেরা

মনুষ্য অনেক কারণে অন্যদের প্রতারণা করে, তার মধ্যে আর্থিক লাভ, পদের আকাঙ্খা এবং সম্মানের আকাঙ্ক্ষা তিনটি প্রধান কারণ।

তীত ১:১০ কারণ অনেক অদম্য লোক, অসার বাক্যবাদী ও বুদ্ধিভ্রামক লোক আছে, বিশেষতঃ ত্বক্‌ছেদীদের মধ্যে আছে; তাহাদের মুখ বন্ধ করা চাই।

রোমীয় ১৬:১৮ কেননা এই প্রকার লোকেরা আমাদের প্রভু খ্রীষ্টের দাসত্ব করে না, কিন্তু আপন আপন উদরের দাসত্ব করে, এবং মধুর বাক্য ও স্তুতিবাদ দ্বারা সরল লোকদের মন ভুলায়।

® অননীয় এবং সাফিরা

পিতর, এই উপহারের মাধ্যমে, উপলব্ধি করেছিলেন যে অননীয় এবং সাফিরার হৃদয় শয়তানের মিথ্যায় পূর্ণ ছিল। তারা সেবাকাজের জন্য গচ্ছিত অর্থের একটি অংশ আটকে রেখেছিল। আত্মার মধ্যে পার্থক্য খ্রীষ্টের দেহকে প্রতারকদের অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে নিশ্চিত করে থাকে।

প্রেরিত ৫:১-৩ কিন্তু অননিয় নামে এক ব্যক্তি, এবং তাহার সহিত তাহার স্ত্রী সাফীরা, একটী সম্পত্তি বিক্রয় করিল, এবং স্ত্রীর জ্ঞাতসারে তাহার মূল্যের কিছু রাখিয়া দিল, আর কতক আনিয়া প্রেরিতদের চরণে রাখিল। তখন পিতর কহিলেন, অননিয়, শয়তান কেন তোমার হৃদয় এমন পূর্ণ করিয়াছে যে, তুমি পবিত্র আত্মার কাছে মিথ্যা বলিলে, এবং ভূমির মূল্য হইতে কতকটা রাখিয়া দিলে?

® প্রতারক

২তিমথীয় ৩:১৩ কিন্তু দুষ্ট লোকেরা ও বঞ্চকেরা, পরের ভ্রান্তি জন্মাইয়া ও আপনারা ভ্রান্ত হইয়া, উত্তর উত্তর কুপথে অগ্রসর হইবে।

শয়তানের প্রতারনা

২যোহন ১:৭ কারণ অনেক ভ্রামক জগতে বাহির হইয়াছে; যীশু খ্রীষ্ট মাংসে আগমন করিয়াছেন, ইহা তাহারা স্বীকার করে না; এই ত সেই ভ্রামক ও খ্রীষ্টারী।

মথি ২৪:২৪ কেননা ভাক্ত খ্রীষ্টেরা ও ভাক্ত ভাববাদীরা উঠিবে, এবং এমন মহৎ মহৎ চিহ্ন ও অদ্ভুত অদ্ভুত লক্ষণ দেখাইবে যে, যদি হইতে পারে, তবে মনোনীতদিগকেও ভুলাইবে।

আত্মার মধ্যে পার্থক্য করার মাধ্যমে, আমরা জানতে পারি কখন আমরা শয়তানের দ্বারা কোন মানুষ বা পরিস্থিতির মাধ্যমে নাকি শুধুমাত্র মনুষ্যের দ্বারা প্রতারিত হচ্ছি। এই প্রকাশিত জ্ঞান আমাদের জন্য সুরক্ষা স্বরূপ হয়ে ওঠে।

যীশু আত্মার মধ্যে পার্থক্যের উপহার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন

“আপনি হলেন খ্রীষ্ট”

আমাদের কাছে পিতর দ্বারা করা বিবৃতির দুটি উদাহরণ আছে. একটি ঈশ্বরের অন্যটি শয়তানের। যীশু আত্মার মধ্যে পার্থক্য করার ক্ষেত্রে কাজ করেছিলেন, আমাদেরকেও কীভাবে এই উপহারে কাজ করতে হবে তা আমরা দেখতে পাই।

মথি ১৬:১৬, ১৭ শিমোন পিতর উত্তর করিয়া কহিলেন, আপনি সেই খ্রীষ্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র। যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে যোনার পুত্র শিমোন, ধন্য তুমি! কেননা রক্তমাংস তোমার নিকটে ইহা প্রকাশ করে নাই, কিন্তু আমার স্বর্গস্থ পিতা প্রকাশ করিয়াছেন।

পিতরের বক্তব্য মনুষ্য জ্ঞান হতে আসেনি, বরং পিতার দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল।

শয়তান তিরস্কৃত হয়েছিল

উপরোক্ত বক্তব্যের পরপরই, যীশুকে কষ্ট ভোগ করতে হবে না এই কথাটি বলে পিতর যীশুর দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিল। আমরা যুক্তি দিতে পারি যে যীশুর জন্য পিতরের মনে উদ্বেগ ছিল তাই সে যীশুকে থামাতে চেয়েছিল। অন্য কথায়, তার বক্তব্য জাগতিক দিক থেকে হয়ত ঠিক ছিল। কিন্তু যীশু, পিতরকে শয়তান বলে সম্বোধন করেছিলেন কারণ যীশু সেই আত্মাকে বুঝতে পেরেছিলেন যা পিতরের বক্তব্যের পিছনে কাজ করছিল।

মথি ১৬:২২, ২৩ ইহাতে পিতর তাঁহাকে কাছে লইয়া অনুযোগ করিতে লাগিলেন, বলিলেন, প্রভু, ইহা আপনা হইতে দূরে থাকুক, ইহা আপনার প্রতি কখনও ঘটিবে না।

কিন্তু তিনি মুখ ফিরাইয়া পিতরকে কহিলেন, আমার সম্মুখ হইতে দূর হও, শয়তান, তুমি আমার বিঘ্নস্বরূপ; কেননা যাহা ঈশ্বরের, তাহা নয়, কিন্তু যাহা মনুষ্যের তাহাই তুমি ভাবিতেছ।

বধির ও বোবার আত্মা

যীশু প্রায়ই সমস্যা সৃষ্টিকারী আত্মার সাথে কথা বলার দ্বারা আরোগ্য কাজ সাধন করতেন।

মার্ক ৯:২৫খ যীশু সেই অশুচি আত্মাকে ধমকাইয়া কহিলেন, হে বধির গোঁগা আত্মা, আমিই তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, ইহা হইতে বাহির হও, আর কখনও ইহার মধ্যে প্রবেশ করিও না।

পুরাতন নিয়মে উদাহরণ - আত্মার মধ্যে পার্থক্য করা

দাস আত্মিক রাজ্যকে দেখতে পেল

ইলীশায় প্রার্থনা করলেন যেন তাঁর দাস আত্মার রাজ্য দেখতে পায়।

২রাজাবলী ৬:১৬, ১৭ তিনি কহিলেন, ভয় করিও না, উহাদের সঙ্গীদের অপেক্ষা আমাদের সঙ্গী অধিক। তখন ইলীশায় প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে সদাপ্রভু, বিনয় করি, ইহার চক্ষু খুলিয়া দেও, যেন এ দেখিতে পায়। তখন সদাপ্রভু সেই যুবকটীর চক্ষু খুলিয়া দিলেন, এবং সে দেখিতে পাইল, আর দেখ, ইলীশায়ের চারিদিকে অগ্নিময় অশ্বে ও রথে পর্ব্বত পরিপূর্ণ।

ভাল বা মন্দ আত্মা প্রকাশ করার দ্বারা কোন ব্যক্তি যখন আত্মিক জগতে দেখেন, এটিই হল আত্মার মধ্যে পার্থক্য।

আমাদেরও ইলীশার মত প্রার্থনা করতে হবে যাতে আমাদের আত্মিক চক্ষু খুলে যায়।

যিশাইয় দেখলেন

যিশাইয় ৬:১ যে বৎসর উষিয় রাজার মৃত্যু হয়, আমি প্রভুকে এক উচ্চ ও উন্নত সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিলাম; তাঁহার রাজবস্ত্রের অঞ্চলে মন্দির পূর্ণ হইয়াছিল।

নতুন নিয়মে উদাহরণ - আত্মার মধ্যে পার্থক্য করা

পৌল এবং ক্রীতদাসী কন্যা

® মন্দ আত্মা থেকে ভালো কথা

প্রেরিত ১৬:১৬-১৮ এক দিন আমরা সেই প্রার্থনাস্থানে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে দৈবজ্ঞ আত্মাবিষ্টা এক দাসী আমাদের সম্মুখে পড়িল; সে ভাগ্যকথন দ্বারা তাহার কর্ত্তাদের বিস্তর লাভ জন্মাইত। সে পৌলের এবং আমাদের পশ্চাৎ চলিতে চলিতে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, এই ব্যক্তিরা পরাৎপর ঈশ্বরের দাস, ইহাঁরা তোমাদিগকে পরিত্রাণের পথ জানাইতেছেন। সে অনেক দিন পর্য্যন্ত এইরূপ করিতে থাকিল। কিন্তু

পৌল বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া সেই আত্মাকে কহিলেন, আমি যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, ইহা হইতে বাহির হইয়া যাও; তাহাতে সেই দণ্ডেই সে বাহির হইয়া গেল।

এই মেয়েটির মধ্যে ভাববানীর আত্মা কি "ভাল তথ্য" দিয়ে তার অস্তিত্ব ঢেকে রাখার চেষ্টা করছিল? মেয়েটি যা বলেছিল তা সত্য ছিল।

আমাদের বলা হয়েছে যে পৌল বেশ কয়েক দিন ধরে অস্থির ছিলেন। কেন? পৌল তার আত্মাকে জানতে অপেক্ষা করছিলেন।

® অভিপ্রায়

এটা খুব সম্ভবপর যে, তার মধ্যেকার আত্মা অনুষঙ্গ দ্বারা স্বীকৃতি খুঁজছিল।

বর্তমানে আত্মার মধ্যে পার্থক্য করার উপহার

অবজ্ঞা করবেন না

মনে রাখবেন - যে আত্মার সঙ্গে আমাদের কাজ - আমাদের আত্মিক কার্যক্ষেত্রে যে আত্মা বিদ্যমান - ঈশ্বর চান না যে আমরা আমাদের চারপাশের সেইসব আত্মাদের সম্পর্কে অজ্ঞ থাকি।

কোনটি ঠিক আমরা নিজেরা চিন্তা করতে পারি না, আমাদের অবশ্যই জানতে হবে কোন আত্মা ঈশ্বরের কাছ থেকে কার্যকর হচ্ছে।

ঈশ্বর আমাদের না দেখানো পর্যন্ত আমরা জানতে পারি না যে একজন ব্যক্তির মধ্যে কোন আত্মা কাজ করছে।

১যোহন ৪:৬ আমরা ঈশ্বর হইতে; ঈশ্বরকে যে জানে, সে আমাদের কথা শুনে; যে ঈশ্বর হইতে নয়, সে আমাদের কথা শুনে না। ইহাতেই আমরা সত্যের আত্মাকে ও ভ্রান্তির আত্মাকে জানিতে পারি।

আমরা ঈশ্বরের সন্তান তাই আমাদের সত্যের আত্মা এবং ভুলের আত্মার মধ্যে পার্থক্য জানার অধিকার রয়েছে৷

পদক্ষেপ গ্রহণ করুন

ঈশ্বর উদ্দেশ্য ছাড়া বিশ্বাসীদের কাছে মন্দ আত্মাকে প্রকাশ করেন না। যখনই মন্দ আত্মাদের সনাক্ত করা হয়, তখনই পরিস্থিতি অনুযায়ী অবিলম্বে সেটিকে আবদ্ধ করা বা তাড়িয়ে দেওয়া উচিত।

মার্ক ১৬:১৭ আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্ত্তী হইবে; তাহারা আমার নামে ভূত ছাড়াইবে, তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা কহিবে।

লুক ১০:১৯-২০ দেখ, আমি তোমাদিগকে সর্প ও বৃশ্চিক পদতলে দলিত করিবার, এবং শত্রুর সমস্ত শক্তির উপরে কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা দিয়াছি। কিছুতেই কোন মতে

তোমাদের হানি করিবে না; তথাপি আত্মারা যে তোমাদের বশীভূত হয়, ইহাতে আনন্দ করিও না; কিন্তু তোমাদের নাম যে স্বর্গে লিখিত আছে, ইহাতেই আনন্দ কর।

আপনাকে ইতিমধ্যে শত্রুর উপর ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। যীশু আমাদের যা করতে বলেছেন।

® মন্দ আত্মাকে ছাড়ানো

® সর্প এবং বিছেকে পদতলে দলিত করা

® শয়তানের সমস্ত ক্ষমতার উপর জয়লাভ

® য আত্মারা আমাদের অধীন এটি আনন্দ করার জন্য নয় বরং আমরা ঈশ্বরের সন্তান সেইজন্য আমরা যেন আনন্দ করি।

মন্দ উদ্দেশ্যের বিপদ

ভুল অনুপ্রেরণার মাধ্যমে পবিত্র আত্মার উপহার লাভ করার চেষ্টা করার বিপদ সম্পর্কে আমাদের সতর্ক করা হয়েছে।

শিমোন

প্রেরিত ৮:৭-৯ কারণ অশুচি আত্মাবিষ্ট অনেক লোক হইতে সেই সকল আত্মা উচ্চৈঃস্বরে চেঁচাইয়া বাহির হইয়া আসিল, এবং অনেক পক্ষাঘাতী ও খঞ্জ সুস্থ হইল; তাহাতে ঐ নগরে বড়ই আনন্দ হইল। কিন্তু শিমোন নামে এক ব্যক্তি ছিল, সে পূর্ব্বাবধি সেই নগরে যাদুক্রিয়া করিত ও শমরীয় জাতিকে চমৎকৃত করিত, আপনাকে এক জন মহাপুরুষ বলিত;

প্রেরিত ৮:১৩, ১৮-২৪ আর শিমোন আপনিও বিশ্বাস করিল, এবং বাপ্তাইজিত হইয়া ফিলিপের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিল; আর অনেক চিহ্ন-কার্য্য ও মহাপরাক্রমের কার্য্য সাধিত হইতেছে দেখিয়া চমৎকৃত হইল।

® টাকা দেবার প্রস্তাব

আর শিমোন যখন দেখিল, প্রেরিতদের হস্তার্পণ দ্বারা পবিত্র আত্মা দত্ত হইতেছেন, তখন সে তাঁহাদের নিকটে টাকা আনিয়া কহিল, আমাকেও এই ক্ষমতা দিউন, যেন আমি যাহার উপরে হস্তার্পণ করিব, সে পবিত্র আত্মা পায়।

® পিতরের কর্তৃক নিন্দা

কিন্তু পিতর তাহাকে বলিলেন, তোমার রৌপ্য তোমার সঙ্গে বিনষ্ট হউক, কেননা ঈশ্বরের দান তুমি টাকা দিয়া ক্রয় করিতে মনস্থ করিয়াছ। এই বিষয়ে তোমার অংশ কি অধিকার কিছুই নাই; কারণ তোমার হৃদয় ঈশ্বরের সাক্ষাতে সরল নয়। অতএব তোমার এই দুষ্টতা হইতে মন ফিরাও; এবং প্রভুর কাছে বিনতি কর, কি জানি, তোমার হৃদয়ের কল্পনার ক্ষমা হইলেও হইতে পারে;

শিমোনের হৃদয়ে কার্যকারী আত্মাকে পিতর চিনতে পেরেছিল।

কেননা আমি দেখিতেছি, তুমি কটুভাবরূপ পিত্তে ও অধর্ম্মরূপ বন্ধনে পড়িয়া রহিয়াছ।

তখন শিমোন উত্তর করিয়া কহিল, আপনারাই আমার জন্য প্রভুর কাছে বিনতি করুন, যেন আপনারা যাহা যাহা বলিলেন, তাহার কিছুই আমার প্রতি না ঘটে।

বর যীশু

® প্রেরিতদের বিরোধী

প্রেরিত ১৩:৬-১২ আর তাঁহারা সমস্ত দ্বীপের মধ্য দিয়া গমন করিয়া পাফঃ নগরে উপস্থিত হইলে এক জন যিহূদী মায়াবী ও ভাক্ত ভাববাদীকে দেখিতে পাইলেন, তাহার নাম বর্-যীশু; সে দেশাধ্যক্ষ সের্গিয় পৌলের সঙ্গে ছিল; তিনি এক জন বুদ্ধিমান্ লোক। তিনি বার্ণবা ও শৌলকে কাছে ডাকিয়া ঈশ্বরের বাক্য শুনিতে চাহিলেন। কিন্তু ইলুমা, সেই মায়াবী–কেননা অনুবাদ করিলে ইহাই তাহার নামের অর্থ–সেই দেশাধ্যক্ষকে বিশ্বাস হইতে ফিরাইবার চেষ্টায় তাঁহাদের প্রতিরোধ করিতে লাগিল।

® স্পষ্টভাবে শনাক্ত

কিন্তু শৌল, যাঁহাকে পৌলও বলে, পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইয়া তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া কহিলেন, হে সর্ব্বপ্রকার ছলে ও সর্ব্বপ্রকার দুষ্টামিতে পরিপূর্ণ, দিয়াবল-সন্তান, সর্ব্বপ্রকার ধার্ম্মিকতার শত্রু, তুমি প্রভুর সরল পথ বিপরীত করিতে কি ক্ষান্ত হইবে না? এখন দেখ, প্রভুর হস্ত তোমার উপরে রহিয়াছে, তুমি অন্ধ হইবে, কিছু কাল সূর্য্য দেখিতে পাইবে না।

® বিচার

আর অমনি কুজ্ঝটিকা ও অন্ধকার তাহাকে আচ্ছন্ন করিল, তাহাতে সে হাত ধরিয়া চালাইবার লোকের অন্বেষণে এদিক্ ওদিক্ চলিতে লাগিল। তখন সেই ঘটনা দেখিয়া দেশাধ্যক্ষ প্রভুর উপদেশে চমৎকৃত হইয়া বিশ্বাস করিলেন।

পুনরালোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। আপনার নিজের ভাষায় আত্মার মধ্যে পার্থক্য করার উপহার ব্যাখ্যা করুন।

২। কেন এই উপহারের কার্যাবলী আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

৩। আত্মিক কার্যকলাপের তিনটি ক্ষেত্র বর্ণনা করুন যার সাথে আপনি জড়িত থাকতে পারেন।

নবম অধ্যায়
উপহার
জ্ঞানের বাক্য

১করিন্থীয় ১২:৮-১০ কারণ এক জনকে সেই আত্মা দ্বারা প্রজ্ঞার বাক্য দত্ত হয়, আর এক জনকে সেই আত্মানুসারে জ্ঞানের বাক্য, আর এক জনকে সেই আত্মাতে বিশ্বাস, আর এক জনকে সেই একই আত্মাতে আরোগ্য সাধনের নানা অনুগ্রহ-দান, আর এক জনকে পরাক্রম-কার্য্য-সাধক গুণ, আর এক জনকে ভাববাণী, আর এক জনকে আত্মাদিগকে চিনিয়া লইবার শক্তি, আর এক জনকে নানাবিধ ভাষা কহিবার শক্তি, এবং আর এক জনকে বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করিবার শক্তি দত্ত হয়;

পবিত্র আত্মার নয়টি উপহার

ক্যাথিক অনুপ্রেরনা	প্রকাশিত	শক্তি
পরভাষা	আত্মার পার্থক্য করা	বিশ্বাসের উপহার
পরভাষার ব্যাখ্যা	∑ **জ্ঞানের বাক্য**	আরোগ্যতার উপহার
ভাববানী	প্রজ্ঞার বাক্য	আশ্চর্যজনক কাজ করার উপহার

জ্ঞানের বাক্য

সংজ্ঞা

জ্ঞানের বাক্য হল একটি অতিপ্রাকৃত উদ্ঘাটন যা পবিত্র আত্মার দ্বারা কোনো ব্যক্তি বা পরিস্থিতি সম্পর্কে, বর্তমান বা অতীতের, নির্দিষ্ট কিছু তথ্য, যা স্বাভাবিক বুদ্ধির মাধ্যমে শেখা যায়না।এটি প্রায়শই আমাদের মনের স্বাভাবিক চিন্তাকে বাধাগ্রস্ত করে থাকে। এটি একটি চিন্তা, বাক্য, নাম, অনুভূতি, ছাপ, দৃষ্টি বা “অভ্যন্তরীণ জ্ঞান" হিসাবে এসে থাকে। এমনকি একটি বাক্যের একটি ছোট অংশ হিসাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে, জ্ঞানের বাক্য পরিস্থিতি সম্পর্কে ঈশ্বরের সম্পূর্ণ জ্ঞানের একটি ছোট অংশ বিশেষ।

জ্ঞানের বাক্য, অবশ্যই ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করার জন্য সময় না করার একটি অজুহাত নয়।

২তিমথীয় ২:১৫ তুমি আপনাকে ঈশ্বরের কাছে পরীক্ষাসিদ্ধ লোক দেখাইতে যত্ন কর; এমন কার্য্যকারী হও, যাহার লজ্জা করিবার প্রয়োজন নাই, যে সত্যের বাক্য যথার্থরূপে ব্যবহার করিতে জানে।

জ্ঞানের বাক্য, বহু বছর ধরে ঈশ্বরের সহিত চলা এবং তাঁর বাক্যের মধ্যে সময় অতিবাহিত করার দ্বারা আসা জ্ঞান নয়।

চার ধরনের জ্ঞান

® মনুষ্য

মানুষের জ্ঞান স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত হয়। এই জ্ঞানের মাধ্যমে অনেক ভাল কিছু হয়েছে। কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞান ছাড়া, সমস্ত কিছুই অসম্পূর্ণ বা ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে অবনত হয়েছে ফলে ভুল চিন্তায় পরিণত হয়েছে।

® অপ্রাকৃতিক মন্দতা

অলৌকিক বিষয়ের জ্ঞান যা একটি মন্দ উৎসের থেকে আসে, কেউ কেউ জাদুবিদ্যা, মন্দ শক্তির আরাধনা, মূর্তি পূজা, ধর্মীয় দেবদেবী, আধিভৌতিক তদন্ত এবং অন্যান্য শয়তানী ক্ষেত্রগুলির মাধ্যমে এগুলির জ্ঞান অর্জন করে থাকে। জ্ঞানের এই ক্ষেত্রটি খুব লোভনীয় হতে পারে তবে সম্পূর্ণরূপে এটিকে প্রত্যাখ্যান করা আবশ্যক। এটা ঈশ্বরের দ্বারা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

® আত্মিক জ্ঞান

যীশুকে আমাদের পরিত্রাতা হিসাবে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান কার্য করতে শুরু করে।

যোহন ১৭:৩ আর ইহাই অনন্ত জীবন যে, তাহারা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং তুমি যাঁহাকে পাঠাইয়াছ, তাঁহাকে, যীশু খ্রীষ্টকে, জানিতে পায়।

এই জ্ঞান বাইবেল অধ্যয়ন, শিক্ষা, প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের সাথে সহভাগীতার মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়।

® জ্ঞানের বাক্য

বর্তমান বা অতীতের বিষয়ে ঈশ্বরের কাছ থেকে অতিপ্রাকৃত উদ্ঘাটন, যা স্বাভাবিক বুদ্ধির মাধ্যমে শেখা যায়না।

উদ্দেশ্য

ঈশ্বর কখনই চান নি যে তাঁর লোকেরা প্রাকৃতিক স্তরে বাস করে, আমরা আত্মা-সত্তা এবং আমাদের সুরক্ষার জন্য সেইসাথে আমাদের চারপাশের লোকদের জন্য

আত্মার রাজ্যে কার্য করতে শিখতে হবে।

ঈশ্বর বিভিন্ন উদ্দেশ্যে জ্ঞানের বাক্যের মাধ্যমে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চান। প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি হল, তাঁর লোকেদের মধ্যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যগুলিকে নিখুঁত করতে সাহায্য এবং সহায়তা করা।

জ্ঞানের বাণী এমনভাবে প্রকাশ, প্রদান এবং পরিচর্যা করতে হবে যাতে কোন মানুষের নয় বরং সর্বদা ঈশ্বরের যেন গৌরব হয়। এটিকে সর্বদা ঈশ্বরকে উৎস হিসাবে ধারন করলে, সেবাকাজে সর্বদা সাহায্য এবং সহায়তা করবে।

এটা আমাদের নির্ভুলভাবে এবং কার্যকারি হিসাবে পরিচর্যা করতে সাহায্য করে। এটি বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে, উৎসাহ আনবে, পাপকে প্রকাশ করবে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবন ও পরিচর্যায় আমাদেরকে "সঠিক পথে" থাকতে সাহায্য করবে।

সকলের জন্য

জ্ঞানের বাক্য কি সমস্ত বিশ্বাসীদের মধ্যে কার্যকারী হয়ে থাকে? হ্যাঁ!

১করিন্থীয় ১২:৭ কিন্তু প্রত্যেক জনকে হিতের জন্য আত্মার আবির্ভাব দত্ত হয়।

® অননীয়ের উদাহরণ

অননীয় কোন প্রেরিত, যাজক, ধর্মপ্রচারক বা শিক্ষক ছিলেন না। তিনি ছিলেন সাধারন এক বিশ্বাসী। বাইবেলে তাকে শিষ্য বলা হয়েছে।

প্রেরিত ৯:১০-১২ দম্মেশকে অননিয় নামে এক জন শিষ্য ছিলেন। প্রভু তাঁহাকে দর্শনযোগে কহিলেন, অননিয়। তিনি বলিলেন, প্রভু, দেখুন, এই আমি। তখন প্রভু তাঁহাকে কহিলেন, তুমি উঠিয়া সরল নামক পথে গিয়া যিহূদার বাটীতে তার্ষ নগরীয় শৌল নামক ব্যক্তির অন্বেষণ কর; কেননা দেখ, সে প্রার্থনা করিতেছে; আর সে দেখিয়াছে, অননিয় নামে এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার উপরে হস্তার্পণ করিতেছে, যেন সে দৃষ্টি পায়।

ঈশ্বর অননীয়কে বললেন

® রাস্তার নাম

® শৌলের নাম

® শৌলকে একটি দর্শন দেওয়া হয়েছিল

সেই দর্শনের বিষয়বস্তু ছিল জ্ঞানের এবং প্রজ্ঞার বাক্য। জ্ঞান ছিল বাস্তব বিষয়ে ধারনা। প্রজ্ঞার বাক্য হল অননিয়কে কী করতে হবে এবং কী ঘটবে তার প্রকাশ।

জ্ঞানের বাক্যের কার্যাবলী

আমরা কোন ব্যক্তি বা স্থানের চারপাশে আত্মার বিষয়ে অনুভব করতে পারি।

আমাদের অন্তরাত্মার কোনো কথা বা বাক্যাংশ শুনতে পারি। আমরা আমাদের নিজের শরীর বা অন্য কোন ব্যক্তির বিষয়ে কিছু বিষয় অনুভব করতে পারি।

আমরা যে জ্ঞানের বাক্যকে পেয়েছি, তার মানে এই নয় যে আমাদের অবিলম্বে এটির উপর কাজ করতে হবে। কখনো কখনো, আমরা কিভাবে এগিয়ে যাব তা জানার জন্য আমাদের জ্ঞানের বাক্যের জন্য অপেক্ষা করতে হয়। অন্য সময়ে জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার বাক্য একই সাথে কাজ করে এবং ঈশ্বরের উদ্দেশ্য অবিলম্বে পূর্ণ করতে সাহায্য করে।

কোন ব্যক্তির ভুল পরিস্থিতি, বা তার জীবনের পাপের সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য ঈশ্বর জ্ঞানের বাক্য ব্যবহার করে থাকেন। এই ধরনের বাক্য অবশ্যই প্রেমের সহিত, গোপনে, এবং সর্বদা জ্ঞানের বাক্যে পরিচালিত হওয়ার সময় প্রদান করা উচিত।

সাবধান!

পবিত্র আত্মা একজন ব্যক্তিকে অন্যের উপরে উন্নীত করার জন্য কখনও জ্ঞানের বাক্যকে দেন না। এমন সব “জ্ঞানের বাক্য থেকে সাবধান থাকুন" যা নিজের প্রতি মনোযোগ আনতে বা একটি নির্দিষ্ট কিছু স্বার্থজনিত গড়ে তোলার প্রবণতা রাখে। ঈশ্বর কখনই "গোপনে" চুক্তি করেন না।

যীশু তার নিজের থেকে কখনও কিছু করেননি। তিনি সর্বদা তাঁর আত্মাকে স্বর্গে সংযুক্ত করেছিলেন। যখন তিনি পিতাকে কিছু করতে বা বলতে দেখতেন, তখন তিনি সেই জ্ঞানের বাণী বা প্রজ্ঞার বাণীতে কাজ করতেন।

যোহন ৫:১৯ অতএব যীশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, পুত্র আপনা হইতে কিছুই করিতে পারেন না, কেবল পিতাকে যাহা করিতে দেখেন, তাহাই করেন; কেননা তিনি যাহা যাহা করেন, পুত্রও সেই সকল তদ্রূপ করেন।

যে কোনো "প্রত্যাদেশ উপহার" যা বাইবেলের ঘটনার সাথে তথ্যকে যোগ করে তা খুবই সন্দেহজনক। জ্ঞানের বাক্য সর্বদা ঈশ্বরের বাক্যকে প্রতিফলিত করে, পবিত্র আত্মা বাক্যের রচয়িতা, তিনি যা লিখেছেন তা কখনও পরিবর্তন হয় না।

যে কোনো "তথ্য" যা পরিত্রাণ বা ঈশ্বরত্বের জ্ঞানকে পরিবর্তন বা যোগ করতে পারে যা ঈশ্বরের কাছ থেকে নয়, তা অবশ্যই আমাদের প্রত্যাখ্যান করা উচিত।

যদি ঈশ্বরের আত্মা কোন প্রার্থনা সভা চলাকালীন চিন্তা বা পরিচর্যার একটি নির্দিষ্ট দিকে স্থানান্তরিত হয়, তাহলে সত্য জ্ঞানের বাক্য কখনই অন্য দিকে পরিচালিত হয় না। ঈশ্বর চান আপনি যেন প্রত্যাদেশ উপহারগুলীর দ্বারা পরিচালিত হন। তবে এটিকে অবশ্যই প্রতিটি নির্দিষ্ট সমাবেশের প্রবাহ, অভিষেক এবং সময়ের সাথে মানানসই হতে হবে।

আমাদের ঈশ্বরের সময় এবং তাঁর আদেশ অনুযায়ী পবিত্র আত্মার নির্দেশ পালন করা উচিত। ঈশ্বর কখনই বিভ্রান্তি পছন্দ করেন না।

পুরাতন নিয়মে জ্ঞানের বাক্যের উদাহরণ

অহিয়কে প্রতারণার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল

অহিয় ভাববাদীকে ঈশ্বরের দ্বারা একটি প্রতারণার বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছিল যা তার বিরুদ্ধে আসতে চলেছিল।

১রাজাবলী ১৪:২-৬ তাহাতে যারবিয়াম আপন স্ত্রীকে কহিলেন, বিনয় করি, উঠ, ছদ্মবেশ ধারণ কর, তুমি যে যারবিয়ামের স্ত্রী, ইহা যেন টের পাওয়া না যায়; তুমি শীলোতে যাও; দেখ, সেখানে অহিয় ভাববাদী আছেন, তিনিই আমার বিষয় বলিয়াছিলেন যে, আমি এই জাতির উপরে রাজা হইব। তুমি দশখানা রুটী, কতকগুলি তিলুয়া ও এক ভাঁড় মধু সঙ্গে লইয়া তাঁহার কাছে যাও; বালকটীর কি হইবে, তাহা তিনি তোমাকে জানাইবেন।

যারবিয়ামের স্ত্রী সেইরূপ করিলেন, তিনি উঠিয়া শীলোতে গিয়া অহিয়ের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ঐ সময়ে অহিয় দেখিতে পাইতেন না, কেননা বৃদ্ধ বয়স প্রযুক্ত তাঁহার চক্ষু ক্ষীণ হইয়াছিল। আর সদাপ্রভু অহিয়কে কহিলেন, দেখ, যারবিয়ামের স্ত্রী তোমার কাছে আপন পুত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিতেছে, কেননা বালকটী পীড়িত; তুমি তাহাকে অমুক অমুক কথা বলিবে; কেননা সে যখন আসিবে, তখন অপরিচিতার মত ভাণ করিবে।

পরে দ্বারে তাঁহার প্রবেশ সময়ে অহিয় তাঁহার পায়ের শব্দ শুনিবামাত্র কহিলেন, হে যারবিয়ামের ভার্য্যা, ভিতরে আইস; তুমি কেন অপরিচিতার মত ভাণ করিতেছ? আমি ভারী সংবাদ দিতে তোমার কাছে প্রেরিত হইলাম।

যখন প্রভু তাকে বলেছিলেন তখন জ্ঞানের বাক্য এবং প্রজ্ঞার বাক্য কার্যকর ছিলঃ

® তিনি কে ছিলেন - যারবিয়ামের স্ত্রী

® তিনি কেন এসেছিলেন - তাঁর ছেলের জন্য

® তিনি কি বললেন - যা তুমি বলবে

® তিনি কি করবে - অন্য কেউ হওয়ার

অহিয় তখন তার কাছে যারবিয়ামের রাজত্বের শেষ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। এই প্রতারণার বিষয়ে তার জ্ঞানের বাক্য তার ভবিষ্যদ্বাণীকে আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছিল।

এলিয় উৎসাহিত হয়েছিল

ভাববাদী এলিয় করমিল পর্বতে ঈশ্বরের আগুনকে নামানোর পর, ঈষেবল তাঁকে মেরে ফেলার হুমকি দিলেন। তখন এলিয় পালিয়ে গেল এবং তারপরে হতাশার সহিত তিনি ঈশ্বরের কাছে আর্তনাদ করেছিলেন।

® আমার প্রাণ লও,

১রাজাবলী ১৯:৪, ১৪ কিন্তু তিনি আপনি এক দিনের পথ প্রান্তরে অগ্রসর হইয়া এক রোতম বৃক্ষের কাছে গিয়া তাহার তলে বসিলেন, এবং আপনার মৃত্যু প্রার্থনা করিলেন; কহিলেন, এই যথেষ্ট; হে সদাপ্রভু, এখন আমার প্রাণ লও, কেননা আপন পিতৃপুরুষদের হইতে আমি উত্তম নহি।

® কেবল একা আমিই অবশিষ্ট রহিলাম

তিনি কহিলেন, আমি বাহিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রভুর পক্ষে অতিশয় উদ্যোগী হইয়াছি; কেননা ইস্রায়েল-সন্তানগণ তোমার নিয়ম ত্যাগ করিয়াছে, তোমার যজ্ঞবেদি সকল উৎপাটন করিয়াছে, ও তোমার ভাববাদিগণকে খড়্গ দ্বারা বধ করিয়াছে; আর আমি, কেবল একা আমিই অবশিষ্ট রহিলাম; আর তাহারা আমার প্রাণ লইতে চেষ্টা করিতেছে।

® ঈশ্বরের ৭০০০ লোক

ঈশ্বর উত্তর দিলেন,

১রাজাবলী ১৯:১৮ কিন্তু ইস্রায়েলের মধ্যে আমি আপনার জন্য সাত সহস্র লোককে অবশিষ্ট রাখিব, সেই সকলের জানু বালের সম্মুখে পাতিত হয় নাই, ও সেই সকলের মুখ তাহাকে চুম্বন করে নাই।

গেহসি ধরা পড়ল

পুরাতন নিয়মে লিপিবদ্ধ অন্য যে কোন ব্যক্তির চেয়ে জ্ঞানের বাক্য এলিশার মাধ্যমে অনেক বেশি বার কাজ করেছিল।

নামান সুস্থ হওয়ার পর ইলিশাকে দুইবার পুরস্কৃত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু ইলিশা কোনো ধরনের অর্থ বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে অস্বীকার করেছিলেন।

® নামানের কাছে মিথ্যা বলেছিল

২রাজাবলী ৫:২০-২৭ তখন ঈশ্বরের লোক ইলীশায়ের চাকর গেহসি কহিল, দেখ, আমার প্রভু ঐ অরামীয় নামানকে অমনি ছাড়িয়া দিলেন, তাঁহার হস্ত হইতে তাঁহার আনীত দ্রব্য গ্রহণ করিলেন না; জীবন্ত সদাপ্রভুর দিব্য, আমি তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়িয়া গিয়া তাঁহার কাছে কিছু লইব। পরে গেহসি নামানের পশ্চাতে পশ্চাতে দৌড়িয়া গেল; তাহাতে নামান আপনার পশ্চাতে পশ্চাতে এক জনকে দৌড়িয়া আসিতে দেখিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থে রথ হইতে নামিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মঙ্গল ত? সে কহিল, মঙ্গল।

আমার প্রভু এই বলিয়া আমাকে পাঠাইলেন, দেখুন, এক্ষণে পর্ব্বতময় ইফ্রয়িম প্রদেশ হইতে শিষ্য-ভাববাদীদের মধ্যে দুই জন যুবক আসিল; বিনয় করি, তাহাদের জন্য এক তালন্ত রৌপ্য ও দুই যোড়া বস্ত্র দান করুন।

নামান কহিলেন, অনুগ্রহ করিয়া দুই তালন্ত লও। পরে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিয়া দুই থলীতে দুই তালন্ত রৌপ্য বাঁধিয়া দুই যোড়া বস্ত্রের সহিত আপনার দুই জন চাকরকে দিলে তাহারা উহার অগ্রে অগ্রে বহিতে লাগিল।

® তার চুরি করা দ্রব্য

পরে পাহাড়ে উপস্থিত হইলে সে তাহাদের হস্ত হইতে সেই সকল লইয়া গৃহ মধ্যে রাখিল, এবং সেই লোকদিগকে বিদায় করিলে তাহারা চলিয়া গেল।

® ইলীশার কাছে মিথ্যা

পরে আপনি ভিতরে গিয়া আপন প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইল। তখন ইলীশায় তাহাকে কহিলেন, গেহসি, তুমি কোথা হইতে আসিলে? সে কহিল, আপনার দাস কোন স্থানে যায় নাই।

গেহসির সমস্ত কর্ম ইলীশা জানতেন (জ্ঞানের বাক্যের পরিচালনার দ্বারা) । তিনি সেইসব দ্রব্যগুলি দেখেই সমস্ত ঘটনার বিবরন দিয়ে দিলেন।

® কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত

তখন তিনি তাহাকে কহিলেন, সেই ব্যক্তি যখন তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে রথ হইতে নামিলেন, তখন আমার মন কি যায় নাই? রৌপ্য লইবার এবং বস্ত্র, জিতবৃক্ষের উদ্যান ও দ্রাক্ষাক্ষেত্র, মেষ, গোরু ও দাস দাসী লইবার সময় কি এই? অতএব নামানের কুষ্ঠরোগ তোমাতে ও তোমার বংশে চিরকাল লাগিয়া থাকিবে। তাহাতে গেহসি হিমের ন্যায় শ্বেতকুষ্ঠগ্রস্ত হইয়া তাঁহার সম্মুখ হইতে প্রস্থান করিল।

শত্রুর পরিকল্পনার বিষয়ে সাবধানবানী

ইলীশায় ঈশ্বরের জ্ঞানের এতটাই পরিপূর্ণ ছিলেন, যখন সিরিয়ার রাজা তার রাজ্যের মধ্যে বিশ্বাসঘাতককে খুঁজতে শুরু করেছিলেন তখন তার দাস তাকে বলল, ভাববাদী ইলীশায় ইস্রায়েলের রাজাকে সেই কথাই বলেছেন যা আপনি আপনার শোবার ঘরে বলছেন!

২রাজাবলী ৬:৯-১২ তখন ঈশ্বরের লোক ইস্রায়েলের রাজার কাছে বলিয়া পাঠাইতেন, সাবধান, অমুক স্থান উপেক্ষা করিবেন না, কেননা সেখানে অরামীয়েরা নামিয়া আসিতেছে। তাহাতে ঈশ্বরের লোক যে স্থানের বিষয় বলিয়া তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতেন, সেই স্থানে ইস্রায়েলের রাজা সৈন্য পাঠাইয়া আপনাকে রক্ষা করিতেন; কেবল দুই এক বার নয়।

এই বিষয়ের জন্য অরামের রাজার হৃদয় উদ্বিগ্ন হইল, তিনি আপন দাসগণকে ডাকিয়া কহিলেন, আমাদের মধ্যে কে ইস্রায়েলের রাজার পক্ষীয়, তাহা কি তোমরা আমাকে বলিবে না?

তখন তাঁহার দাসদের মধ্যে এক জন কহিল, হে আমার প্রভু মহারাজ, কেহ নয়; কিন্তু আপনি আপন শয়নাগারে যে সকল কথা বলেন, সে সকল ইস্রায়েলস্থ ভাববাদী ইলীশায় ইস্রায়েলের রাজাকে জ্ঞাত করেন।

যীশুর জীবনে জ্ঞানের বাক্য

আমরা যখন যীশুর জীবন অধ্যয়ন করি তখন হয়ত মনে করে থাকি, “তিনি ঈশ্বর ছিলেন, তাই তিনি তা করতে পারতেন" কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট ঈশ্বর হিসেবে তার ক্ষমতাকে পাশে রেখে এই পৃথিবীতে আদমকে যেভাবে চলার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল সেইরুপ তিনি চলেছিলেন। তিনি আমাদের উদাহরণ। তিনি যা করেছেন তা আমাদেরও করতে হবে! তিনি এই পৃথিবীতে পবিত্র আত্মার শক্তিতে কাজ করেছিলেন তেমনি আজ বিশ্বাসীদেরকেও করতে হবে।

শমরীয় নারী

যীশু যখন কূপের ধারে মহিলার সাথে কথা বলছিলেন, তখন তিনি তার স্বামীদের বিষয়ে জ্ঞানের বাক্য পেয়েছিলেন। এই জ্ঞান যা তিনি প্রাকৃতিকভাবে জানতে পারেননি তাঁর দ্বারা সেই গ্রামের অনেকেই পরিত্রাণের পথে অগ্রসর হতে পেরেছিল। এটা লক্ষ্যনীয় যে, যদিও যীশু এমন কিছু জানতেন যা নিন্দনীয় বিষয়, কিন্তু তিনি নিন্দা করার জন্য সেই জ্ঞানকে ব্যবহার করেননি। প্রজ্ঞার বাক্যের মাধ্যমে, তিনি সেই মহিলাকে পরিত্রাণের পথে পরিচালিত করেছিলেন।

যোহন ৪:১৬-১৮, ৩৯-৪২ যীশু তাহাকে বলিলেন, যাও, তোমার স্বামীকে এখানে ডাকিয়া লইয়া আইস। স্ত্রীলোকটী উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিল, আমার স্বামী নাই।

® “তোমার পাঁচজন স্বামী ছিল”

যীশু তাহাকে বলিলেন, তুমি ভালই বলিয়াছ যে, আমার স্বামী নাই; কেননা তোমার পাঁচটী স্বামী হইয়া গিয়াছে, আর এখন তোমার যে আছে, সে তোমার স্বামী নয়; এ কথা সত্য বলিলে।

"আমি যা করেছি তা তিনি আমাকে বলেছিলেন।" মহিলার এই সাক্ষ্যের কারনে সেই শহরের অনেক শমরীয় লোকেরা যীশুর উপর বিশ্বাস করেছিল।

® ফলাফল - বহুলোক বিশ্বাস করেছিল

সেই নগরের শমরীয়েরা অনেকে সেই স্ত্রীলোকটী যে সাক্ষ্য দিয়াছিল, আমি যাহা কিছু করিয়াছি, তিনি আমাকে সকলই বলিয়া দিলেন, তাহার এই কথা প্রযুক্ত তাঁহাতে বিশ্বাস করিল। অতএব সেই শমরীয়েরা যখন তাঁহার নিকটে আসিল, তখন

তাঁহাকে বিনতি করিল, যেন তিনি তাহাদের কাছে অবস্থিতি করেন; তাহাতে তিনি দুই দিবস সেখানে অবস্থিতি করিলেন।

তখন আরও অনেক লোক তাঁহার বাক্য প্রযুক্ত বিশ্বাস করিল; আর তাহারা সেই স্ত্রীলোককে কহিল, এখন যে আমরা বিশ্বাস করিতেছি, সে আর তোমার কথা প্রযুক্ত নয়, কেননা আমরা আপনারা শুনিয়াছি ও জানিতে পারিয়াছি যে, ইনি সত্যই জগতের ত্রাণকর্ত্তা।

অন্ধ ব্যক্তি

যীশু জানতেন, যে লোকটির অন্ধত্বের কারণ লোকটির নিজস্ব পাপ বা তার পিতার পাপ নয়। স্বাভাবিকভাবে কেউ কখনই এটি জানতে পারেন না। এটি শুধুমাত্র জ্ঞানের বাক্যের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছিল।

যোহন ৯:৩ যীশু উত্তর করিলেন, পাপ এ করিয়াছে, কিম্বা ইহার পিতামাতা করিয়াছে, তাহা নয়; কিন্তু এই ব্যক্তিতে ঈশ্বরের কার্য্য যেন প্রকাশিত হয়, তাই এমন হইয়াছে।

করপ্রদান করা

রোমীয়দের করপ্রদান করার সময় যীশু পিতরকে একটি মাছ ধরতে, তার মুখ খুলতে এবং তার মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় মুদ্রা বের করার নির্দেশ দেন। এটিও স্বাভাবিক জ্ঞান দ্বারা কখনই জানা যায় না।

মথি ১৭:২৭ তথাপি আমরা যেন উহাদের বিঘ্ন না জন্মাই, এই জন্য তুমি সমুদ্রে গিয়া বড়শী ফেল, তাহাতে প্রথমে যে মাছটী উঠিবে, সেইটী ধরিয়া তাহার মুখ খুলিলে একটী টাকা পাইবে; সেইটী লইয়া আমার এবং তোমার নিমিত্ত উহাদিগকে দেও।

নিস্তারপর্বের সময়

যীশু জানতেন যে, শিষ্যদের জলের পাত্র বহনকারী একজন ব্যক্তির সাথে দেখা হবে। এবং তারা তাকে বাড়িতে অনুসরণ করবে এবং এই বাড়িতে তাদের ব্যবহারের জন্য একটি উপরের কক্ষও থাকবে।

লুক ২২:১০-১২ তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন, দেখ, তোমরা নগরে প্রবেশ করিলে এমন এক ব্যক্তি তোমাদের সম্মুখে পড়িবে, যে ব্যক্তি এক কলশী জল লইয়া আসিতেছে; তোমরা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ, যে বাটীতে সে প্রবেশ করিবে, তথায় যাইবে। আর তোমরা বাটীর কর্ত্তাকে বলিবে, গুরু আপনাকে বলিতেছেন, যেখানে আমি আমার শিষ্যগণের সহিত নিস্তারপর্ব্বের ভোজ ভোজন করিতে পারি, সেই অতিথিশালা কোথায়? তাহাতে সে তোমাদিগকে সাজান একটী উপরের বড় কুঠরী দেখাইয়া দিবে; সেই স্থানে প্রস্তুত করিও।

কে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে

যীশু জানতেন কে তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে।

যোহন ১৩:২৬ যীশু উত্তর করিলেন, যাহার জন্য আমি রুটীখণ্ড ডুবাইব ও যাহাকে দিব, সেই। পরে তিনি রুটীখণ্ড ডুবাইয়া লইয়া ঈষ্করিয়োতীয় শিমোনের পুত্র যিহূদাকে দিলেন।

নতুন নিয়মে উদাহরন

কর্ণীলিয়

কর্ণীলিয় একটি দর্শনের মাধ্যমে নির্দেশ পেয়েছিলেন। সেটি হল তিনি পিতরকে ডাকবেন এবং তাঁকে কি করতে হবে পিতর তা বলে দেবেন।

প্রেরিত ১০:১-৬ কৈসরিয়াতে কর্ণীলিয় নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ইতালীয় নামক সৈন্যদলের এক জন শতপতি। তিনি ভক্ত ছিলেন, এবং সমস্ত পরিবারের সহিত ঈশ্বরকে ভয় করিতেন, তিনি লোকদিগকে বিস্তর দান করিতেন, এবং সর্ব্বদা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতেন। এক দিন বেলা অনুমান নবম ঘটিকার সময়ে তিনি দর্শনযোগে স্পষ্ট দেখিলেন যে, ঈশ্বরের এক দূত তাঁহার নিকটে ভিতরে আসিয়া বলিতেছেন, কর্ণীলিয়।

তখন তিনি তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া ভীত হইয়া কহিলেন, প্রভু, কি চান? দূত তাঁহাকে বলিলেন, তোমার প্রার্থনা ও তোমার দান সকল স্মরণীয়রূপে ঊর্দ্ধে ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। আর এখন তুমি যাফোতে লোক পাঠাইয়া শিমোন, যাহাকে পিতর বলে, তাহাকে ডাকাইয়া আন; সে শিমোন নামে এক জন চর্ম্মকারের বাটীতে অবস্থিতি করিতেছে, তাহার গৃহ সমুদ্রের ধারে।

জ্ঞানের বাক্য তাঁকে বললঃ

® লোকটির নাম শিমোন পিতর

® শিমোন নামে এক জন চর্ম্মকার

® তাহার গৃহ সমুদ্রের ধারে।

জ্ঞানের বাক্য বাস্তব তথ্য প্রদানে কার্যকর হয়েছিল, কিন্তু প্রজ্ঞার বাক্য, তাকে কী করতে হবে সেটি বলে দেওয়ার কার্য করেছিল।

পিতর

দর্শনের দ্বারা ঈশ্বরের অতিপ্রাকৃত হস্তক্ষেপ ছাড়া পিতর হয়ত কোন অযিহুদীদের বাড়িতে যেতেন না।

প্রেরিত ১০:১৭-১৯ পিতর সেই যে দর্শন পাইয়াছিলেন, তাহার কি অর্থ হইতে পারে, এ বিষয়ে মনে মনে চিন্তা করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে দেখ, কর্ণীলিয়ের প্রেরিত লোকেরা শিমোনের বাটীর অনুসন্ধান করিয়া ফটক দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইল, আর

ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শিমোন যাঁহাকে পিতর বলে, তিনি কি এখানে অবস্থিতি করেন?

® জ্ঞানের বাক্য

পিতর সেই দর্শনের বিষয় ভাবিতেছেন, এমন সময়ে আত্মা কহিলেন, দেখ, তিনটী লোক তোমার অন্বেষণ করিতেছে।

দর্শনটি দেখে পিতর অবাক হয়েছিলেন। কারন এটি তাঁর শিক্ষার বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু ঈশ্বর অবিলম্বে সেই লোকেদের আগমনের দ্বারা দর্শনটি নিশ্চিত করলেন। এই ঘটনার পরেই জ্ঞানের বাণী সমস্ত অযিহুদী বিশ্বকে যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচারের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

প্রেরিত ১০:৪৪ পিতর এই কথা কহিতেছেন, এমন সময়ে যত লোক বাক্য শুনিতেছিল, সকলের উপরে পবিত্র আত্মা পতিত হইলেন।

কর্ণীলিয়ের প্রার্থনার ফলে, ঈশ্বরীয় জ্ঞানের বাক্য এসেছিল।

পৌল

লুস্ত্রায়, পৌল এক নপুংসক ব্যক্তির বিশ্বাসকে দেখেছিলেন। এটি ছিল জ্ঞানের বাক্যের কাজ।

প্রেরিত ১৪:৮-১০ লুস্ত্রায় এক ব্যক্তি বসিয়া থাকিত, তাহার পায়ে বল ছিল না, সে মাতৃগর্ভ হইতে খঞ্জ, কখনও চলে নাই। সেই ব্যক্তি পৌলের কথা শুনিতেছিল; তিনি তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া, সুস্থ হইবার জন্য তাহার বিশ্বাস আছে দেখিয়া, উচ্চ রবে বলিলেন, তোমার পায়ে ভর দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াও; তাহাতে সে লাফ দিয়া উঠিল ও হাঁটিতে লাগিল।

পুনরালোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। জ্ঞানের বাক্য কি ধরনের জ্ঞান? অন্যান্য জ্ঞানের ক্ষেত্রের সহিত এর তুলনা করুন।

২। কিভাবে একটি ব্যক্তি জ্ঞানের বাক্যকে অর্জন করতে পারে?

৩। আপনার মাধ্যমে কার্যকারী জ্ঞানের বাক্যের বিষয়ে, নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি দৃষ্টান্ত দিন।

দশম অধ্যায়

প্রত্যাদেশ উপহার

প্রজ্ঞার বাক্য

১করিন্থীয় ১২:৮-১০ কারণ এক জনকে সেই আত্মা দ্বারা প্রজ্ঞার বাক্য দত্ত হয়, আর এক জনকে সেই আত্মানুসারে জ্ঞানের বাক্য, আর এক জনকে সেই আত্মাতে বিশ্বাস, আর এক জনকে সেই একই আত্মাতে আরোগ্য সাধনের নানা অনুগ্রহ-দান, আর এক জনকে পরাক্রম-কার্য্য-সাধক গুণ, আর এক জনকে ভাববাণী, আর এক জনকে আত্মাদিগকে চিনিয়া লইবার শক্তি, আর এক জনকে নানাবিধ ভাষা কহিবার শক্তি, এবং আর এক জনকে বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করিবার শক্তি দত্ত হয়।

পবিত্র আত্মার নয়টি উপহার

ক্যাঠিক অনুপ্রেরনা	প্রকাশিত	শক্তি
পরভাষা	আত্মার পার্থক্য করা	বিশ্বাসের উপহার
পরভাষার ব্যাখ্যা	জ্ঞানের বাক্য	আরোগ্যতার উপহার
ভাববানী	∑ **প্রজ্ঞার বাক্য**	আশ্চর্যজনক কাজ করার উপহার

প্রজ্ঞার বাক্য

সংজ্ঞা

প্রজ্ঞার বাক্যের উপহার হল পবিত্র আত্মার দ্বারা একটি অতিপ্রাকৃত উদ্ঘাটন, যা বিশ্বাসীকে প্রাকৃতিক বা অতিপ্রাকৃত জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে আত্মিক পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ঈশ্বরীয় জ্ঞানকে প্রদান করে। এটি আমাদের জীবন এবং পরিচর্যার জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্যকে প্রকাশ করে। এটি প্রকাশ করে যে ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কি অবিলম্বে, নাকি অল্প সময়ের মধ্যে নাকি নিকট বা দূর ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ হবে। এটি প্রকাশ করে যে একজন ব্যক্তি বা সমাবেশে কী করা উচিত এবং কীভাবে ঈশ্বরের ইচ্ছায় এগিয়ে যেতে হবে। প্রজ্ঞার বাক্য প্রায়শই জ্ঞানের বাক্যের সঙ্গে কাজ করে এবং প্রবাহিত হয়।

বিভিন্নরুপে আসে

প্রজ্ঞার বাক্য বিভিন্নরুপে আসতে পারেঃ

® অন্তরের রব থেকে

® দর্শনের মাধ্যমে

® স্বপ্নের মাধ্যমে

® পরভাষা এবং তার ব্যাখ্যা, বা ভাববাণীর উপহার দ্বারা পরিচালিত অন্যান্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে।

স্বাভাবিক প্রজ্ঞা নয়

প্রজ্ঞার বাক্য কোন স্বাভাবিক প্রজ্ঞার উপহার নয়। এটি একটি বাক্য, বা বাক্যাংশ, একটি অংশ কিন্তু সম্পূর্ণ অংশ নয়।

১করিন্থীয় ১৩:৯ কেননা আমরা কতক অংশে জানি, এবং কতক অংশে ভাববাণী বলি।

যখন প্রজ্ঞার বাক্য কার্য করতে শুরু করে, তখন ঈশ্বরীয় প্রজ্ঞার একটি অংশ বিশ্বাসীর সাথে ভাগ করে নেওয়া হয়। ঈশ্বর মনুষ্য আত্মার মাধ্যমে বিশ্বাসীর কাছে তাঁর পূর্বজ্ঞানের একটি সীমিত অংশকে প্রকাশ করে থাকেন। এটা প্রায়ই স্বাভাবিক চিন্তাকে ব্যাহত করে বিশ্বাসীদেরকে দ্রুত প্রদান করা হয়। মানুষের স্বাভাবিক চিন্তা ক্ষণিকের জন্য ঈশ্বরের চিন্তার সাথে মিশে যায়। এর ফলে, বিশ্বাসী হঠাৎ করে ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে এবং কীভাবে ঈশ্বরের নিখুঁত ইচ্ছায় এগিয়ে যেতে হবে তাঁর সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে।

এটি একটি প্রভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে আসবে, যা কোন কিছু করার আগে আমাদের কিভাবে তা করতে হবে বলে দেয়।

১করিন্থীয় ২:১১-১৩ কারণ মনুষ্যের বিষয়গুলি মনুষ্যদের মধ্যে কে জানে? কেবল মনুষ্যের অন্তরস্থ আত্মা জানে; তেমনি ঈশ্বরের বিষয়গুলি কেহ জানে না, কেবল ঈশ্বরের আত্মা জানেন। কিন্তু আমরা জগতের আত্মাকে পাই নাই, বরং ঈশ্বর হইতে নির্গত আত্মাকে পাইয়াছি, যেন ঈশ্বর অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাদিগকে যাহা যাহা দান করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারি।

আমরা সেই সকল বিষয়েরই কথা, মানুষিক শিক্ষানুরূপ জ্ঞানের বাক্য দ্বারা নয়, কিন্তু আত্মার শিক্ষানুরূপ বাক্য দ্বারা কহিতেছি; আত্মিক বিষয় আত্মিক বিষয়ের সহিত যোগ করিতেছি।

প্রজ্ঞার যাচ্ঞা করা

ঈশ্বর যখন বলেছেন যে, যদি তোমাদের কাহারও জ্ঞানের অভাব হয়, তবে সে তার কাছে যাচ্ঞা করুক; অর্থাৎ, তিনি প্রাকৃতিক রাজ্যে কার্যকারী হওয়ার জন্য ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার কথা বলছিলেন।

যাকোব ১:৫ যদি তোমাদের কাহারও জ্ঞানের অভাব হয়, তবে সে ঈশ্বরের কাছে যাচ্ঞা করুক; তিনি সকলকে অকাতরে দিয়া থাকেন, তিরস্কার করেন না; তাহাকে দত্ত হইবে।

প্রজ্ঞার অন্বেষণ করা

যখন আমরা পবিত্র আত্মাকে জ্ঞানের বাক্যের দ্বারা আমাদের জীবনের কাজ করার অনুমতি দিই, তখন আমরা প্রাকৃতিক রাজ্য থেকে আত্মিক রাজ্যে প্রবেশ পারি। নিজের এবং অপরের জন্য প্রার্থনা করার দ্বারা আমরা আত্মিক প্রজ্ঞাকে অর্জন করতে পারি যা আমাদের কীভাবে প্রার্থনা করতে হবে এবং কী বলতে হবে তা প্রকাশ করে।

বাক্যে সম্পৃক্ত হওয়া

প্রজ্ঞার বাক্য স্বভাবিক বা জাগতিক জ্ঞানের সাথে মেলানো উচিত নয়। হিতোপদেশ পুস্তকে নির্দেশিত প্রজ্ঞাকে অর্জন করার প্রচেষ্টা না করার অজুহাত এটি নয়।

হিতোপদেশ ২:১-৬ বৎস, তুমি যদি আমার কথা সকল গ্রহণ কর, যদি আমার আজ্ঞা সকল তোমার কাছে সঞ্চয় কর, যদি প্রজ্ঞার দিকে কর্ণপাত কর, যদি বুদ্ধিতে মনোনিবেশ কর; হাঁ, যদি সুবিবেচনাকে আহ্বান কর, যদি বুদ্ধির জন্য উচ্চৈঃস্বর কর; যদি রৌপ্যের ন্যায় তাহার অন্বেষণ কর, গুপ্ত ধনের ন্যায় তাহার অনুসন্ধান কর; তবে সদাপ্রভুর ভয় বুঝিতে পারিবে, ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে। কেননা সদাপ্রভুই প্রজ্ঞা দান করেন, তাঁহারই মুখ হইতে জ্ঞান ও বুদ্ধি নির্গত হয়।

যিহোশূয়কে দিনরাত বাক্যের উপর ধ্যান করতে বলা হয়েছিল। এটি করার মাধ্যমে আমরা বাক্যের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করতে পারি যা থেকে প্রজ্ঞার বাক্যের উপহারে আমরা পরিচালিত হতে পারি।

যিহুশিয় ১:৮ তোমার মুখ হইতে এই ব্যবস্থাপুস্তক বিচলিত না হউক; তন্মধ্যে যাহা যাহা লিখিত আছে, যত্নপূর্ব্বক সেই সকলের অনুযায়ী কর্ম্ম করণার্থে তুমি দিবারাত্র তাহা ধ্যান কর; কেননা তাহা করিলে তোমার শুভগতি হইবে ও তুমি বুদ্ধিপূর্ব্বক চলিবে।

উদ্দেশ্য

প্রজ্ঞার বাক্য সুরক্ষা এবং নির্দেশনার জন্য প্রদান করা হয়ে থাকে।

প্রজ্ঞার বাক্য আমাদের কাছে প্রকাশ করে যে কীভাবে জ্ঞানের বাক্যের মাধ্যমে প্রত্যাদেশ জ্ঞানকে প্রয়োগ করা যায় বা আত্মার মধ্যে পার্থক্য করা যায়। একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কীভাবে প্রার্থনা করতে হবে সেই বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টিও প্রদান করে। আমরা

যার জন্য প্রার্থনা করছি তাঁকে সাহায্য করার জন্য এটি আমাদের "চাবিকাঠি" হতে পারে।

বিশ্বাসীরা আত্মায় নতুন, সতেজ, সৃজনশীল বাক্য বা বাক্যাংশকে শুনতে পায়। এই বাক্যগুলোই মনের মধ্যে গেঁথে যাবার দ্বারা জাগতিক চিন্তাকে মনের মধ্যে প্রবেশ করতে বাঁধা দিয়ে থাকে। এটি পবিত্র আত্মার কাজ, যার দ্বারা তিনি বিশ্বাসীকে বিভিন্ন পরিস্থিতির জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। এটা যে কোন সময়, যে কোন জায়গায়, অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটতে পারে। এইভাবে আপনি জানতে পারেন যে এটি পবিত্র আত্মার কাজ। এটি অপ্রত্যাশিতভাবে ঘটে থাকে। বিভিন্ন পরিস্থিতির জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নে আমাদের সাহায্য করার জন্য এই প্রকাশগুলিকে সর্বদা আমাদের স্বাগত জানানো উচিত।

প্রজ্ঞার বাক্য গ্রহন

আত্মার সমস্ত উপহার বিশ্বাসের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়। যদি আমরা একটি নির্দিষ্ট উপহারে পরিচালিত না হই, তাহলে আমরা ঈশ্বরের কাছে যে কোন আত্মিক উপহার দ্বারা পরিচালিত হবার জন্য প্রার্থনা করতে পারি।

মথি ৭:৭, ৮, ১১ যাচ্ঞা কর, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ কর, পাইবে; দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। কেননা যে কেহ যাচ্ঞা করে, সে গ্রহণ করে; এবং যে অন্বেষণ করে, সে পায়; আর যে আঘাত করে, তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে।

অতএব তোমরা মন্দ হইয়াও যদি তোমাদের সন্তানদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিতে জান, তবে ইহা কত অধিক নিশ্চয় যে, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা, যাহারা তাঁহার কাছে যাচ্ঞা করে, তাহাদিগকে উত্তম উত্তম দ্রব্য দান করিবেন।

প্রজ্ঞার বাক্য গ্রহন করার পদক্ষেপঃ

® ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা এবং যাচ্ঞা করুন যেন আপনার জীবনে প্রজ্ঞার বাক্যের উপহার উদ্ভাসিত হতে পারে।

® বিশ্বাসে ঈশ্বরের কার্যের জন্য অপেক্ষা করুন।

® যে কোনো পরিচালনার দ্বারা কার্য করুন, তা আপনার কাছে যতই বোকা বলে মনে হোক না কেন।

® অনুমোদনের জন্য অপেক্ষা করুন।

জ্ঞানের বাক্য এবং প্রজ্ঞার বাক্যের মধ্যে তুলনা

জ্ঞানের বাক্য এবং প্রজ্ঞার বাক্যের মধ্যে পার্থক্য হল, জ্ঞানের বাক্য বর্তমান বা অতীতের ঘটনাগুলির সাথে সম্পর্কিত। প্রজ্ঞার বাক্য বোঝার সাথে সম্পর্কিত, যে কীভাবে সেই তথ্যগুলিকে নিয়ে ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুসারে কাজ করতে হবে।

যেহেতু জ্ঞানের বাক্য অতীত বা বর্তমানের ঘটনা নিয়ে কাজ করে থাকে, তাই এটির ভবিষ্যতের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। প্রজ্ঞার বাক্য ভবিষ্যত এবং অত্যাশ্চর্য জ্ঞানের দ্বারা কাজ করে যা ঈশ্বরের ইচ্ছা ঘটার আগে সেটিকে প্রকাশ করে দিয়ে থাকে।

উপহারগুলী একসাথে কার্যকারী হয়

যেহেতু করিন্থীয় পুস্তকে এগুলিকে আলাদাভাবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে তাই আমরা অধ্যায়নের উদ্দেশ্যে এই দুটি উপহারর বিষয়ে আলাদাভাবে অধ্যয়ন করব। তবে প্রায়শই তারা এত ঘনিষ্ঠভাবে একসাথে কাজ করে থাকে যে তাদের আলাদা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

® যোহন পাটমস দ্বীপে

যখন যোহনকে পাটমস দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়েছিল, তখন এশিয়ার মণ্ডলীর বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তাঁর কোন জ্ঞান ছিল না। ঈশ্বর তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং মণ্ডলীর বর্তমান অবস্থা সম্পকে তাঁকে বলেছিলেন তারপর তিনি সেই সাতটি মণ্ডলীকে পত্র লিখেছিলেন। এটি ছিল জ্ঞানের বাক্যের উপহারের পরিচালনা যেহেতু এটি তথ্যের উপর ভিত্তি করে কার্যকারী হয়েছিল। তারপর ঈশ্বর প্রতিটি মন্ডলীর ভবিষ্যত সম্পর্কে জ্ঞাত করালেন।এটি ছিল প্রজ্ঞার বাক্যের দ্বারা পরিচালিত হওয়া।

® অননীয়

অননীয়ের বিষয়ে আমরা নবম অধ্যায়ে আলোচনা করেছি কিভাবে ঈশ্বর তাকে শৌলের কাছে যেতে এবং তার উপর হাত রাখতে বলেছিলেন। তবে, যখন অননীয় শৌলের কাছে যেতে ভয় পাচ্ছিল, তখন ঈশ্বর তাঁকে শৌলকে তাঁর কাজের জন্য বেছে নেওয়া এবং ভবিষ্যতে শৌলের সাথে কি ঘটবে সেই বিষয়ে বলে তাকে আশ্বস্ত করেছিলেন। এটি ছিল প্রজ্ঞার বাক্যের দ্বারা পরিচালনা।

যীশু প্রজ্ঞার বাক্যের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন

যখন আমরা যীশুর জীবন নিয়ে অধ্যায়ন করছি তখন আমাদের এটি মনে রাখা দরকার যে যীশু তাঁর সমস্ত স্বর্গীয় গুণাবলীকে শূন্য করেছিলেন এবং পৃথিবীতে সম্পূর্ণ মনুষ্যরূপে পরিচালিত হয়েছিলেন।

কুয়োর ধারে মহিলাটি

যীশু জ্ঞানের বাক্যের দ্বারা বললেন যে কূপের মহিলাটির পাঁচটি স্বামী ছিল এবং সে অন্য একজন পুরুষের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত রয়েছে। স্বাভাবিকভাবে এই জ্ঞানের উপর কাজ করার পরিবর্তে, তিনি প্রজ্ঞার বাক্যের দ্বারা অতিপ্রাকৃত প্রকাশ করলেন। তাকে ব্যভিচারিণী বলা এবং তাকে আইন অনুসারে পাথর মারার কথা বলার পরিবর্তে, তিনি প্রজ্ঞার বাক্য অনুসারে কাজ করেছিলেন। (যোহন ৪:১৬-২৯) প্রজ্ঞার

বাক্যের দ্বারা কাজ করার মাধ্যমে, আমরাও আমাদের পরিচর্যায় অনেক বেশি কার্যকরী হতে পারব।

লাসার

যীশু যখন লাসারের অসুস্থতার কথা শুনেছিলেন, তিনি অবিলম্বে জানতেন যে এই মৃত্যু পুনরুত্থানের মাধ্যমে ঈশ্বরের গৌরব নিয়ে আসবে।

যোহন ১১:৪, ১৪, ১৭, ২৩ এ পীড়া মৃত্যুর জন্য হয় নাই, কিন্তু ঈশ্বরের গৌরবের নিমিত্ত, যেন ঈশ্বরের পুত্র ইহা দ্বারা গৌরবান্বিত হন।

অতএব যীশু তখন স্পষ্টরূপে তাঁহাদিগকে কহিলেন, "লাসার মরিয়াছে"

যীশু আসিয়া শুনিতে পাইলেন, লাসার তখন চারি দিন কবরে আছেন।

যীশু তাঁহাকে কহিলেন, "তোমার ভাই আবার উঠিবে"।

ধনী যুবক

ধনী যুবকটি যীশুর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল,

মথি ১৯:১৬খ, ১৭, ২১ হে গুরু, অনন্ত জীবন পাইবার জন্য আমি কিরূপ সৎকর্ম্ম করিব?

যীশু এই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর না দিয়ে, মূল সমস্যার বিষয়ে দৃষ্টিপাত করলেন।

তিনি তাহাকে কহিলেন, আমাকে সৎের বিষয় কেন জিজ্ঞাসা কর? সৎ এক জন মাত্র আছেন। কিন্তু তুমি যদি জীবনে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা কর, তবে আজ্ঞা সকল পালন কর।

এবং তারপর যীশু দশটি আদেশের মধ্যে ছয়টির বিষয়ে বললেন। তখন যুবকটি জোর দিয়ে বলেছিল যে সে তার যৌবন থেকেই এসব পালন করে চলেছে। এবং তখন যীশু উত্তর দিলেন,

যদি সিদ্ধ হইতে ইচ্ছা কর, তবে চলিয়া যাও, তোমার যাহা যাহা আছে, বিক্রয় কর, এবং দরিদ্রদিগকে দান কর, তাহাতে স্বর্গে ধন পাইবে; আর আইস, আমার পশ্চাদগামী হও।

যীশু কীভাবে জানতে পারলেন যে আসল সমস্যাটি এই ব্যক্তির সম্পত্তির প্রতি ভালবাসা এবং আসক্তির মধ্যে রয়েছে? প্রজ্ঞার বাক্যের মাধ্যমে তিনি জানতে পেরেছিলেন।

তিনি কীভাবে সমস্যার সমাধান করার সর্বোত্তম উপায় জানতেন? প্রজ্ঞার বাক্যের মাধ্যমে।

নিপীড়ন সম্পর্কে সতর্কতা

যীশু তাঁর শিষ্যদের আগত তাড়না সম্পর্কে সতর্ক করেছিলেন, কিন্তু সতর্কতার সাথে, তিনি তাদের অতিপ্রাকৃত প্রজ্ঞার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন।

লুক ২১:১২-১৫ কিন্তু এই সকল ঘটনার পূর্ব্বে লোকেরা তোমাদের উপরে হস্তক্ষেপ করিবে, তোমাদিগকে তাড়না করিবে, সমাজ-গৃহে ও কারাগারে সমর্পণ করিবে; আমার নামের নিমিত্ত তোমরা রাজাদের ও শাসনকর্ত্তাদের সম্মুখে নীত হইবে। সাক্ষ্যের জন্য এই সকল তোমাদের প্রতি ঘটিবে। অতএব মনে মনে স্থির করিও যে, কি উত্তর দিতে হইবে, তাহার নিমিত্ত অগ্রে চিন্তা করিবে না। কেননা আমি তোমাদিগকে এমন মুখ ও বিজ্ঞতা দিব যে, তোমাদের বিপক্ষেরা কেহ প্রতিরোধ করিতে কি উত্তর দিতে পারিবে না।

পুরাতন নিয়মে উদাহরণ

হিষ্কিয়

হিষ্কিয়ের আয়ু বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

২রাজাবলী ২০:১-৬ তৎকালে হিষ্কিয়ের সাংঘাতিক পীড়া হইয়াছিল। আর আমোসের পুত্র যিশাইয় ভাববাদী তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন, সদাপ্রভু এই কথা কহেন, তুমি আপন বাটীর ব্যবস্থা করিয়া রাখ, কেননা তোমার মৃত্যু হইবে, তুমি বাঁচিবে না।

তখন তিনি ভিত্তির দিকে মুখ ফিরাইয়া সদাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করিয়া কহিলেন, হে সদাপ্রভু, বিনয় করি, তুমি এখন স্মরণ কর, আমি তোমার সাক্ষাতে সত্যে ও একাগ্রচিত্তে চলিয়াছি, এবং তোমার দৃষ্টিতে যাহা ভাল, তাহাই করিয়াছি। আর হিষ্কিয় অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন।

যিশায়াহ বাহির হইয়া নগরের মধ্য স্থান পর্য্যন্ত যান নাই, এমন সময়ে তাঁহার নিকটে সদাপ্রভুর এই বাক্য উপস্থিত হইল, তুমি ফিরিয়া গিয়া আমার প্রজাদের অধ্যক্ষ হিষ্কিয়কে বল, তোমার পিতৃপুরুষ দায়ূদের ঈশ্বর সদাপ্রভু এই কথা কহেন, আমি তোমার প্রার্থনা শুনিলাম, আমি তোমার নেত্রজল দেখিলাম; দেখ, আমি তোমাকে সুস্থ করিব; তৃতীয় দিবসে তুমি সদাপ্রভুর গৃহে উঠিবে। আর আমি তোমার আয়ু পনের বৎসর বৃদ্ধি করিব; এবং অশূরের রাজার হস্ত হইতে তোমাকে ও এই নগরকে উদ্ধার করিব; আর আমি আপনার নিমিত্ত ও আপন দাস দায়ূদের নিমিত্ত এই নগরের ঢালস্বরূপ হইব।

আসন্ন বন্যা

নোহের কাছে আসন্ন মহাপ্লাবনের বিষয়ে উদ্ঘাটন মানব জাতি এবং পশুদের রক্ষা করেছিল।

আদিপুস্তক ৬:১২, ১৩ আর ঈশ্বর পৃথিবীতে দৃষ্টিপাত করিলেন, আর দেখ, সে ভ্রষ্ট হইয়াছে, কেননা পৃথিবীস্থ সমুদয় প্রাণী ভ্রষ্টাচারী হইয়াছিল।

তখন ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, আমার গোচরে সকল প্রাণীর অন্তিমকাল উপস্থিত, কেননা তাহাদের দ্বারা পৃথিবী দৌরাত্ম্যে পরিপূর্ণ হইয়াছে; আর দেখ, আমি পৃথিবীর সহিত তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব।

ঈশ্বরের চুক্তি

কখনও কখনও প্রজ্ঞার বাক্য নিঃশর্ত হয়। এর একটি উদাহরণ হল সেই চুক্তি যা ঈশ্বর নোহের সাথে করেছিলেন।

আদিপুস্তক ৯:১২-১৬ ঈশ্বর আরও কহিলেন, আমি তোমাদের সহিত ও তোমাদের সঙ্গী যাবতীয় প্রাণীর সহিত চিরস্থায়ী পুরুষপরম্পরার জন্য যে নিয়ম স্থির করিলাম, তাহার চিহ্ন এই। আমি মেঘে আপন ধনু স্থাপন করি, তাহাই পৃথিবীর সহিত আমার নিয়মের চিহ্ন হইবে। যখন আমি পৃথিবীর ঊর্দ্ধে মেঘের সঞ্চার করিব, তখন সেই ধনু মেঘে দৃষ্ট হইবে; তাহাতে তোমাদের সহিত ও মাংসময় সমস্ত প্রাণীর সহিত আমার যে নিয়ম আছে, তাহা আমার স্মরণ হইবে, এবং সকল প্রাণীর বিনাশার্থ জলপ্লাবন আর হইবে না। আর মেঘধনুক হইলে আমি তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিব; তাহাতে মাংসময় যত প্রাণী পৃথিবীতে আছে, তাহাদের সহিত ঈশ্বরের যে চিরস্থায়ী নিয়ম, তাহা আমি স্মরণ করিব।

লোটের প্রতি সাবধানবানী

কখনও কখনও প্রজ্ঞার বাক্য শর্তসাপেক্ষ হয়ে থাকে। এর একটি উদাহরণ হল। লোটকে সদোম ছেড়ে যাওয়ার জন্য সতর্ক করা হয়েছিল এবং তিনি সেটি মান্য করেছিল বলে তাঁর জীবন রক্ষা পেয়েছিল। অন্যরা যারা সতর্কবার্তায় কান দেয়নি, অবাধ্য হয়েছিল তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

আদিপুস্তক ১৯:১২-১৬ পরে সেই ব্যক্তিরা লোটকে কহিলেন, এই স্থানে তোমার আর কে কে আছে? তোমার জামাতা ও পুত্র কন্যা যত জন এই নগরে আছে, সে সকলকে এই স্থান হইতে লইয়া যাও। কেননা আমরা এই স্থান উচ্ছিন্ন করিব; কারণ সদাপ্রভুর সাক্ষাতে এই লোকদের বিপরীতে মহাক্রন্দন উঠিয়াছে, তাই সদাপ্রভু ইহা উচ্ছিন্ন করিতে আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।

তখন লোট বাহিরে গিয়া, যাহারা তাঁহার কন্যাদিগকে বিবাহ করিয়াছিল, আপনার সেই জামাতাদিগকে কহিলেন, উঠ, এ স্থান হইতে বাহির হও, কেননা সদাপ্রভু এই নগর উচ্ছিন্ন করিবেন। কিন্তু তাঁহার জামাতারা তাঁহাকে উপহাসকারী বলিয়া জ্ঞান করিল।

পরে প্রভাত হইলে সেই দূতেরা লোটকে সত্বর করিলেন, কহিলেন, উঠ, তোমার স্ত্রীকে ও এই যে কন্যা দুইটী এখানে আছে, ইহাদিগকে লইয়া যাও, পাছে তোমরা নগরের অপরাধে বিনষ্ট হও। কিন্তু তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন; তাহাতে তাঁহার প্রতি সদাপ্রভুর স্নেহ প্রযুক্ত সেই ব্যক্তিরা তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রীর ও কন্যা দুইটীর হস্ত ধরিয়া নগরের বাহিরে লইয়া রাখিলেন।

দানিয়েল

নবূখদ্‌নিৎসর একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তার আত্মা বিচলিত হয়ে পড়েছিল, কিন্তু তিনি স্বপ্নটি ভুলে গিয়েছিলেন। অতঃপর তিনি জ্ঞানী ব্যক্তিদের কাছে তার স্বপ্নের বর্ণনা ও ব্যাখ্যার করার জন্য বললেন। যদি তারা এটি করতে না পারে, তাহলে দেশের সমস্ত "জ্ঞানী ব্যক্তিদের" হত্যা করা হবে। এর মধ্যে দানিয়েলও ছিল। দানিয়েল এক রাতে একটি দর্শন পেয়েছিলেন যার দ্বারা স্বপ্ন এবং তার ব্যাখ্যা উভয়ই তিনি জানতে পারলেন।

দানিয়েল ২:১৯ তখন রাত্রিকালীন দর্শনে দানিয়েলের কাছে ঐ নিগূঢ় বিষয় প্রকাশিত হইল; তখন দানিয়েল স্বর্গের ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিলেন।

নতুন নিয়মে উদাহরন

আসন্ন দুর্ভিক্ষ

বিশ্বাসীদের আসন্ন দুর্ভিক্ষের সম্বন্ধে সাবধান করা হল এবং তাদের কাছে ত্রান প্রেরন করা হয়েছিল।

প্রেরিত ১১:২৮-৩০ তাঁহাদের মধ্যে আগাব নামে এক ব্যক্তি উঠিয়া আত্মার আবেশে জানাইলেন যে, সমুদয় পৃথিবীতে মহাদুর্ভিক্ষ হইবে; তাহা ক্লৌদিয়ের অধিকার সময়ে ঘটিল। তাহাতে শিষ্যেরা প্রতিজন স্ব-স্ব সঙ্গতি অনুসারে যিহূদিয়া-নিবাসী ভ্রাতৃগণের পরিচর্য্যার জন্য তাঁহাদের কাছে সাহায্য পাঠাইতে স্থির করিলেন; এবং সেই মত কার্য্যও করিলেন, বার্ণবার ও শৌলের হস্ত দ্বারা প্রাচীনবর্গের নিকটে অর্থ পাঠাইয়া দিলেন।

পৌলের কারাবন্দী

আগাব পৌলের কারাবন্দিত্বের বিষয়ে ভবিষ্যৎবাণী করেছিল।

প্রেরিত ২১:১০, ১১ সেই স্থানে আমরা অনেক দিন অবস্থিতি করিলে যিহূদিয়া হইতে আগাব নামে এক জন ভাববাদী উপস্থিত হইলেন। আর তিনি আমাদের নিকটে আসিয়া পৌলের কটিবন্ধন লইয়া আপনার হাত পা বাঁধিয়া কহিলেন, পবিত্র আত্মা এই কথা কহিতেছেন, যে ব্যক্তির এই কটিবন্ধন, তাহাকে যিহূদীরা যিরূশালেমে এইরূপে বাঁধিবে, এবং পরজাতীয়দের হস্তে সমর্পণ করিবে।

জাহাজ দুর্ঘটনা

ক্রিট দ্বীপে যাত্রা করিবার পূর্বে, পৌলকে জাহাজডুবি সম্বন্ধে সাবধান করা হয়েছিল। তিনি এই সাবধানবানী সবাইকে বলেছিলেন, কিন্তু তারা তা গ্রাহ্য করেনি ফলে তারা জাহাজডুবির কবলে পড়েছিল।

প্রেরিত ২৭:১০, ২১-২৬ মহাশয়েরা, আমি দেখিতেছি যে, এই যাত্রায় অনিষ্ট ও অনেক ক্ষতি হইবে, তাহা কেবল মালের ও জাহাজের, এমন নয়, আমাদের প্রাণেরও হইবে।

তারা এই প্রথম সাবধানবানীটি গ্রাহ্য করেননি।

তখন সকলে অনেক দিন অনাহারে থাকিলে পর পৌল তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া কহিলেন, হে মহাশয়েরা, আমার কথা গ্রাহ্য করিয়া ক্রীতী হইতে জাহাজ না ছাড়া, এই অনিষ্ট ও ক্ষতি হইতে না দেওয়া, আপনাদের উচিত ছিল। কিন্তু এক্ষণে আমার পরামর্শ এই, আপনারা সাহস করুন, কেননা আপনাদের কাহারও প্রাণের হানি হইবে না, কেবল জাহাজের হইবে। কারণ আমি যে ঈশ্বরের লোক এবং যাঁহার সেবা করি, তাঁহার এক দূত গত রাত্রিতে আমার নিকটে দাঁড়াইয়া কহিলেন, পৌল, ভয় করিও না, কৈসরের সম্মুখে তোমাকে দাঁড়াইতে হইবে। আর দেখ, যাহারা তোমার সঙ্গে যাইতেছে, ঈশ্বর তাহাদের সকলকেই তোমায় দান করিয়াছেন। অতএব মহাশয়েরা সাহস করুন, কেননা ঈশ্বরে আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, আমার নিকটে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপই ঘটিবে। কিন্তু কোন দ্বীপে গিয়া আমাদিগকে পড়িতে হইবে।

পৌল এই কথাগুলি প্রজ্ঞার বাক্যের দ্বারা দেওয়ার পর কিছুজন তাঁর বাধ্য হয়েছিল।

প্রেরিত ২৭:৩০, ৩১, ৪৪ আর মাল্লারা জাহাজ হইতে পলায়ন করিবার চেষ্টা করিতেছিল, এবং গলহীর কিঞ্চিৎ অগ্রে লঙ্গর ফেলিবার ছল করিয়া নৌকাখানি সমুদ্রে নামাইয়া দিয়াছিল, এই জন্য পৌল শতপতিকে ও সেনাদিগকে কহিলেন, উহারা জাহাজে না থাকিলে আপনারা রক্ষা পাইতে পারিবেন না।

আর অবশিষ্ট সকলে তক্তা কিম্বা জাহাজের যাহা পায়, তাহা ধরিয়া ডাঙ্গায় উঠুক। এইরূপে সকলে ডাঙ্গায় উঠিয়া রক্ষা পাইল।

বিশেষ সেবাকার্যের জন্য আলাদা করা

অননীয়কে শৌলের কাছে প্রেরন করা হল

ঈশ্বর অননীয়কে পৌলের কাছে গিয়ে তাঁর উপর হাত রেখে প্রার্থনা করতে বললেন যাতে সে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায় এবং সেই মুহূর্ত থেকে সে পৌল হয়ে গেল এবং অযিহুদীদের কাছে পরিত্রানের সংবাদ দেওয়ার জন্য মনোনীত হলেন।

প্রেরিত ৯:১১-১৫ প্রভু তাঁহাকে দর্শনযোগে কহিলেন, অননিয়। তিনি বলিলেন, প্রভু, দেখুন, এই আমি। তখন প্রভু তাঁহাকে কহিলেন, তুমি উঠিয়া সরল নামক পথে গিয়া যিহূদার বাটীতে তার্ষ নগরীয় শৌল নামক ব্যক্তির অন্বেষণ কর; কেননা দেখ, সে প্রার্থনা করিতেছে; আর সে দেখিয়াছে, অননিয় নামে এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার উপরে হস্তার্পণ করিতেছে, যেন সে দৃষ্টি পায়।

অননিয় উত্তর করিলেন, প্রভু, আমি অনেকের কাছে এই ব্যক্তির বিষয় শুনিয়াছি, সে যিরূশালেমে তোমার পবিত্রগণের প্রতি কত উপদ্রব করিয়াছে; এই স্থানেও, যত লোক তোমার নামে ডাকে, সেই সকলকে বন্ধন করিবার ক্ষমতা সে প্রধান যাজকদের নিকটে পাইয়াছে।

কিন্তু প্রভু তাঁহাকে কহিলেন, তুমি যাও, কেননা জাতিগণের ও রাজগণের এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণের নিকটে আমার নাম বহনার্থে সে আমার মনোনীত পাত্র।

শৌল এবং বার্ণবা

পবিত্র আত্মার নির্দেশে শৌল এবং বার্ণবাকে বিশেষ কার্যের জন্য আলাদা করা হয়েছিল।

প্রেরিত ১৩:১-৪ তখন আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলীতে বার্ণবা, শিমোন, যাঁহাকে নীগের বলে, কুরীণীয় লুকিয়, হেরোদ রাজার সহপালিত মনহেম, এবং শৌল নামে কয়েক জন ভাববাদী ও শিক্ষক ছিলেন। তাঁহারা প্রভুর সেবা ও উপবাস করিতেছিলেন, এমন সময়ে পবিত্র আত্মা কহিলেন, আমি বার্ণবা ও শৌলকে যে কার্য্যে আহ্বান করিয়াছি, সেই কার্য্যের নিমিত্ত আমার জন্য এখন তাহাদিগকে পৃথক্ করিয়া দেও।

তখন তাঁহারা উপবাস ও প্রার্থনা এবং তাঁহাদের উপরে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। এইরূপে তাঁহারা পবিত্র আত্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সিলূকিয়াতে গেলেন, এবং তথা হইতে জাহাজ খুলিয়া কুপ্রে গমন করিলেন।

প্রেরিত যোহন

প্রেরিত যোহন প্রভুর দিনে আত্মায় আবিষ্ট হয়েছিলেন, এবং তাঁর সামনে সমস্ত প্রকাশিত পুস্তকটি আলোকিত হয়েছিল।

প্রকাশিত বাক্য ১:১০ আমি প্রভুর দিনে আত্মাবিষ্ট হইলাম, এবং আমার পশ্চাৎ তূরীধ্বনিবৎ এক মহারব শুনিলাম।

৪:২ আমি তখনই আত্মাবিষ্ট হইলাম; আর দেখ, স্বর্গে এক সিংহাসন স্থাপিত, সেই সিংহাসনের উপরে এক ব্যক্তি বসিয়া আছেন।

১৭:৩ পরে তিনি আত্মাতে আমাকে প্রান্তর মধ্যে লইয়া গেলেন; তাহাতে আমি এক নারীকে দেখিলাম, সে সিন্দূরবর্ণ পশুর উপরে বসিয়া আছে; সেই পশু ধর্ম্মনিন্দার নামে পরিপূর্ণ, এবং তাহার সপ্ত মস্তক ও দশ শৃঙ্গ।

২১:১০ পরে "তিনি আত্মাতে আমাকে এক উচ্চ মহাপর্ব্বতে লইয়া গিয়া" পবিত্র নগরী যিরূশালেমকে দেখাইলেন, সে স্বর্গ হইতে, ঈশ্বরের নিকট হইতে, নামিয়া আসিতেছিল।

সাতটি মণ্ডলীর সম্পর্কে তথ্য জানার পর, তিনি জ্ঞানের বাক্যে কার্য করতে শুরু করেছিলেন।

তিনি যখন আসন্ন বিষয়গুলী জানতেন, তখন তিনি প্রজ্ঞার বাক্যে কাজ করেছিলেন।

পুনরালোচনের জন্য প্রশ্নাবলী

১। প্রজ্ঞার বাণী কী তা নিজের ভাষায় লিখুন।

২। যীশুর জ্ঞানের বাক্য এবং প্রজ্ঞার বাক্যে কাজ করার একটি উদাহরণ দিন।

৩। জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার বাক্য কিভাবে একসাথে কাজ করে? আপনার নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে একটি উদাহরণ দিন।

একাদশ অধ্যায়
বিশ্বাসের উপহারের ক্ষমতা

১করিন্থীয় ১২:৯-১১ আর এক জনকে সেই আত্মাতে বিশ্বাস, আর এক জনকে সেই একই আত্মাতে আরোগ্য সাধনের নানা অনুগ্রহ-দান, আর এক জনকে পরাক্রম-কার্য্য-সাধক গুণ, আর এক জনকে ভাববাণী, আর এক জনকে আত্মাদিগকে চিনিয়া লইবার শক্তি, আর এক জনকে নানাবিধ ভাষা কহিবার শক্তি, এবং আর এক জনকে বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করিবার শক্তি দত্ত হয়; কিন্তু এই সকল কর্ম্ম সেই একমাত্র আত্মা সাধন করেন; তিনি সবিশেষ বিভাগ করিয়া যাহাকে যাহা দিতে বাসনা করেন, তাহাকে তাহা দেন।

পবিত্র আত্মার নয়টি উপহার

ক্যাঠিক অনুপ্রেরনা	প্রকাশিত	শক্তি
পরভাষা	আত্মার পার্থক্য করা	∑ **বিশ্বাসের উপহার**
পরভাষার ব্যাখ্যা	জ্ঞানের বাক্য	আরোগ্যতার উপহার
ভাববানী	প্রজ্ঞার বাক্য	আশ্চর্যজনক কাজ করার উপহার

বিশ্বাস, আশ্চর্যকার্য, আরোগ্যতার উপহার

ভূমিকা

কাঠ্যীক অনুপ্রেরণার তিনটি উপহার রয়েছে - পরভাষা, তার ব্যাখ্যা এবং ভাববাণী। এই উপহার আমাদের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রকাশ।

প্রকাশনের তিনটি উপহার রয়েছে - আত্মা, জ্ঞানের বাক্য এবং প্রজ্ঞার বাক্যের মধ্যে পার্থক্য করা। এই উপহারগুলি হল প্রাকৃতিক জগতের বা আত্মা রাজ্যের সম্পর্কে ঈশ্বরের প্রকাশ যা আমাদের কাছে প্রকাশ করে।

অবশেষে, শক্তির তিনটি উপহার রয়েছে - বিশ্বাসের উপহার, অলৌকিক কাজ এবং আরোগ্যতার উপহার। শক্তি উপহার দ্বারা ঈশ্বর তার অত্যাশ্চর্য বিশ্বাস বা শক্তি আমাদের মাধ্যমে প্রবাহিত করেন। তিনটি শক্তি উপহার হল, বিশ্বাসের উপহার, আরোগ্যতার উপহার এবং অলৌকিক কাজ।

ঈশ্বর এই বিশ্বের মানুষের সাথে কথা বলতে চান। বেশিরভাগ সময় তিনি তাঁর বিশ্বাসীদের মাধ্যমে কথা বলে থাকেন। ঈশ্বর এই বিশ্বে অনেক কিছু প্রকাশ করতে

চান। আর, তিনি বিশ্বাসীদের মাধ্যমে এটি করতে চান। ঈশ্বর এই প্রজন্মের মানুষের কাছে পৌঁছাতে চান, কিন্তু তিনি তাঁর লোকেদের মাধ্যমেই কার্য করে থাকেন।

সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য

প্রত্যেক আত্মিক উপহারগুলি নয়টি আলাদারকমভাবে খ্রীষ্টের দেহের দ্বারা কার্যকারী হয়ে থাকে।

একটি বা সমস্ত উপহার

অতীতে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে প্রতিটি বিশ্বাসীকে একটি অথবা কমপক্ষে দুটি উপহারে পরিচালিত হতে হবে। এই শিক্ষাকে গ্রহণ করার জন্য, আমাদের অবশ্যই নিজেদেরকে একটি প্রশ্ন করতে হবে, "কেন পবিত্র আত্মা একটি উদ্ঘাটন উপহারের মাধ্যমে ক্যানসারের একটি শয়তানী আত্মার উপস্থিতিকে প্রকাশ করবেন কিন্তু সেই আত্মাকে বার করার জন্য কেন শক্তির উপহারকে ব্যবহার করছে না?"

আমাদের দ্বারা সীমিত

আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার উপহারের পরিচালনা শুধুমাত্র নিজেদের দ্বারাই সীমাবদ্ধ। আমরা কি ঈশ্বরকে আমাদের মধ্যে দিয়ে কার্য করতে দিতে ইচ্ছুক রয়েছি? আমরা তাকে কতটা সময় দিতে ইচ্ছুক? আমরা তাঁর ব্যবহারের জন্য তাঁর কাছে যে পাত্রটি উপস্থাপন করি সেটি কতটা পরিষ্কার?

১করিন্থীয় ১২:৪ অনুগ্রহ দান নানা প্রকার, কিন্তু আত্মা এক; এবং পরিচর্য্যা নানা প্রকার, কিন্তু প্রভু এক; এবং ক্রিয়াসাধক গুণ নানা প্রকার, কিন্তু ঈশ্বর এক; তিনি সকলেতে সকল ক্রিয়ার সাধনকর্ত্তা।

উপহারগুলী একসঙ্গে পরিচালিত হয়

যেমন আমরা আগে অধ্যয়ন করেছি, প্রতিটি শ্রেণীর উপহার একসাথে কাজ করে। পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহণ করার দ্বারা আমাদের পরভাষায় কথা বলতে হবে। এটি আমাদেরকে প্রথম উপহারে কাজ করার জন্য সুসজিত করে তোলে। তারপর আমাদের পরভাষার ব্যাখ্যা করার উপহারের জন্য প্রার্থনা করতে হবে এটি হল দ্বিতীয় উপহার। তারপর আমরা ভাববানীর উপহারের জন্য প্রার্থনা করব, এটি হল তৃতীয় উপহার।

তারপর আমরা উপহারের দ্বিতীয় শ্রেণীর দিকে চলে যাই, সেটি হল প্রত্যাদেশ উপহার। এগুলোর মাধ্যমে ঈশ্বর আমাদের কাছে অনেক কিছু প্রকাশ করে থাকেন। প্রত্যাদেশ জ্ঞানের উপহার আমাদের বা আমাদের চারপাশের মানুষের জীবনের সাথে সম্পর্কিত রয়েছে। তারপরে আমরা সেই শক্তির উপহারগুলিতে চলে যাই যা সেই চাহিদাগুলি পূরণ করার জন্য ঈশ্বরের শক্তিকে প্রবাহিত করে থাকে।

বিশ্বাসের উপহার

সংজ্ঞা

বিশ্বাসের উপহার হল একটি নির্দিষ্ট সময় এবং উদ্দেশ্যের জন্য একটি অতিপ্রাকৃত বিশ্বাস। সেই নির্দিষ্ট সময়ে, যে কোন পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করার ক্ষমতার উপহার।

অবিলম্বে বা নিকট ভবিষ্যতে কোন নির্দিষ্ট কাজের জন্য বিশ্বাসের উপহার দেওয়া হয়ে থাকে। সেই কাজটি কিভাবে করতে হবে প্রজ্ঞার বানী আমাদের তা বলে দেয়, এটি ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী সাহসিকতার সাথে কাজটি সম্পাদন করার জন্য বিশ্বাসের উপহারকে সঞ্চারিত করে থাকে।

কিভাবে গৃহীত হয়

বিশ্বাসের উপহার প্রত্যাদেশ উপহারের পরিচালনার দ্বারা প্রাপ্ত হয়। প্রজ্ঞার বাক্যের উপহারে ঈশ্বরের শক্তিকে প্রদর্শন করার দ্বারা অত্যাশ্চর্য বিশ্বাস বিশ্বাসীদের মধ্যে আসে এবং সেটি প্রাপ্ত উদঘাটনের উপর সাহসের সাথে কার্য করতে পরিচালিত করে।

কিভাবে অভিব্যক্ত হয়

প্রায়শই বিশ্বাসের ঐশ্বরিক উপহার, শক্তির উপহারের পরিচালনার সহিত জড়িত থাকে। এটি একটি শক্তিশালী আদেশমূলক বাক্যের দ্বারা প্রকাশিত হতে পারে যেমন যীশু ঝড়কে বলেছিলেন, "শান্তি, শান্ত হও!" বা যেমন তিনি বলেছিলেন, "লাসার বেরিয়ে আস!"

প্রজ্ঞার বাক্যের মাধ্যমে ঈশ্বরের ইচ্ছার বিষয়ে জানার পর, সেই কাজটি সম্পূর্ণ করতে বিশ্বাসের উপহার বিশ্বাসীর মধ্যে কার্য করে থাকে। প্রজ্ঞার বাক্যের দ্বারা যখন কাজটি সম্পন্ন করার পরিকল্পনা প্রকাশ পায় তখন এই অসাধারন বিশ্বাসকে অনুভব করা যায়। এটি বিশ্বাসীকে ঈশ্বর হতে প্রাপ্ত কার্যকে সাহসের সাথে করার জন্য অনুপ্রেরিত করে।

এটি বিশ্বাসীর জীবনের এমন একটি সময় যখন সে বিশ্বাস করার প্রচেষ্টা করে না। সে জানে ঈশ্বরের বাক্য কী বলে, ঈশ্বরের ইচ্ছা কী, এবং তার কাছে ঈশ্বরের অত্যাশ্চর্য শক্তি রয়েছে যার দ্বারা সে সমস্ত সমস্যাকে সমাধান করতে পারে।

যখন বিশ্বাসের দান উপস্থিত হয় তখন উচ্চারিত বাক্যগুলি সরাসরি পবিত্র আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় এবং ঈশ্বর কর্তৃক বলার স্বরূপের কর্তৃত্ব থাকে। বিশ্বাসের উপহারের ফলগুলি, কার্যকর অত্যাশ্চর্য কাজ বা আরোগ্যতার উপহার হতে পারে।

বিশ্বাসের উপহারের প্রতিক্রিয়া

বিশ্বাসের উপহারের বিভিন্ন ধরনের ফলাফল হতে পারে।

® এটি ঈশ্বরের গৌরব নিয়ে আসে

® এটি অন্যদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাসকে বৃদ্ধি করে।

® এটি আশ্চর্য এবং ভয়কে নিয়ে আসে।

মনুষ্যের বিষয়ের সাথে জড়িত হবার দ্বারা জীবন্ত ঈশ্বরের বাস্তবতা প্রদর্শিত হয়ে থাকে।

চার প্রকারের বিশ্বাস

উদ্ধারের বিশ্বাস

যে বিশ্বাসের দ্বারা আমরা যীশুকে আমাদের ত্রাণকর্তা হিসাবে গ্রহণ করি তা ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত একটি উপহার যা ঈশ্বরের বাক্য শোনার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে আসে।

ইফিষীয় ২:৮ যাহা তিনি সমস্ত জ্ঞানে ও বুদ্ধিতে আমাদের প্রতি উপচিয়া পড়িতে দিয়াছেন।

বিশ্বাসের ফল

আত্মার ফলগুলির মধ্যে একটি হল বিশ্বস্ততা। এটি একজন খ্রীষ্ট বিশ্বাসীর জীবনকে আধ্যাত্মিক চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করে।

গালাতীয় ৫:২২, ২৩ কিন্তু আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, মাধুর্য্য, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, মৃদুতা, ইন্দ্রিয়দমন; এই প্রকার গুণের বিরুদ্ধ ব্যবস্থা নাই।

সাধারণ বিশ্বাস

একটি সাধারণ, প্রাত্যহিক বিশ্বাস রয়েছে যা ঈশ্বর এবং তাঁর বাক্যকে জানা এবং বিশ্বাস করার মাধ্যমে আসে। এটি ঈশ্বরের বাক্যের প্রতি বিশ্বাস। যখনই আমরা প্রার্থনা করি এবং সেই প্রার্থনার উত্তর পাই তখনই এই বিশ্বাস আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

মার্ক ১১:২৪ এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্ঞা কর, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে।

বিশ্বাসের উপহার

বিশ্বাসের উপহার হল একটি নির্দিষ্ট সময় এবং উদ্দেশ্যের জন্য এক অত্যাশ্চর্য বিশ্বাস।

যীশুর সেবাকার্যের মধ্যে বিশ্বাসের উপহারের উদাহরন

পুনরুত্থানের বিশ্বাস

যীশু প্রায়শই এই উপহারের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন। নিচে সেই কয়েকটির উদাহরণ দেওয়া হল।

® মৃত ব্যক্তি জীবিত হল

লুক ৭:১২-১৫ যখন তিনি নগর-দ্বারের নিকটবর্ত্তী হইলেন, দেখ, লোকেরা একটী মরা মানুষকে বহন করিয়া বাহিরে লইয়া যাইতেছিল; সে আপন মাতার একমাত্র পুত্র, এবং সেই মাতা বিধবা; আর নগরের অনেক লোক তাহার সঙ্গে ছিল। তাহাকে দেখিয়া প্রভু তাহার প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন, এবং তাহাকে কহিলেন, কাঁদিও না। পরে নিকটে গিয়া খাট স্পর্শ করিলেন; আর বাহকেরা দাঁড়াইল। তিনি কহিলেন, হে যুবক, তোমাকে বলিতেছি, উঠ। তাহাতে সেই মরা মানুষটী উঠিয়া বসিল, এবং কথা কহিতে লাগিল; পরে তিনি তাহাকে তাহার মাতার হস্তে সমর্পণ করিলেন।

® লাসার

যীশুকে যখন লাসারের অসুস্থতা সম্পর্কে বলা হয়েছিল, তিনি জানতেন যে লাসারের মৃত্যু এবং পুনরুত্থান তার নিজের মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার সঠিক সময়।

যোহন ১১:৪৩খ, ৪৪ তিনি উচ্চরবে ডাকিয়া বলিলেন, লাসার, বাহিরে আইস।

তাহাতে সেই মৃত ব্যক্তি বাহিরে আসিলেন; তাঁহার চরণ ও হস্ত কবর-বস্ত্রে বদ্ধ ছিল, এবং মুখ গামছায় বাঁধা ছিল। যীশু তাহাদিগকে কহিলেন, ইহাকে খুলিয়া দেও, ও যাইতে দেও।

® তার পুনরুত্থানের জন্য

বিশ্বাসের সর্বোত্তম উপহার এটাই যে, যীশু সমস্ত মানবজাতির পাপের শাস্তির জন্য তাঁর জীবন বিলিয়ে দিয়েছিলেন এবং তিনি জানতেন যে তিনি পুনরুত্থিত হবেন।

যোহন ১১:২৫, ২৬ যীশু তাঁহাকে কহিলেন, আমিই পুনরুত্থান ও জীবন; যে আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও জীবিত থাকিবে; আর যে কেহ জীবিত আছে, এবং আমাতে বিশ্বাস করে, সে কখনও মরিবে না; ইহা কি বিশ্বাস কর?

আশ্চর্যকাজের বিশ্বাস

® ঝড়

মার্ক ৪:৩৭, ৩৮ পরে ভারী ঝড় উঠিল, এবং তরঙ্গমালা নৌকায় এমনি আঘাত করিল যে, নৌকা জলে পূর্ণ হইতে লাগিল। তখন তিনি নৌকার পশ্চাদ্‌ভাগে বালিশে মাথা দিয়া নিদ্রিত ছিলেন; আর তাঁহারা তাঁহাকে জাগাইয়া কহিলেন, হে গুরু, আপনার কি চিন্তা হইতেছে না যে, আমরা মারা পড়িলাম?

তখন তিনি জাগিয়া উঠিয়া বাতাসকে ধমক্ দিলেন, ও সমুদ্রকে বলিলেন, নীরব হও, স্থির হও; তাহাতে বাতাস থামিল, এবং মহাশান্তি হইল।

® জলের উপর হাঁটলেন

আমরা প্রায়ই এই সত্যটিকে উপেক্ষা করি যে যীশু একজন মানুষ হিসাবে জলের উপর দিয়ে হেঁটেছিলেন। তিনি এই পৃথিবীতে একজন মানুষ হিসাবে কাজ করেছেন,

ঈশ্বর হিসাবে নয়। প্রায়শই আমরা এই ঘটনায় ব্যর্থতার প্রতীক হিসাবে পিতরকে দেখি। এটা আমাদের মনে রাখা উচিত যে পিতর যীশু যা করেছিলেন সেটাই করেছিলেন। তিনি অল্প সময়ের জন্য হলেও সেই সময় যীশুর কাজগুলি সম্পন্ন করেছিলেন।

মথি ১৪:২৫-৩২ পরে চতুর্থ প্রহর রাত্রিতে তিনি সমুদ্রের উপর দিয়া হাঁটিয়া তাঁহাদের নিকটে আসিলেন। তখন শিষ্যেরা তাঁহাকে সমুদ্রের উপর দিয়া হাঁটিতে দেখিয়া ত্রাসযুক্ত হইয়া কহিলেন, এ যে অপচ্ছায়া! আর ভয়ে চেঁচাইতে লাগিলেন।

কিন্তু যীশু তখনই তাঁহাদের সহিত কথা কহিলেন, বলিলেন, সাহস কর, এ আমি, ভয় করিও না।

তখন পিতর উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে প্রভু, যদি আপনি হন, তবে আমাকে জলের উপর দিয়া আপনার নিকটে যাইতে আজ্ঞা করুন।

তিনি বলিলেন, আইস; তাহাতে পিতর নৌকা হইতে নামিয়া জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যীশুর কাছে চলিলেন। কিন্তু বাতাস দেখিয়া তিনি ভয় পাইলেন, এবং ডুবিয়া যাইতে যাইতে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিলেন, হে প্রভু, আমায় রক্ষা করুন।

তখনই যীশু হাত বাড়াইয়া তাঁহাকে ধরিলেন, আর তাঁহাকে কহিলেন, হে অল্পবিশ্বাসি, কেন সন্দেহ করিলে?

পরে তাঁহারা নৌকায় উঠিলে বাতাস থামিয়া গেল।

ঈশ্বরের বিচারের ঘোষণার দ্বারা বিশ্বাসের উপহার

বিচার

বিশ্বাসের দান খ্রীষ্টের দেহের সুরক্ষার জন্য অনেকসময় ধ্বংসাত্মক উপায়েও কাজ করতে পারে। খ্রীষ্টের দেহ, তাদের জীবনে পাপের কারণে, বা লোকেরা কী বলবে এই ভয়ে, বা অপ্রতুলতার অনুভূতির কারণে এই উপহারের দ্বারা কাজ করতে অনিচ্ছুক হয়ে পড়ে। আমাদের জীবনে প্রত্যাশিত উপহারের পরিচালনা ছাড়া নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে বিশ্বাসের উপহারে কাজ করা প্রায়ই অসম্ভব।

® যীশুর দ্বারা

যীশু ডুমুর গাছকে অভিশাপ দিলেন।

মথি ২১:১৯ পথের পার্শ্বে একটা ডুমুরগাছ দেখিয়া তিনি তাহার নিকটে গেলেন, এবং পত্র বিনা আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি গাছটিকে কহিলেন, আর কখনও তোমাতে ফল না ধরুক; আর হঠাৎ সেই ডুমুরগাছটা শুকাইয়া গেল।

® পিতরের দ্বারা

অননীয় মারা যাওয়ার পরে, পিতর, সাফিরাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন কারণ বিশ্বাসের দান প্রজ্ঞার বানীর দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রেরিত ৫:৯-১১ তাহাতে পিতর তাহাকে কহিলেন, তোমরা প্রভুর আত্মাকে পরীক্ষা করিবার জন্য কেন একপরামর্শ হইলে? দেখ, যাহারা তোমার স্বামীর কবর দিয়াছে, তাহারা দ্বারে পদার্পণ করিতেছে, এবং তোমাকে বাহিরে লইয়া যাইবে। সে তৎক্ষণাৎ তাঁহার চরণে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল; আর ঐ যুবকেরা ভিতরে আসিয়া তাহাকে মৃত দেখিল, এবং বাহিরে লইয়া গিয়া তাহার স্বামীর পার্শ্বে কবর দিল। তখন সমস্ত মণ্ডলী, এবং যত লোক এই কথা শুনিল, সকলেই অতিশয় ভয়গ্রস্ত হইল।

® পৌলের দ্বারা

প্রেরিত ১৩:৮-১২ কিন্তু ইলুমা, সেই মায়াবী–কেননা অনুবাদ করিলে ইহাই তাহার নামের অর্থ–সেই দেশাধ্যক্ষকে বিশ্বাস হইতে ফিরাইবার চেষ্টায় তাঁহাদের প্রতিরোধ করিতে লাগিল। কিন্তু শৌল, যাঁহাকে পৌলও বলে, পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইয়া তাহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া কহিলেন, হে সর্ব্বপ্রকার ছলে ও সর্ব্বপ্রকার দুষ্টামিতে পরিপূর্ণ, দিয়াবল-সন্তান, সর্ব্বপ্রকার ধার্ম্মিকতার শত্রু, তুমি প্রভুর সরল পথ বিপরীত করিতে কি ক্ষান্ত হইবে না? এখন দেখ, প্রভুর হস্ত তোমার উপরে রহিয়াছে, তুমি অন্ধ হইবে, কিছু কাল সূর্য্য দেখিতে পাইবে না। আর অমনি কুজ্ঝটিকা ও অন্ধকার তাহাকে আচ্ছন্ন করিল, তাহাতে সে হাত ধরিয়া চালাইবার লোকের অন্বেষণে এদিক্ ওদিক্ চলিতে লাগিল। তখন সেই ঘটনা দেখিয়া দেশাধ্যক্ষ প্রভুর উপদেশে চমৎকৃত হইয়া বিশ্বাস করিলেন।

বিশ্বাসের উপহার সুরক্ষা প্রদান করে

দাউদ এবং গোলিয়াথ

১শমূয়েল ১৭:৩২, ৩৮-৪০, ৪৫-৪৯ তখন দায়ূদ শৌলকে কহিলেন, উহার জন্য কাহারও অন্তঃকরণ হতাশ না হউক; আপনার এই দাস গিয়া এই পলেষ্টীয়ের সহিত যুদ্ধ করিবে।

® মনুষ্য পদ্ধতি বাতিল করা হল

পরে শৌল আপনার সজ্জায় দায়ূদকে সাজাইয়া তাঁহার মস্তকে পিত্তলের শিরস্ত্র ও গাত্রে বর্ম্ম দিলেন। তখন দায়ূদ সজ্জার উপরে তাঁহার খড়্গ বাঁধিয়া চলিতে চেষ্টা করিলেন; কেননা পূর্ব্বে তাহা অভ্যাস করেন নাই। তখন দায়ূদ শৌলকে কহিলেন, এই বেশে আমি যাইতে পারিব না, কেননা ইহা অভ্যাস করি নাই। পরে দায়ূদ তাহা খুলিয়া রাখিলেন। আর তিনি আপন যষ্টি হস্তে লইলেন, এবং স্রোতোমার্গ হইতে পাঁচখানি চিক্কণ পাথর বাছিয়া লইয়া, আপনার যে মেষপালকের পাত্র অর্থাৎ ঝুলি ছিল, তাহাতে রাখিলেন, এবং নিজের ফিঙ্গাটী হস্তে করিয়া ঐ পলেষ্টীয়ের নিকটে গমন করিলেন।

® বিশ্বাসের উপহার

প্রজ্ঞার বানী

তখন দায়ূদ ঐ পলেষ্টীয়কে কহিলেন, তুমি খড়্গ, বড়শা ও শল্য লইয়া আমার কাছে আসিতেছ, কিন্তু আমি বাহিনীগণের সদাপ্রভুর, ইস্রায়েলের সৈন্যগণের ঈশ্বরের নামে, তুমি যাঁহাকে টিট্কারি দিয়াছ তাঁহারই নামে, তোমার নিকটে আসিতেছি। অদ্য সদাপ্রভু তোমাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিবেন; আর আমি তোমাকে আঘাত করিব, তোমার দেহ হইতে মুণ্ড তুলিয়া লইব, এবং পলেষ্টীয়দের সৈন্যের শব অদ্য শূন্যের পক্ষিগণকে ও ভূমির পশুদিগকে দিব; তাহাতে ইস্রায়েলে এক ঈশ্বর আছেন, ইহা সমস্ত পৃথিবী জানিতে পারিবে। আর সদাপ্রভু খড়্গ ও বড়শা দ্বারা নিস্তার করেন না, ইহাও এই সমস্ত সমাজ জানিবে; কেননা এই যুদ্ধ সদাপ্রভুর, আর তিনি তোমাদিগকে আমাদের হস্তে সমর্পণ করিবেন।

® বিশ্বাস বিজয় নিয়ে আসে

পরে ঐ পলেষ্টীয় উঠিয়া দায়ূদের সম্মুখীন হইবার জন্য আসিয়া নিকটবর্ত্তী হইলে দায়ূদ সত্বর ঐ পলেষ্টীয়ের সম্মুখীন হইবার জন্য সৈন্যশ্রেণীর দিকে দৌড়িলেন। পরে দায়ূদ আপন ঝুলিতে হস্ত দিয়া একখানি পাথর বাহির করিলেন, এবং ফিঙ্গাতে পাক দিয়া ঐ পলেষ্টীয়ের কপালে আঘাত করিলেন; সেই পাথরখানি তাহার কপালে বসিয়া গেল; তাহাতে সে ভূমিতে অধোমুখ হইয়া পড়িল।

দানিয়েল

® রাজার বিশ্বাস

দানিয়েল ৬:১৬-২২ তখন রাজা আজ্ঞা দিলেন, তাই তাঁহারা দানিয়েলকে আনিয়া সিংহদের খাতে নিক্ষেপ করিলেন। রাজা দানিয়েলকে কহিলেন, তুমি অবিরত যাঁহার সেবা করিয়া থাক, তোমার সেই ঈশ্বর তোমাকে রক্ষা করিবেন। পরে একখানা প্রস্তর আনা গেল ও খাতের মুখে স্থাপিত হইল, এবং দানিয়েলের বিষয়ে যেন কিছু পরিবর্ত্তন না হয়, এই জন্য রাজা আপনার মুদ্রায় ও আপন মহল্লোকদের মুদ্রায় তাহা অঙ্কিত করিলেন। পরে রাজা আপন প্রাসাদে গিয়া উপবাসে রাত্রি যাপন করিলেন, আপনার সম্মুখে কোন উপভোগের সামগ্রী আনিতে দিলেন না, তাঁহার নিদ্রাও হইল না।

পরে রাজা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সত্বর সিংহদের খাতের কাছে গেলেন। আর খাতের নিকটে গিয়া তিনি আর্ত্তস্বর করিয়া দানিয়েলকে ডাকিলেন; রাজা দানিয়েলকে বলিলেন, হে জীবন্ত ঈশ্বরের সেবক দানিয়েল, তুমি অবিরত যাঁহার সেবা কর, তোমার সেই ঈশ্বর কি সিংহের মুখ হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন?

® বিজয়

তখন দানিয়েল রাজাকে কহিলেন, হে রাজন্, চিরজীবী হউন। আমার ঈশ্বর আপন দূত পাঠাইয়া সিংহগণের মুখ বদ্ধ করিয়াছেন, তাহারা আমার হিংসা করে নাই; কেননা তাঁহার সাক্ষাতে আমার নির্দ্দোষতা লক্ষিত হইল; এবং হে রাজন্, আপনার সাক্ষাতেও আমি কোন অপরাধ করি নাই।

শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোক

তাদেরকে রাজার উপাসনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল, তারা অস্বীকার করলে মৃত্যুদণ্ড হবে তা জেনেও তারা সেটিকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু তাদের কথায় লক্ষ্য করুন, তারা তাদের উদ্ধারের জন্য ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস রেখেছিল।

দানিয়েল ৩:১৬-১৮, ২০-২৬ শদ্রক, মৈশক, ও অবেদ্-নগো রাজাকে উত্তর করিলেন, হে নবূখদ্নিৎসর, আপনাকে এই কথার উত্তর দেওয়া আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন।

® বিশ্বাসের উপহার

যদি হয়, আমরা যাঁহার সেবা করি, আমাদের সেই ঈশ্বর আমাদিগকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ আছেন, আর, হে রাজন্, তিনি আপনার হস্ত হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিবেন;

® সম্পূর্ণ অঙ্গীকার

আর যদি নাও হয়, তবু হে রাজন্, আপনি জানিবেন, আমরা আপনার দেবগণের সেবা করিব না, এবং আপনার স্থাপিত স্বর্ণ-প্রতিমাকে প্রণাম করিব না।

তখন নবূখদ্নিৎসর ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলেন, এবং শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোর বিরুদ্ধে তাঁহার মুখ বিকটাকার হইল; তিনি বলিয়া দিলেন ও আদেশ করিলেন, অগ্নিকুণ্ড যে পরিমাণে উত্তপ্ত আছে, তাহা অপেক্ষা যেন সাত গুণ অধিক উত্তপ্ত করা হয়; আর তিনি আপন সৈন্যের মধ্যে কতকগুলি বীর্য্যবান্ পুরুষকে আজ্ঞা দিলেন, যেন তাহারা শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোকে বাঁধিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে। তখন ঐ পুরুষেরা আপন আপন জামা, আঙরাখা, পরিচ্ছদ প্রভৃতি বস্ত্রশুদ্ধ বদ্ধ হইলেন, এবং প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড-মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেন। আর রাজার আজ্ঞা প্রচণ্ড ও অগ্নিকুণ্ড অতি উত্তপ্ত ছিল, তৎপ্রযুক্ত যে পুরুষেরা শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোকে নিক্ষেপ করিল তাহারাই অগ্নিশিখায় হত হইল। আর শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগো, এই তিন ব্যক্তি বদ্ধ হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে পতিত হইলেন।

® ঈশ্বর তাদের সহিত ছিলেন!

তখন রাজা নবূখদ্নিৎসর চমৎকৃত হইলেন, ও সত্বর উঠিলেন; তিনি আপন মন্ত্রীদিগকে কহিলেন, আমরা কি তিন জন পুরুষকে বাঁধিয়া অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করি নাই? তাঁহারা উত্তর করিয়া রাজাকে কহিলেন, হাঁ, মহারাজ।

তখন রাজা কহিলেন, দেখ, আমি চারি ব্যক্তিকে দেখিতেছি; উহারা মুক্ত হইয়া অগ্নির মধ্যে গমনাগমন করিতেছে, উহাদের কোন হানি হয় নাই; আর চতুর্থ ব্যক্তির মূর্ত্তি দেবপুত্রের সদৃশ।

তখন নবূখদ্নিৎসর সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের দুয়ারের কাছে গিয়া কহিলেন, হে পরাৎপর ঈশ্বরের দাস শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগো, বাহির হইয়া আইস। তখন শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগো অগ্নির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিলেন।

বর্তমানে বিশ্বাসের উপহারের কার্যাবলী

বিশ্বাসের উপহার অনেক কারণের জন্য খ্রীষ্টের দেহকে দেওয়া হয়ে থাকে। আমরা এর দ্বারা কার্য করতে শিখে নিজেদের, আমাদের চারপাশের এবং খ্রীষ্টের দেহের সুরক্ষার জন্য ঈশ্বরের দ্বারা ব্যবহৃত হতে পারি৷

বিশ্বাস ছাড়া, ঈশ্বরকে খুশি করা অসম্ভব।

বিশ্বাসের সাথে, কিছুই অসম্ভব নয় কারণ যখন বিশ্বাসের উপহার কাজ করে, তখন অলৌকিক কাজের জন্য ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশিত হয়ে থাকে।

আমরা আমাদের নিজস্ব বিশ্বাসকে যেন বৃদ্ধি করি। যখন আমরা সেই বিশ্বাসের পরিপূর্ণতায় পৌছাই তখন ঈশ্বর আমাদের মধ্যে প্রজ্ঞার বানী দিয়ে থাকেন।

পুনরালোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। শক্তি উপহার সম্বন্ধে নিজের ভাষায় ব্যখ্যা করুন। তিনটি বিষয় লিখুন

২। বিশ্বাসের উপহার কি?

৩। বিশ্বাসের উপহারে কাজ করার বিষয়ে নিজের জীবন থেকে একটি উদাহরণ দিন, বা আপনার নিজের ভাষায় বাইবেল থেকে একটি উদাহরণ দিন।

দ্বাদশ অধ্যায়
শক্তি উপহার
আশ্চর্যকার্য

১করিন্থীয় ১২:৯-১১ আর এক জনকে সেই আত্মাতে বিশ্বাস, আর এক জনকে সেই একই আত্মাতে আরোগ্য সাধনের নানা অনুগ্রহ-দান, আর এক জনকে পরাক্রম-কার্য্য-সাধক গুণ, আর এক জনকে ভাববাণী, আর এক জনকে আত্মাদিগকে চিনিয়া লইবার শক্তি, আর এক জনকে নানাবিধ ভাষা কহিবার শক্তি, এবং আর এক জনকে বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করিবার শক্তি দত্ত হয়; কিন্তু এই সকল কর্ম্ম সেই একমাত্র আত্মা সাধন করেন; তিনি সবিশেষ বিভাগ করিয়া যাহাকে যাহা দিতে বাসনা করেন, তাহাকে তাহা দেন।

পবিত্র আত্মার নয়টি উপহার

ক্যাঠিক অনুপ্রেরনা	প্রকাশিত	শক্তি
পরভাষা	আত্মার পার্থক্য করা	বিশ্বাসের উপহার
পরভাষার ব্যাখ্যা	জ্ঞানের বাক্য	আরোগ্যতার উপহার
ভাববানী	প্রজ্ঞার বাক্য	∑**আশ্চর্যজনক কাজ করার উপহার**

আশ্চর্যকার্য

সংজ্ঞা

আশ্চর্যকার্য হল প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের প্রতি অতিপ্রাকৃত হস্তক্ষেপ।

এটি ঈশ্বরের শক্তির একটি অতিপ্রাকৃত প্রদর্শন যার দ্বারা প্রকৃতির নিয়মগুলি পরিবর্তিত, স্থগিত বা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

এটি আত্মার একটি উপহার যা বিশ্বাসীকে আশ্চর্য কাজ করার জন্য দেওয়া হয়ে থাকে।

শক্তি উপহার এবং প্রত্যাদেশ উপহার একে অপরের সাথে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে থাকে।

কিভাবে উপহার কার্য করে

আশ্চর্যকার্য এমন জ্ঞান দিয়ে শুরু হয় যা জ্ঞানের বানীর আধ্যাত্মিক উপহারের মাধ্যমে স্বাভাবিক বা অত্যাশ্চর্যভাবে প্রাপ্ত হয়। তারপর, প্রজ্ঞার বানীর আধ্যাত্মিক উপহারটি কার্য করে। এটি ঘটার পরেই, আমরা প্রায়শই কোন কিছু ঘটার আগেই নিজেদেরকে একটি আশ্চর্যকার্য করতে দেখি। এই "প্রজ্ঞার বাণী" বিশ্বাসের উপহারকে প্রকাশ করে। যখন এটি ঘটে, তখন আমরা সাহসের সাথে প্রজ্ঞার বাক্য দ্বারা নিজেদেরকে যা করতে দেখেছি তাই বাস্তবে করতে শুরু করি।

এটিকে আশ্চর্যকার্য বলা হয় কারণ আমরা আশ্চর্যকার্যের সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। আত্মায় প্রজ্ঞার বানীর দ্বারা আত্মিক দৃষ্টিতে আমরা যা দেখি, বিশ্বাসের দানের দ্বারা আমরা সাহসের সাথে সেই কাজ করতে শুরু করি। আমরা যখন অলৌকিক কাজ করতে শুরু করি, তখন ঈশ্বরের শক্তি প্রকাশিত হয় এবং অলৌকিক ঘটনা ঘটে। সুতরাং, ঈশ্বরের পক্ষ এবং আমাদের পক্ষ উভয়ই রয়েছে।

এটি সহজ

পবিত্র আত্মার দানগুলির সহজ এবং দ্রুত অগ্রগতির দ্বারা, আমরা দেখতে পাই অলৌকিক কাজের আধ্যাত্মিক উপহারে অর্থাৎ পরভাষা, তার ব্যাখ্যা এবং অন্যান্য নয়টি উপহারের দ্বারা পরিচালিত হওয়া সহজ বিষয়।

মূল কথা হল প্রজ্ঞার বাণী প্রাপ্তির মাধ্যমে প্রত্যাদেশকে লাভ করা।

আশ্চর্যকার্যের উদ্দেশ্য

® বিপদ থেকে মুক্তি

® সুরক্ষা

® যাদের প্রয়োজন তাদের যোগান দেওয়া

® বিচার কার্যকর করা

® একজন ব্যক্তির আহ্বানকে নিশ্চিত করা

® প্রচারিত বাক্যকে নিশ্চিত করা

আশ্চর্যকার্য সর্বদা ঈশ্বরের গৌরব নিয়ে আসে এবং মানুষের বিশ্বাসকে প্রসারিত করে থাকে।

যীশুর জীবনে আশ্চর্যকার্য

যীশুর জীবনের প্রথম ত্রিশ বছরে কোন অলৌকিক ঘটনা বর্ণিত করা হয়নি। পবিত্র আত্মার শক্তি পাওয়ার পর আশ্চর্যকার্য করার উপহার তাঁর জীবনের মাধ্যমে ঘটতে শুরু করেছিল।

যীশুর প্রথম আশ্চর্যকার্য

যীশুর পরিচর্যায় প্রথম ঐশ্বরিক প্রকাশ ছিল একটি আশ্চর্যকার্য ঘটনা। তিনি জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করেছিলেন। তিনি আঙ্গুরের রসকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করেননি যা একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। তিনি জলকে দ্রাক্ষারসে পরিণত করেছিলেন, এবং এটি ঈশ্বরিক হস্তক্ষেপ ছাড়া কখনই ঘটতে পারে না।

® যীশু বললেন আর কার্য হল

যোহন ২:৭-১১ যীশু তাহাদিগকে বলিলেন, ঐ সকল জালায় জল পূর। তাহারা সেগুলি কাণায় কাণায় পূর্ণ করিল। পরে তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, এখন উহা হইতে কিছু তুলিয়া ভোজাধ্যক্ষের নিকটে লইয়া যাও। তাহারা লইয়া গেল। ভোজাধ্যক্ষ যখন সেই জল, যাহা দ্রাক্ষারস হইয়া গিয়াছিল, আস্বাদন করিলেন, আর তাহা কোথা হইতে আসিল, তাহা জানিতেন না–কিন্তু যে পরিচারকেরা জল তুলিয়াছিল, তাহারা জানিত–তখন ভোজাধ্যক্ষ বরকে ডাকিয়া কহিলেন, সকল লোকেই প্রথমে উত্তম দ্রাক্ষারস পরিবেষণ করে, এবং যথেষ্ট পান করা হইলে পর তাহা অপেক্ষা কিছু মন্দ পরিবেষণ করে; তুমি উত্তম দ্রাক্ষারস এখন পর্য্যন্ত রাখিয়াছ।

® ফলাফল

এইরূপে যীশু গালীলের কান্না নগরে এই প্রথম চিহ্নকার্য্য সাধন করে, নিজ মহিমা প্রকাশ করিলেন; আর তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাতে বিশ্বাস করিলেন।

চার হাজার লোককে খাওয়ালেন

যীশুর দ্বারা করা কিছু আশ্চর্যকার্য কাজ মানুষের জন্য যোগান হিসাবে ছিল।

মথি ১৫:৩৩-৩৮ শিষ্যেরা তাঁহাকে কহিলেন, নির্জ্জন স্থানে আমরা কোথায় এত রুটী পাইব যে, এত লোককে তৃপ্ত করিতে পারি? যীশু তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমাদের কাছে কয়খানা রুটী আছে? তাঁহারা কহিলেন, সাতখানা, আর কয়েকটী ছোট মাছ।

তখন তিনি লোকদিগকে ভূমিতে বসিতে আজ্ঞা করিলেন। পরে তিনি সেই সাতখানা রুটী ও সেই কয়টী মাছ লইলেন, ধন্যবাদ পূর্ব্বক ভাঙ্গিলেন, এবং শিষ্যদিগকে দিলেন, শিষ্যেরা লোকদিগকে দিলেন। তখন সকলে আহার করিয়া তৃপ্ত হইল; এবং যে সকল গুঁড়াগাঁড়া অবশিষ্ট রহিল, তাহাতে পূর্ণ সাত ঝুড়ি তাঁহারা উঠাইয়া লইলেন। যাহারা আহার করিয়াছিল, তাহারা স্ত্রী ও শিশু ছাড়া চারি সহস্র পুরুষ।

সাক্ষ্য বিশ্বাস নিয়ে আসে

যোহন ২০:৩০, ৩১ যীশু শিষ্যদের সাক্ষাতে আরও অনেক চিহ্ন-কার্য্য করিয়াছিলেন; সে সকল এই পুস্তকে লেখা হয় নাই। কিন্তু এই সকল লেখা হইয়াছে, যেন তাঁহার নামে জীবন প্রাপ্ত হও। তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করিয়া যেন তাঁহার নামে জীবন প্রাপ্ত হও।

পুরাতন নিয়মে আশ্চর্যকার্যের উদাহরন

মোশি

ফৌরণের সামনে মোশির ঐশ্বরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য আশ্চর্যকার্য হয়েছিল।

® কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা

যাত্রাপুস্তক ৭:৯ তোমরা আপনাদের পক্ষে কোন অদ্ভুত লক্ষণ দেখাও, তখন তুমি হারোণকে বলিও, তোমার যষ্টি লইয়া ফরৌণের সম্মুখে নিক্ষেপ কর; তাহাতে তাহা সর্প হইবে।

যাত্রাপুস্তক ৭:৪, ৫ তথাপি ফরৌণ তোমাদের কথায় মনোযোগ করিবে না; আর আমি মিসরে হস্তার্পণ করিয়া মহাশাসন দ্বারা মিসর দেশ হইতে আপন সৈন্যসামন্তকে, আপন প্রজা ইস্রায়েল-সন্তানগণকে, বাহির করিব। আমি মিসরের উপরে আপন হস্ত বিস্তার করিয়া মিশ্রীয়দের মধ্য হইতে ইস্রায়েল-সন্তানগণকে বাহির করিয়া আনিলে, উহারা জানিবে, আমিই সদাপ্রভু।

এলিয় এবং ইলীশা

® এলিয় জর্ডন নদী দুভাগ করলেন

২রাজাবলী ২:৮ পরে এলিয় আপন শাল ধরিয়া গুটাইয়া লইয়া জলে আঘাত করিলেন, তাহাতে জল এদিকে ওদিকে বিভক্ত হইল, এবং তাঁহারা দুই জন শুষ্ক ভূমি দিয়া পার হইলেন।

এলিয় ঈশ্বরের একজন মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং তিনি অনেক আশ্চর্যকার্য করেছিলেন। যখন তাঁর প্রভুর সাথে যাওয়ার সময় হয়েছিল, তখন ইলীশায় পরীক্ষায় পড়েছিলেন। এলিয় যখন অগ্নিময় রথে ঘূর্ণবায়ুতে স্বর্গে উঠে যাচ্ছিলেন আর ইলীশা তাহা দেখিল, অর্থাৎ সে আত্মিক জগতে দেখতে সক্ষম হয়েছিল এবং স্বর্গে যেতে দেখেছিল। এলিয়কে তুলে নেওয়ার আগে পর্যন্ত ইলিশা কোনো অলৌকিক কাজ করেননি।

ইলিশা এলিয়ের গাত্র হইতে পতিত সেই শালখানি নিয়ে জর্ডন নদীর কাছে গেল, যার দ্বারা এলিয় পঞ্চাশ জন ভাববাদীগনের সম্মুখ থেকে শুষ্ক ভূমি দিয়া পার হয়েছিলেন। এখন ইলিশা কি করবে? ইলীশা এলিয়ের আত্মার দুই অংশ যাচ্ঞা করলেন। তখন এলিয় প্রতিজ্ঞা করে বললেন, কঠিন বর যাচ্ঞা করিলে; যদি তোমার নিকট হইতে নীত হইবার সময়ে আমাকে দেখিতে পাও, তবে তোমার প্রতি তাহা বর্ত্তিবে; কিন্তু না দেখিলে বর্ত্তিবে না।

তিনি এলিয়কে উদ্ধে নিত হতে দেখলেন । এখন, কি সে বিশ্বাসে কার্য করবে?

® ইলীশা জর্ডনকে দুভাগ করলেন

২রাজাবলী ২:১৩-১৫ আর তিনি এলিয়ের গাত্র হইতে পতিত শালখানি তুলিয়া লইলেন, এবং ফিরিয়া গিয়া যর্দ্দনের ধারে দাঁড়াইলেন। পরে তিনি এলিয়ের গাত্র হইতে পতিত সেই শালখানি লইয়া জলে আঘাত করিয়া কহিলেন, এলিয়ের ঈশ্বর সদাপ্রভু কোথায়? আর তিনিও জলে আঘাত করিলে জল এদিকে ওদিকে বিভক্ত হইল, এবং ইলীশায় পার হইয়া গেলেন। তখন যিরীহোর শিষ্য-ভাববাদিগণ সম্মুখে [থাকায়] তাহা দেখিয়া কহিল, এলিয়ের আত্মা ইলীশায়ে অধিষ্ঠিত হইয়াছে। পরে তাহারা তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহার সম্মুখে ভূমিতে প্রণিপাত করিল।

এই আশ্চর্যকার্য ইলীশাকে ভাববাদী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

ভাসমান কুড়ুলের ফলা

এই অলৌকিক ঘটনাটি ঘটেছে একটি প্রয়োজনের কারণে। আমাদের নিজেদের বিশ্বাসের অভাবের কারনে আমরা অনেকসময় অলৌকিক কার্যকে দেখতে পাই না। আমরা যুক্তি দিয়ে থাকি যে এটি হয়ত ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ নয়। আমরা যখন বিশ্বাসের সাথে এগিয়ে যেতে শুরু করি এবং ঈশ্বরের উপহারগুলি আমাদের জীবনে কাজ করার আশা করি, তখন আমরা আশ্চর্যকার্যের দান দেখতে পাব।

২রাজাবলী ৬:৪-৭ তিনি কহিলেন, যাইব। অতএব তিনি তাহাদের সহিত গেলেন; পরে যর্দ্দনের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহারা কাষ্ঠ ছেদন করিতে লাগিল। কিন্তু এক জন কড়িকাষ্ঠ ছেদন করিতেছিল, এমন সময়ে কুড়ালির ফলা জলে পড়িয়া গেল; তাহাতে সে কাঁদিয়া কহিল, হায় হায়! প্রভু, আমি ত উহা ধার করিয়া আনিয়াছিলাম।

তখন ঈশ্বরের লোক জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা কোথায় পড়িয়াছে? সে তাঁহাকে সেই স্থান দেখাইল। তখন ইলীশায় একখানি কাষ্ঠ কাটিয়া সেই স্থানে ফেলিয়া লৌহখানি ভাসাইয়া উঠাইলেন। আর তিনি কহিলেন, উহা তুলিয়া লও। তাহাতে সে হাত বাড়াইয়া তাহা লইল।

শিমশোন

শিমশোন নিজেকে তার নিজের দেশবাসীর দ্বারা আবদ্ধ হতে এবং পলেষ্টীয়দের হাতে তুলে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।

বিচারকগন ১৫:১৪, ১৫ তিনি লিহীতে উপস্থিত হইলে পলেষ্টীয়েরা তাঁহার কাছে গিয়া জয়ধ্বনি করিল। তখন সদাপ্রভুর আত্মা সবলে তাঁহার উপরে আসিলেন, আর তাঁহার দুই বাহুস্থিত দুই রজ্জু অগ্নিদগ্ধ শণের ন্যায় হইল, এবং তাঁহার দুই হস্ত হইতে বেড়ি খসিয়া পড়িল। পরে তিনি এক গর্দ্দভের কাঁচা হনূ দেখিতে পাইয়া হস্ত বিস্তারপূর্ব্বক তাহা লইয়া তদ্দ্বারা সহস্র লোককে আঘাত করিলেন।

এরপর, শিমশোন তৃষ্ণার্ত হলেন এবং ঈশ্বর কেবল তার জন্য আরেকটি আশ্চর্যকার্য করলেন।

বিচারকগণ ১৫:১৮, ১৯ পরে তিনি অতিশয় তৃষ্ণাতুর হওয়াতে সদাপ্রভুকে ডাকিয়া কহিলেন, তুমি আপন দাসের হস্ত দ্বারা এই মহানিস্তার সাধন করিয়াছ, এখন আমি তৃষ্ণা হেতু মারা পড়ি, ও অচ্ছিন্নত্বক্ লোকদের হাতে পড়ি। তাহাতে ঈশ্বর লিহীস্থিত শূন্যগর্ভ স্থান বিদীর্ণ করিলেন, ও তাহা হইতে জল নির্গত হইল; তখন তিনি জল পান করিলে তাঁহার প্রাণ ফিরিয়া আসিল, ও তিনি সজীব হইলেন; অতএব তাহার নাম ঐন্-হক্কোরী [আহ্বানকারীর উনুই] রাখা হইল; তাহা অদ্যাপি লিহীতে আছে।

ঈশ্বর যদি শিমশোনের তৃষ্ণা মেটাতে আগ্রহী হন, তবে কেন তিনি আজ আমাদের প্রয়োজনের যত্ন নিতে আগ্রহী হবেন না? ঈশ্বর আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জড়িত হতে চান।

শিমশোন "অতি আধ্যাত্মিক" ছিলেন না। তিনি তার প্রয়োজনের কথা ঈশ্বরকে বলেছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করুন, তবুও সে তার প্রয়োজনের কথা ঈশ্বরকে বলেছিল।

বিশ্বাসীরা সুসমাচারের আশ্চর্যকার্যাবলী দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল

জলের উপর হাঁটলেন

যখন যীশু জলের উপর দিয়ে হেঁটে আসছিলেন তখন শিস্যরা ভয় পেয়েছিল।

মথি ১৪:২৭-২৯ কিন্তু যীশু তখনই তাঁহাদের সহিত কথা কহিলেন, বলিলেন, সাহস কর, এ আমি, ভয় করিও না।

তখন পিতর উত্তর করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে প্রভু, যদি আপনি হন, তবে আমাকে জলের উপর দিয়া আপনার নিকটে যাইতে আজ্ঞা করুন।

তিনি বলিলেন, আইস; তাহাতে পিতর নৌকা হইতে নামিয়া জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া যীশুর কাছে চলিলেন।

যদি আমরা আশ্চর্যকার্য করতে চাই, তবে আমাদের ব্যর্থতার ভয় এবং তুচ্ছ দেখার ভয়কে কাটিয়ে উঠতে হবে। আমাদের ঐতিহ্যের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। লক্ষণীয় বিষয় যে, পিতর "আমাকে জলে আপনার কাছে আসতে আদেশ করুন," এই কথা বলার দ্বারা প্রথমে অত্যাশ্চর্য উপহারের মধ্যে হাঁটতে আগ্রহী হয়েছিলেন। যীশুর কাছে "এসো!"বলার পর পিতর প্রজ্ঞা এবং বিশ্বাসের উপহার গ্রহন করল এবং নৌকা থেকে নেমে এসে জলের উপর দিয়ে হেঁটে যাবার দ্বারা আশ্চর্যকার্যে ক্রিয়াশীল হলেন।

মৎস্য ধরা

যীশু শিমোন পিতরকে বললেন,

লুক ৫:৪-৭ “পরে কথা শেষ করিয়া তিনি শিমোনকে কহিলেন, তুমি গভীর জলে নৌকা লইয়া চল, আর তোমরা মাছ ধরিবার জন্য তোমাদের জাল ফেল।

শিমোন উত্তর করিলেন, হে নাথ, আমরা সমস্ত রাত্রি পরিশ্রম করিয়া কিছুমাত্র পাই নাই, কিন্তু আপনার কথায় আমি জাল ফেলিব। তাঁহারা সেইরূপ করিলে মাছের বড় ঝাঁক ধরা পড়িল, ও তাঁহাদের জাল ছিঁড়িতে লাগিল; তাহাতে তাঁহাদের যে অংশীদারেরা অন্য নৌকায় ছিলেন, তাঁহাদিগকে তাঁহারা সঙ্কেত করিলেন, যেন তাঁহারা আসিয়া তাঁহাদের সাহায্য করেন। তাঁহারা আসিয়া দুইখান নৌকা এমন পূর্ণ করিলেন যে, নৌকা দুখানি ডুবিতে লাগিল।

যীশু এই ঘটনাটি তাঁর শিষ্যদের প্রশিক্ষণের ব্যবহার করেছিলেন তিনি বলেছিলেন, "আমি তোমাকে মনুষ্যধারী করব।" সুসমাচারপ্রচার ছিল যীশুর পরিচর্যার মূল কেন্দ্রবিন্দু। আমরা যদি আমাদের পরিচর্যায় কার্যকর হতে চাই, তাহলে যতই তুচ্ছ মনে হোক না কেন, আমাদের অবশ্যই যীশুর কথাগুলো মেনে চলতে হবে।

প্রেরিত পুস্তকে আশ্চর্যকার্যাবলী

আশ্চর্যকার্য বাক্যকে নিশ্চিত করে

প্রেরিত ৮:৫, ৬ আর ফিলিপ শমরিয়ার নগরে গিয়া লোকদের কাছে খ্রীষ্টকে প্রচার করিতে লাগিলেন। আর লোকসমূহ ফিলিপের কথা শুনিয়া ও তাঁহার কৃত চিহ্ন-কার্য্য সকল দেখিয়া একচিত্তে তাঁহার কথায় অবধান করিল।

ক্ষমতা প্রতিশ্রুত আশ্চর্যকার্য

প্রেরিত ১:৪, ৫ আর তিনি তাঁহাদের সঙ্গে সমবেত হইয়া এই আজ্ঞা দিলেন, তোমরা যিরূশালেম হইতে প্রস্থান করিও না, কিন্তু পিতার অঙ্গীকৃত যে দানের কথা আমার কাছে শুনিয়াছ, তাহার অপেক্ষায় থাক। কেননা যোহন জলে বাপ্তাইজ করিতেন বটে, কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হইবে, বেশী দিন পরে নয়।

প্রেরিত ১:৮ কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে আসিলে তোমরা শক্তি প্রাপ্ত হইবে; আর তোমরা যিরূশালেমে, সমুদয় যিহূদীয়া ও শমরিয়া দেশে, এবং পৃথিবীর প্রান্ত পর্য্যন্ত আমার সাক্ষী হইবে।

যীশু এই পৃথিবীতে তাঁর বিশ্বাসীদের কাছে তাঁর শেষ কথা বলার পরে এবং তাদের মহান আজ্ঞা প্রদান করার পর, মার্ক লিখলেন,

মার্ক ১৬:২০ আর তাঁহারা প্রস্থান করিয়া সর্ব্বত্র প্রচার করিতে লাগিলেন; এবং প্রভু সঙ্গে সঙ্গে কার্য্য করিয়া অনুবর্ত্তী চিহ্নসমূহ দ্বারা সেই বাক্য সপ্রমাণ করিলেন। আমেন্।

প্রথম প্রচার

পঞ্চাশত্তমীর দিনে পবিত্র আত্মা পতিত হওয়ার পর, পিতর দাঁড়িয়ে উঠলেন এবং তার প্রথম প্রচার করলেন। সেই প্রচারে চিহ্নকার্য এবং আশ্চর্যকার্যের বিষয় তিনি বললেন।

প্রেরিত ২:২২, ৪৩ হে ইস্রায়েলীয়েরা, এই সকল কথা শুন। নাসরতীয় যীশু পরাক্রম-কার্য্য, অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্নসমূহ দ্বারা তোমাদের নিকটে ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রমাণিত মনুষ্য; তাঁহারই দ্বারা ঈশ্বর তোমাদের মধ্যে ঐ সকল কার্য্য করিয়াছেন, যেমন তোমরা নিজেই জান;

তখন সকলের ভয় উপস্থিত হইল, এবং প্রেরিতগণ কর্ত্তৃক অনেক অদ্ভুত লক্ষণ ও চিহ্ন-কার্য্য সাধিত হইত।

বর্তমানে বিশ্বাসীদের ক্রিয়াশীল আশ্চর্যকার্য

আশ্চর্যকার্য বার্তাবাহক এবং তার বার্তাকে নিশ্চিত করে থাকে। কিভাবে আমরা আশ্চর্যকার্য ছাড়া একটি হারানো, অসুস্থ, এবং মৃত বিশ্বকে যীশুর উদ্ধারের জ্ঞানে জয় করতে পারি?

ইব্রীয় ২:৩, ৪ তবে এমন মহৎ এই পরিত্রাণ অবহেলা করিলে আমরা কি প্রকারে রক্ষা পাইব? ইহা ত প্রথমে প্রভুর দ্বারা কথিত, ও যাহারা শুনিয়াছিল, তাহাদের দ্বারা আমাদের নিকটে দৃঢ়ীকৃত হইল; ঈশ্বরও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন, নানা চিহ্ন, অদ্ভুত লক্ষণ ও বহুরূপ পরাক্রম-কার্য্য এবং পবিত্র আত্মার বর বিতরণ দ্বারা আপন ইচ্ছানুসারেই করিতেছেন।

পিতর সারা রাত নিষ্ফল মাছ ধরেছে। অনেক সময় আমরাও, পিতরের মতো, নিজের জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করার চেষ্টা করি। আমাদের বলা উচিত, "তবুও, আপনার কথায়..” প্রত্যাদেশ উপহারের মাধ্যমে আত্মার বিচক্ষণতা, জ্ঞানের বাক্য, প্রজ্ঞার বাক্য গ্রহণ করার জন্য আমাদের তার বাক্যকে ধ্যান করতে হবে। ঈশ্বরের বাধ্য হওয়া এবং আশ্চর্যকার্য করার অত্যাশ্চর্য উপহারের দ্বারা পরিচালিত হবার দ্বারা বিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে।

আরও মহান কার্য করা

যোহন ১৪:১২ সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে আমাতে বিশ্বাস করে, আমি যে সকল কার্য্য করিতেছি, সেও করিবে, এমন কি, এ সকল হইতেও বড় বড় কার্য্য করিবে; কেননা আমি পিতার নিকটে যাইতেছি।

কোন অর্থ ছাড়া কেন যীশু "মহান কার্যের" কথা বলবেন? তাঁর কথা অনুসারে, আমরা আরও "মহান কার্য” করতে পারি কারণ পবিত্র আত্মার শক্তি আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মার উপহারগুলির ক্রিয়াশীলতার দ্বারা প্রকাশিত হয়। আমাদের বিশ্বাসের দ্বারা আশ্চর্যকার্য সম্পাদনের মাধ্যমে ঈশ্বর তার বাক্যকে নিশ্চিত করে থাকেন। আমাদের নয় বরং ঈশ্বরের যেন গৌরব এবং মহিমা হয়।

পুনরালোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। আশ্চর্যকার্যের দ্বারা পরিচালিত হবার বিষয়ে নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন।

২। পবিত্র আত্মার অন্যান্য উপহারের ক্রম ব্যাখ্যা করুন যা সাধারণত আশ্চর্যকার্যের উপহার প্রকাশ করার জন্য কার্য করে থাকে।

৩। শিমশোনের জন্য ঈশ্বর যে ব্যক্তিগত আশ্চর্যকার্য করেছিলেন তা বর্ণনা করুন। এটি কেন আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

ত্রয়োদশ অধ্যায়
আরোগ্যতা ক্ষমতার উপহার

১করিন্থীয় ১২:৯-১১ আর এক জনকে সেই আত্মাতে বিশ্বাস, আর এক জনকে সেই একই আত্মাতে আরোগ্য সাধনের নানা অনুগ্রহ-দান, 10আর এক জনকে পরাক্রম-কার্য্য-সাধক গুণ, আর এক জনকে ভাববাণী, আর এক জনকে আত্মাদিগকে চিনিয়া লইবার শক্তি, আর এক জনকে নানাবিধ ভাষা কহিবার শক্তি, এবং আর এক জনকে বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করিবার শক্তি দত্ত হয়; 11কিন্তু এই সকল কর্ম্ম সেই একমাত্র আত্মা সাধন করেন; তিনি সবিশেষ বিভাগ করিয়া যাহাকে যাহা দিতে বাসনা করেন, তাহাকে তাহা দেন।

পবিত্র আত্মার নয়টি উপহার

ক্যাঠিক অনুপ্রেরনা	প্রকাশিত	শক্তি
পরভাষা	আত্মার পার্থক্য করা	বিশ্বাসের উপহার
পরভাষার ব্যাখ্যা	জ্ঞানের বাক্য	∑ **আরোগ্যতার উপহার**
ভাববানী	প্রজ্ঞার বাক্য	আশ্চর্যজনক কাজ করার উপহার

আরোগ্যতার উপহার

সংজ্ঞা

আরোগ্যতার উপহারগুলী হল, আরোগ্যতা যাদের দরকার তাদের কাছে ঈশ্বরের নিরাময় ক্ষমতার অত্যাশ্চর্য প্রকাশ।

এগুলিকে উপহারগুলী (বহুবচন) হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে কারণ অসুস্থদের নিরাময় করার অনেক ধরণের উপায় রয়েছে। এগুলিকে উপহারগুলী (বহুবচন) হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে কারণ পবিত্র আত্মার অন্যান্য নয়টি উপহারের মধ্যে অনেকগুলি এরসঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত রয়েছে। উপহারগুলিকে বহুবচনেও বলা হয় যেহেতু অসুস্থদের আরোগ্য করার বা সেবা করার অনেক ধরেনের উপায় রয়েছে।

এগুলি পবিত্র আত্মার অত্যাশ্চর্য প্রকাশ কোন চিকিৎসা বিজ্ঞান নয়।

কার্যকারী উপহার

আরোগ্যতার উপহার একটি নির্দিষ্ট বিশ্বাসী বা তার সেবাকার্যের জন্য কোন বিশেষ দান নয়। এটি খ্রীষ্টের দেহের জন্য এবং বিশেষ করে যাদের আরোগ্যতার প্রয়োজন তাদের জন্য ঈশ্বরের উপহার।

এই উপহার যে কোনো আত্মায়-পূর্ণ বিশ্বাসীর মাধ্যমে কাজ করতে পারে।

যখন তারা যীশুর কার্য করে তখন সমস্ত বিশ্বাসীদের এই উপহারগুলিতে ক্রিয়াশীল হতে হবে। কারন তারাও যীশুর মত পবিত্র আত্মা দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছে।

আরোগ্যতা এবং আত্মিক উপহার

ঈশ্বর তাঁর মন্ডলীকে নয়টি ভিন্ন আত্মিক উপহার দিয়েছেন। এই উপহারগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি সরাসরি অসুস্থদের আরোগ্যতার সাথে সম্পর্কিত। আমরা যদি কার্যকরভাবে অসুস্থদের আরোগ্যতা করতে চাই তবে আমাদের সকলকে এই উপহারগুলিতে পরিচর্যা করতে শিখতে হবে।

আরোগ্যতা এবং জ্ঞানের বাক্য

সংজ্ঞা

জ্ঞানের বাক্যের সংজ্ঞা আপনাদের কি মনে আছে? এটি হল নির্দিষ্ট কিছু তথ্য, কোনো ব্যক্তির বর্তমান বা অতীত পরিস্থিতি সম্পর্কে, যা স্বাভাবিক মনের মাধ্যমে জানা যায়না সেই বিষয়ে পবিত্র আত্মার দ্বারা একটি অত্যাশ্চর্য প্রত্যাদেশ।

প্রায়শই আরোগ্যতার পরিচর্যায়, ঈশ্বর একটি নির্দিষ্ট অসুস্থতা সম্পর্কে যাকে তিনি আরোগ্য করতে চান সেই বিষয়ে জ্ঞানের বাক্য প্রকাশ করে থাকেন।

কখনও কখনও এটি একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য, এবং কখনও কখনও লোকসমষ্টির জন্যও হয়ে থাকে।

মধ্য দিয়ে আসা

আরোগ্যতার পরিচর্যা করার সময় জ্ঞানের বাক্য বিভিন্নভাবে এসে থাকে।

® অনুভূতি

এটি একজন পরিচর্যাকারীর শরীরের একটি নির্দিষ্ট অংশে অস্বস্তির অনুভূতির মাধ্যমে আসতে পারে।

এই অস্বস্তি প্রায়ই একটি চাপ, বেদনা, বা একটি সংবেদনের মত হতে পারে।

এটি সামান্য ব্যাথাড় অনুভবও হতে পারে।

® বাক্য অথবা চিন্তা

জ্ঞানের বাক্য কোন বাক্য বা চিন্তার দ্বারা আসতে পারে, যা অসুস্থতা, রোগ বা ব্যথাকে বর্ণনা করে।

এটি রোগের নাম বা শরীরের আক্রান্ত অংশের নামও হতে পারে।

® দর্শন

এটি শরীরের যে অংশের আরোগ্যতার প্রয়োজন তার বিষয়ে দর্শনের দ্বারাও আসতে পারে।

® অবস্থান

কখনও কখনও, ঈশ্বর সেই ব্যক্তির অবস্থান বা এমনকি সেই ব্যক্তি যাকে তিনি সেই সময়ে আরোগ্য করতে চান তার নামকেও প্রকাশ করে থাকেন।

এটি মাঝে মাঝে ঘরের একটি নির্দিষ্ট অংশের দিকে, একটি নির্দিষ্ট দরজার দিকে বা ব্যক্তির সঠিক অবস্থানের দিকে একটি টান (যেন একটি চুম্বক দ্বারা) হিসাবে বর্ণনা করা হয়।

অন্য সময়ে, এটি একটি আলো, বা উজ্জ্বল, বা পবিত্র আত্মার অনুভূতি হিসাবে আসতে পারে যা একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি আপনার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে থাকে।

প্রভু সেই ব্যক্তির নাম বা অন্যান্য পরিচয় প্রকাশ করতে পারেন, যা উচ্চারিত হলে সেই ব্যক্তিকে নিশ্চিত করবে যে তারাই সেই ব্যক্তি যাকে পবিত্র আত্মা একটি নির্দিষ্ট আরোগ্যতার জন্য নির্দেশ করছেন৷

বিশ্বাস উন্মোচিত হয়

যখন পবিত্র আত্মা জ্ঞানের বাক্যের মাধ্যমে প্রকাশ করেন যে তিনি একটি নির্দিষ্ট রোগ বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে আরোগ্য করতে চলেছেন, তখন বিশ্বাস উন্মোচিত হয়। কখনও কখনও এটি বিশ্বাসের উপহাররূপে কার্য করে থাকে। প্রায়শই জ্ঞানের বাক্য আরোগ্যতা শক্তির উপহারকেও প্রকাশ করে থাকে।

যা ঈশ্বর প্রকাশ করেন তিনি তা আরোগ্য করেন!

আরোগ্যতা এবং প্রজ্ঞার বাক্য

প্রজ্ঞার বাক্যের উপহার হল ঈশ্বরের প্রজ্ঞার একটি অত্যাশ্চর্য অনুদান যা প্রকাশ করে যে কীভাবে আমরা এমন একটি ক্রিয়াকলাপে এগিয়ে যেতে পারি যা কার্যকরভাবে একটি নির্দিষ্ট প্রয়োজনের পরিচর্যা সম্পাদিত করবে। আমরা ইতিমধ্যে প্রাকৃতিক বা ঐশ্বরিক যে জ্ঞান পেয়েছি তা নিয়ে কী করতে হবে তা জানার জন্য এটি আমাদের জ্ঞান প্রদান করে। এটা প্রকাশ করে যে কীভাবে আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য অনুসারে পরিচর্যা করতে পারি।

পিতার ইচ্ছা শুনা এবং দেখার জন্য আমাদের সময় নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ যাতে আমরা জানতে পারি যে, কাকে, কখন, কোথায়, এবং কীভাবে তিনি আমাদের পরিচর্যা করতে বলছেন।

যোহন ৮:২৮ তখন যীশু কহিলেন, যখন তোমরা মনুষ্যপুত্রকে উচ্চে উঠাইবে, তখন জানিবে যে, আমিই তিনি, আর আমি আপনা হইতে কিছুই করি না, কিন্তু পিতা আমাকে যেমন শিক্ষা দিয়াছেন, তদনুসারে এই সকল কথা কহি।

যোহন ১৪:১০ তুমি কি বিশ্বাস কর না যে, আমি পিতাতে আছি এবং পিতা আমাতে আছেন? আমি তোমাদিগকে যে সকল কথা বলি, তাহা আপনা হইতে বলি না; কিন্তু পিতা আমাতে থাকিয়া আপনার কার্য্য সকল সাধন করেন।

প্রজ্ঞার বাক্যের মাধ্যমে, যীশুকে বৈথসদার হ্রদের কাছে গিয়েছিলেন এবং আরোগ্যতার সেবা করেছিলেন। তিনি বিভিন্ন উপায়ে বহু মানুষকে সুস্থ করেছেন। তিনি কারোর উপর হাত রেখে, কানে আঙুল দিয়ে, থুথু দিয়ে এবং তাদের জিহ্বা স্পর্শ করে, তিনি ব্যাধির আত্মাদের বের করতেন, এমনকি তিনি কেবল কথার দ্বারাই অনেককে সুস্থ করেছিলেন।

পৌলের আরোগ্যতার সেবাকার্য

জ্ঞানের বাক্যের ক্রিয়াশীলতার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে পৌল বিভিন্ন উপায়ে আরোগ্যতার পরিচর্যাও করেছিলেন। পৌল হস্তার্পণ দ্বারা এবং রুমাল ও গামছা অসুস্থদের উপর রাখার দ্বারা আরোগ্যতা সাধন করেছিলেন। পৌল উতুখ নামে এক যুবককে আলিঙ্গন করার দ্বারা তাঁকে মৃত থেকে জীবিত করেছিলেন।

পৌল পুব্লিয়ের পিতার সেবা করার আগে, প্রথমে প্রার্থনা করেছিলেন, (দৃশ্যত এই ব্যক্তিকে কীভাবে আরোগ্য করতে হবে সে সম্পর্কে জ্ঞানের বাক্য পাওয়ার জন্য) এবং তারপরে তিনি তার উপর হাত রেখে তাকে সুস্থ করেছিলেন।

প্রেরিত ২৮:৮ তৎকালে পুব্লিয়ের পিতা জ্বর ও আমাশয় রোগে পীড়িত হইয়া শয্যাগত ছিলেন। আর পৌল ভিতরে তাঁহার নিকটে গিয়া প্রার্থনাপূর্ব্বক তাঁহার উপরে হস্তার্পণ করিয়া তাঁহাকে সুস্থ করিলেন।

প্রজ্ঞার বাক্য দ্বারা আমরা নিজেদেরকে অপ্রত্যাশিতভাবে একজন ব্যক্তির আরোগ্যতার পরিচর্যা করতে পারি। যখন এটি ঘটে, তখন বিশ্বাসের উপহার কার্য করতে শুরু করে এবং আমরা কেবল, ঈশ্বর যা প্রকাশ করেছেন শুধুমাত্র তাই করে থাকি। এবং সর্বদা আরোগ্যতার প্রকাশ হয়ে থাকে।

আরোগ্যতা এবং আত্মাকে চিনিয়ে লওয়া

দুর্বলতার আত্মা

আত্মার মধ্যে পার্থক্য হল আত্মিক জগতের একটি অত্যাশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টি। এটি একটি পরিস্থিতি, একটি কর্ম বা একটি বার্তার পিছনের আত্মা বা আত্মাগুলিকে দেখিয়ে থাকে।

প্রায়শই দুর্বলতার মন্দ আত্মা একজন ব্যক্তির অসুস্থতা বা রোগের জন্য দায়ী। উদাহরণস্বরূপ, ক্যান্সার, বাত, বিরক্তি এবং তিক্ততার আত্মাও রয়েছে।

আত্মার মধ্যে পার্থক্য করার মাধ্যমে, পবিত্র আত্মা প্রকাশ করেন, বা সমস্যার সঠিক উৎসের উপর তাঁর আঙুল রাখেন যাতে সেই ব্যক্তিকে আরোগ্য এবং মুক্তি প্রদান করা যায়।

লুক ১১:২০ কিন্তু আমি যদি ঈশ্বরের অঙ্গুলি দ্বারা ভূত ছাড়াই, তবে সুতরাং ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের কাছে আসিয়া পড়িয়াছে।

উপহার কিভাবে ক্রিয়াশীল হয়

যখন একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা পরিচালিত হয়, তখন আত্মার মধ্যে পার্থক্য করার উপহারের প্রকাশগুলি কোন দৃষ্টিভঙ্গি, বা একটি চিন্তা দ্বারা আসবে, যা কোন সমস্যার উৎস দুর্বলতার আত্মাকে প্রকাশ করবে।

যীশুর নামে সেই মন্দ আত্মাকে বের করে দিন এবং সেই ব্যক্তি সুস্থ হয়ে যাবে।

মথি ৯:৩২, ৩৩ তাহারা বাহিরে যাইতেছে, আর দেখ, লোকেরা এক ভূতগ্রস্ত গোঁগাকে তাঁহার নিকটে আনিল। 33ভূত ছাড়ান হইলে সেই গোঁগা কথা কহিতে লাগিল; তখন লোক সকল আশ্চর্য্য জ্ঞান করিয়া কহিল, ইস্রায়েলের মধ্যে এমন কখনও দেখা যায় নাই।

আরোগ্যতা- বিশ্বাসের উপহার- আশ্চর্যকার্য

বিশ্বাসের উপহার

® অত্যাশ্চর্যভাবে আসে

বিশ্বাসের উপহার হল একটি নির্দিষ্ট সময় এবং উদ্দেশ্যের জন্য একটি অত্যাশ্চর্য বিশ্বাস। আপনি একটি নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিস্থিতিতেই থাকুন না কেন একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করার জন্য এটি একটি বিশেষ শক্তির উপহার।

কখনও কখনও, যখন একটি সৃজনশীল অলৌকিক কাজের প্রয়োজনের সম্মুখীন হতে হয় বা এমন একজন ব্যক্তির সেবা করার সময় যার আরোগ্যতার জন্য আমাদের বিশ্বাস বৃদ্ধির বা তার চেয়ে উচ্চ স্তরের বিশ্বাসের প্রয়োজন, তখন ঈশ্বর অতিপ্রাকৃতভাবে আমাদের একটি বিশেষ বিশ্বাস দেবেন, তাই এটি যতই অসম্ভব হোক না কেন, নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ আরোগ্যতার প্রকাশ ঘটবে।

কখনও কখনও, এমন লোকেরা আমাদের কাছে আসে যাদের দেহের কিছু অংশ জন্মগত ত্রুটি, অস্ত্রোপচার বা দুর্ঘটনার কারণে হারিয়ে যায়। সম্ভবত আমাদের বিশ্বাস সেই পর্যায়ে যায়নি যেখানে আমরা প্রয়োজনীয় অলৌকিক কাজের জন্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস করতে পারি। যাইহোক, প্রজ্ঞার বাক্যের মাধ্যমে, আমরা একটি দর্শন পেতে পারি এবং এটি ঘটার আগে সৃজনশীল অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটানোর সাথে একটি নির্দিষ্ট উপায়ে সাহসের সাথে সেই ব্যক্তির আরোগ্যতার পরিচর্যা করতে পারি।

যখন আমরা একটি দর্শনের মাধ্যমে প্রজ্ঞার বাক্য গ্রহণ করি, তখন বিশ্বাসের দান প্রকাশিত হয় এবং আমরা জানি যে নিঃসন্দেহে অত্যাশ্চর্য ঘটনাটি ঘটবে যা আমরা ইতিমধ্যেই আত্মায় ঘটতে দেখেছি।

® বিশ্বাসের উপহারের ক্রিয়াশীলতা

পিতর এবং যোহন যেদিন মন্দিরের দরজার পাশে বসা খোঁড়া লোকটিকে দেখেছিলেন সেদিন তারা বিশ্বাসের উপহার পেয়েছিলেন।

প্রেরিত ৩:৬ কিন্তু পিতর বলিলেন, রৌপ্য কি স্বর্ণ আমার নাই, কিন্তু যাহা আছে, তাহা তোমাকে দান করি; নাসরতীয় যীশু খ্রীষ্টের নামে হাঁটিয়া বেড়াও।

আশ্চর্যকার্য সম্পাদন

জ্ঞান এবং প্রজ্ঞার বাক্যগুলি অত্যাশ্চর্য কার্যকে মুক্তি দেয়। জ্ঞানের বাক্যকে পাওয়ার পরে, আমরা দর্শনের দ্বারা আত্মায় - একজন ব্যক্তির যার সৃজনশীল আরোগ্যতার প্রয়োজন তার পরিচর্যা করতে শুরু করার অত্যাশ্চর্যকার্যকে দেখতে পাই।

তাৎক্ষণিকভাবে, আমরা বিশ্বাসের উপহারকে পেয়েছি। এটা আর বিশ্বাস করার সংগ্রাম নয়। আমরা নিঃসন্দেহে জানি যে আমরা আত্মায় যেভাবে দেখেছি সেভাবে আরোগ্যতার পরিচর্যা করার দ্বারা অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটবেই। আমরা সাহসের সাথে আশ্চর্যকার্যের উপহারে কার্য করতে শুরু করি।

মার্ক ৩:৩,৫খ তখন তিনি সেই শুষ্কহস্ত লোকটীকে কহিলেন, মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াও। তোমার হাত বাড়াইয়া দেও; সে তাহা বাড়াইয়া দিল, আর তাহার হাত আগে যেমন ছিল, তেমনি হইল।

উপহারগুলি একসাথে ক্রিয়াশীল হয়

আমরা যেমন দেখেছি যে, শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ কোন ঘটনাটি কোন উপহারের মাধ্যমে ঘটেছে তা বলা সত্যিই অসম্ভব।

এর কারন খুব সহজ,

পবিত্র আত্মার উপহার হল পবিত্র আত্মার প্রকাশ। এগুলি এমনভাবে জড়িত যে তাদের আলাদা করা প্রায়ই অসম্ভব। কখনও কখনও উপহারগুলি এক ব্যক্তি, বা দুজন, বা কখনও কখনও একটি সম্পূর্ণ দলের মধ্যে একসাথে কাজ করে থাকে। আমাদের কাছে সুন্দর আশ্বাস এটাই যে যখন যে উপহারের প্রয়োজন সেটি আমাদের জন্য উপলব্ধ রয়েছে!

ঈশ্বর যা প্রকাশ করেছেন তার উপর ভিত্তি করে আমরা সাহসের সাথে কাজ করি, তাহলে আরোগ্যতা সর্বদা সাধন হবে।

একজন ব্যক্তি কি একটি উপহার পায়?

না!

শুধুমাত্র কি একজন বিশ্বাসের উপহার, একজন আশ্চর্যকার্যের উপহার এবং অন্যজন আরোগ্যতার উপহার প্রাপ্ত হয়।

যে ব্যক্তি বা লোকেদের পরিচর্যার সুবিধা গ্রহণ করার দরকার রয়েছে, তারাই পবিত্র আত্মার উপহারের ক্রিয়াশীলতার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছ থেকে দান গ্রহণ করবে৷ বলার

পরিবর্তে, "আমার কাছে এই উপহার রয়েছে বা অন্যটি রয়েছে" এটি বলার পরিবর্তে পবিত্র আত্মার উপহারগুলিকে বুঝে এবং পবিত্র আত্মার নয়টি উপহারের যে কোনও একটি বা সমস্তটিতে যে কোনও সময় অন্যদের পরিচর্যা করতে প্রস্তুত থাকা শ্রেয়স্কর।

"বিশ্বাসের পেশী" বিকশিত করুন

কোন ব্যক্তি পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম গ্রহন করার দ্বারা, আত্মার সমস্ত উপহার গ্রহন করার যোগ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু তার নিজের জীবনে মিথ্যা শিক্ষা বা পাপ, হয়ত পবিত্র আত্মার সম্পূর্ণ প্রবাহকে থামিয়ে দিয়েছে বা বাধাপ্রাপ্ত করছে।

যখন সে পবিত্র আত্মার প্রকাশের বিশেষাধিকার প্রয়োগ করতে শুরু করে তখন তার জীবনে উপহারগুলীর ক্রিয়াশীলতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।

আমরা কখনও কখনও বলে থাকি, "সেই ব্যক্তিটি সত্যিই আরোগ্যতার উপহারে কার্য করে।" এবং তারপরে আমরা ভাবতে শুরু করি, "তার কাছে হয়ত আরোগ্যতার উপহার রয়েছে।" তাই আমাকেও এই উপহার গ্রহন করতে হবে, তাই "আমি তাদেরকে আমার জন্য প্রার্থনা করতে বলি।"

কিন্তু সত্য হল, তারা তাদের বিশ্বাসের অনুশীলন করেছে এবং আপনার থেকে বেশি একটি বিশেষ উপহারে ক্রিয়াশীল রয়েছে এবং তাই তাদের "আধ্যাত্মিক পেশী" সেই বিষয়ে শক্তিশালী।

জনসম্মুখে

যখন খ্রীষ্টের দেহ একত্রিত হয়ে আত্মার উপহারগুলিকে ক্রিয়াশীল করে, তখন একজনকে পরভাষা এবং অন্যজনকে তার ব্যাখ্যার উপহার দেওয়া হয়ে থাকে, অথবা একজনকে ভাববানী এবং অন্যকে প্রত্যাদেশ উপহার প্রদান করা হয়ে থাকে।

ঈশ্বর তার দেহের মধ্যে উপহারগুলিকে ভাগ করে থাকেন যাতে সমস্ত একসাথে ক্রিয়াশীল হতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তি ভাববানী প্রদানের ক্ষেত্রে তার বিশ্বাসকে ব্যবহার করেছে সে সম্ভবত ভাববানী উপহার গ্রহন করতে দ্রুত অগ্রসর হবে। এইভাবে, আমরা আবার ভাবতে শুরু করি, “ওহ, তার কাছে ভাববানীর দান আছে। (আমার কাছে ভাববানীর দান নেই।)

মনে রাখবেন, পবিত্র আত্মার সমস্ত উপহার পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত এবং যারা পবিত্র আত্মাকে তাদের জীবনে পরিচর্যা করার অনুমতি দিয়ে থাকে এমন প্রতিটি বিশ্বাসীর মাধ্যমে কার্য এবং পরিচালিত হয়ে থাকে৷

উপসংহার

২তিমথীয় ১:৬ এই কারণ তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, আমার হস্তার্পণ দ্বারা ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ-দান তোমাতে আছে, তাহা উদ্দীপিত কর।

প্রায়শই হস্তার্পণের দ্বারা পবিত্র আত্মার উপহারের ক্রিয়াশীলতা প্রদান বা বিমুক্ত করা হয়। একজন অভিষিক্ত সেবাকারী বা বিশ্বাসীকে খুঁজুন, যিনি পবিত্র আত্মার উপহারে স্বাধীনভাবে কার্য করে থাকেন। তাকে আপনার উপর হাত রাখতে বলুন এবং আপনার জীবন ও পরিচর্যায় অবাধে কার্য করার জন্য এই উপহারগুলিকে বিমুক্ত করুন।

রোমীয় ১:১১ কেননা আমি তোমাদিগকে দেখিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছি, যেন তোমাদিগকে এমন কোন আত্মিক বর প্রদান করি, যাহাতে তোমরা স্থিরীকৃত হও।

পবিত্র আত্মার দান হল খ্রীষ্টের সমগ্র দেহকে সুসমাচার প্রচারের জন্য গড়ে তোলার সাধনী।

® ক্রমাগত এই উপহারগুলি "আন্দোলিত" রাখুন।

® তাদের হাতছাড়া হতে দেবেন না।

® সেগুলিকে আপনার জীবনে কাজ করার জন্য আশাপ্রদ থাকুন।

® তাদের পূর্ণ এবং সঠিক প্রকাশে বিশ্বাসের দ্বারা প্রতিদিন প্রবাহিত করুন।

পুনরলোচনার জন্য প্রশ্নাবলী

১। আরোগ্যতার উপহারগুলী কি? কেন এটিকে “উপহারগুলি” (বহুবচন) বলা হয়েছে এবং অন্য উপহারগুলীকে একবচন বলা হয়েছে?

২। জ্ঞানের বাক্যের উপহার কীভাবে আরোগ্যতার উপহারের সাথে কার্য করে?

৩। আত্মার কোন উপহার ঈশ্বর আপনার জন্য মনোনীত করেছেন? উত্তর হল সব! এখন, আত্মার উপহারগুলির একটি তালিকা লিখুন যার দ্বারা আপনি অন্তত একবার পরিচালিত হয়েছেন।

৪। আপনার নিজের জীবনকে “প্রণোদিত" করার জন্য পবিত্র আত্মার কোন উপহার আপনার প্রয়োজন?

সম্পূর্ণ প্রশিক্ষন শ্রেণী

বাইবেল প্রশিক্ষন কেন্দ্রের জন্য চমৎকার বিষয় - বাইবেল স্কুল - সানডে স্কুল - শিক্ষা দল - এবং ব্যক্তিগত পাঠ

হোশেয়তে আমরা পড়ি যে, ''আমার লোকেরা ধ্বংস হয়ে গেছে জ্ঞানের অভাবে'' (৪:৬) । আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি কারন আমরা জানি না ঈশ্বর আমাদের কি জোগান দিয়েছেন। আমরা বিশ্বাস করতে পারি না যেসব বিষয়ে আমরা জানি না! এই প্রশিক্ষণ শ্রেণীটি তৈরি করা হয়েছে যাতে আমরা স্বাস্থ্য এবং শক্তি উভয় ক্ষেত্রেই ঈশ্বরের রাজ্যে বসবাস করতে পারি।

আমাদের একটি শক্তিশালী, অলৌকিক-কার্যকারী বিশ্বাসীদের দেহ হতে হবে। এই শক্তিশালী, ভিত্তিগত, ব্যবহারিক জীবন- পরিবর্তনশীল শ্রেণীটি এই উদ্দেশ্যে - পবিত্রগণকে পরিপক্ক করিবার নিমিত্ত লিখিত হয়েছে, যাতে পরিচর্যা- কাজ সাধিত হয়, যেন খ্রীষ্টের দেহকে গাঁথিয়া তোলা হয়, যাবৎ আমরা সকলে ঈশ্বরের পুত্র বিষয়ক বিস্বাসের ও তত্ত্বজ্ঞানের ঐক্য পর্যন্ত , সিদ্ধ পুরুষের অবস্থা পর্যন্ত, খ্রিষ্টের পূর্ণতার আকারের পরিমাণ পর্যন্ত, অগ্রসর না হই ...(ইফিসিয় ৪:১২-১৩) প্রত্যেক বিশ্বাসী যীশুর কাজ করছেন ।

আমরা আপনাকে এই ক্রমের বিষয়গুলি অধ্যয়ন করার পরামর্শ দিই ।

নতুন সৃষ্টির প্রতিমূর্তি - যীশুতে আমরা কে তা জানা

আমরা কার জন্য সৃষ্টি হয়েছি সেটা জানুন ! নতুন করে জন্ম নেওয়ার অর্থ কি । ধার্মিকতার এই উদঘাটন অপরাধবোধের চিন্তা , নিন্দা, হীনমনতা এবং অপ্রতুলতা থেকে বিজয় লাভ করে এবং খ্রীষ্টের প্রতিমূর্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে সাহায্য করে ।

বিশ্বাসীর কতৃত্ব - কিভাবে হারতে ভুলে জিততে শিখতে হবে

ঈশ্বর মানবজাতির জন্য তার চিরন্তন উদ্দেশ্য প্রকাশ করেছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন, তাদের রাজত্ব হোক'' । আপনি একটি নতুন সাহসের সাথে হাঁটবেন । আপনি আপনার প্রতিদিনের জীবনে এবং পরিচর্যায় শয়তান এবং দৈত্য শক্তির উপর বিজয় লাভ করবেন ।

অতিপ্রাকৃত জীবন- পবিত্র আত্মার উপহারের মাধ্যমে

পবিত্র আত্মার সাথে একটি নতুন, ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন করুন । পবিত্র আত্মার নয়টি উপহারে কিভাবে কাজ করতে হয় তা আবিষ্কার করতে আপনাকে সাহায্য করবে । অধীর আগ্রহে , এই উপহারগুলি গ্রহণ করুন এবং যখন আপনি অতি প্রাকৃতিক নতুন জীবনে প্রবেশ করার সাথে সেগুলিকে প্রজ্বলিত করুন ।

বিশ্বাস- অতিপ্রাকৃত জীবনযাপন

আপনি কীভাবে বিশ্বাসের জগতে এগিয়ে যাবেন তা শিখুন। আপনি কিভাবে ঈশ্বরের জন্য শক্তিশালী কাজ করতে পারেন। বিশ্বাসীদের জন্য তাদের বিশ্বাসকে প্রকাশ করা, অতিপ্রাকৃত জগতে প্রবেশ করা, এবং সমস্ত বিশ্বকে ঈশ্বরের মহিমা দেখানোর সময় এসে গেছে!

সুস্থতার জন্য ঈশ্বরের সংস্থান - ঈশ্বরের সুস্থতার শক্তি পাওয়া এবং পরিচর্যা করা

বাক্যের সঠিক ভিত্তি স্থাপন করলে বিশ্বাস উদ্ভাসিত হয় যাতে কার্যকর ভাবে সুস্থতা গ্রহন এবং পরিচর্যা করা যায়। এটি যীশু এবং প্রেরিতদের পরিচর্যাকে বর্তমানের সুস্থতার জন্য একটি নমুনা হিসাবে উপস্থাপন করে।

স্তুতি এবং আরাধনা - ঈশ্বরের আরাধনাকারী হওয়া

প্রশংসা এবং উপাসনার দ্বারা ঈশ্বরের অনন্ত উদ্দেশ্য প্রকাশ পায়। উচ্চ প্রশংসার দ্বারা বিশ্বাসীরা বাইবেলের রোমাঞ্চকর অভিব্যক্তিতে প্রবেশ করে । কিভাবে অন্তরঙ্গ উপাসনার দ্বারা ঈশ্বরের অপ্রতিরোধ্য উপস্থিতিতে প্রবেশ করতে হয় তা আমাদের শেখায়।

গৌরব - ঈশ্বরের উপস্থিতি

কত আশ্চর্যকর দিনে আমরা বাস করছি! আমরা ঈশ্বরের মহিমা অনুভব করতে পারছি। তিনি আমাদের চারিদিকে প্রকাশিত হচ্ছেন। এই গৌরব কি এবং কিভাবে আপনি এটি অনুভব করতে পারেন তা জানুন।

আশ্চর্যজনক সুসমাচার প্রচার - সমস্ত জগতে পৌঁছানো হল ঈশ্বরের পরিকল্পনা

আমরা, প্রেরিত পুস্তকের মতো, আমাদের জীবনেও চিহ্ন কাজ, বিস্ময় এবং আরোগ্যতার অলৌকিক অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারি। আমরা আমাদের মাধ্যমে অলৌকিক সুসমাচার প্রচারের মাধ্যমে শেষ সময়ের মহান ফসলের অংশ হতে পারি!

প্রার্থনা - স্বর্গকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনা

কিভাবে আপনি ঈশ্বরের ইচ্ছা পৃথিবীতে সম্পন্ন করতে পারেন যেমনটা স্বর্গে হয়। মধ্যস্থতা, বাক্য প্রার্থনা, বিশ্বাস এবং চুক্তির প্রার্থনার মাধ্যমে, আপনি আপনার জীবন, এমনকি সমস্ত বিশ্বকে পরিবর্তন করতে পারেন।

বিজয়ী মণ্ডলী – প্রেরিত পুস্তকের দ্বারা

যীশু বলেছিলেন, "আমি আমার মণ্ডলী তৈরি করব এবং নরকের দরজাগুলি এর বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে না।" এই শিক্ষায়, আপনি দেখতে পাবেন কিভাবে প্রেরিতের বইটি প্রথম দিকের মণ্ডলীর কাহিনী এটি হল বর্তমান যুগের মণ্ডলীর পুনরুদ্ধারের জন্য চিহ্ন।

পরিচর্যা উপহার – প্রেরিত, ভাববাদী, সুসমাচারপ্রচারকারী, পালক, শিক্ষক

যীশু মনুষ্যদের উপহার দিয়েছেন। খুঁজুন কিভাবে এই উপহারগুলি মণ্ডলীতে একসাথে প্রবাহিত হয় যাতে ঈশ্বরের লোকদের সেবার কাজের জন্য প্রস্তুত করা যায়। আপনার জীবনে ঈশ্বরের আহ্বান বুঝতে চেষ্টা করুন!

জীবনযাপনের নমুনা – পুরাতন নিয়ম থেকে

এই সাময়িক শিক্ষার মাধ্যমে ঈশ্বরের সমৃদ্ধ মৌলিক সত্যগুলি জীবিত হয়ে ওঠে। আসন্ন খ্রীষ্টের ভবিষ্যদ্বাণী, উৎসব, বলিদান এবং পুরাতন নিয়মের অলৌকিক ঘটনা, সবই ঈশ্বরের অনন্ত পরিকল্পনাকে প্রকাশ করে থাকে।

এ.ল এবং জয়েস গিল এর দ্বারা রচিত পুস্তক

রাজত্বের জন্য নির্ধারিত

বেড়িয়ে যাও! যীশুর নামে

প্রতারণার উপর বিজয়

পাঠের নির্দেশিকা

গৌরবের জন্য যুগান্তকারী

অন্যায় থেকে মুক্ত

সমস্ত পাঠলিপি, পুস্তক এবং পাঠের নির্দেশিকাগুলী বিনামূল্যে ডাউনলোড করুন www.gilministries.com থেকে।